



প্রতিবাদী কলম

pratibadikalam.news

PRATIBADI KALAM • Daily • 12th Year, 323 Issue • 2 December, 2021, Thursday • ১৫ অগ্রহায়ণ, ১৪২৮, বৃহস্পতিবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

শাসকদলের বিশাল জয় তৃণমূল'র ভিডিও ফুটেজ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। বিজেপি বিশাল জয় হাসিল করেছে আগরতলা পুর নিগম ও উনিশটি নগর সরকার গঠনের ভোটে। বিরোধীরা প্রায় শূন্য হয়ে পড়েছে, মাত্রই পাঁচটি আসন জিততে পেরেছে সারা রাজ্যে। তৃণমূল কংগ্রেস আদালতে এই নির্বাচন বাতিল করার আর্জি জানিয়েছিল, কিন্তু আদালত সেই দাবি খারিজ করে দিয়ে নির্বাচন করার পক্ষেই নির্দেশ দিয়েছিল। বিজেপির প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ প্রায় ৬০ শতাংশ। এইসব পরিসংখ্যান নিয়ে শাসক দল এগিয়ে আছে, অন্যদিকে বিরোধী তৃণমূলের হাতিয়ার কিছু ভিডিও ফুটেজ এবং খবরের কাটিং। দুই পক্ষেই দুঁদে উকিলরা আছেন। একদিকে কপিল সিং, তো অন্যদিকে মহেশ জেঠমালানি। অন্যদিকে, শাসক বিজেপি সারা ত্রিপুরায় ৫৯ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছে। সবগুলি পুর ও নগর

পুর ভোট নিয়ে আজ শীর্ষ আদালতে শুনানি

পঞ্চায়েত দখল করেছে বিরোধীরা কেবলমাত্র পাঁচটি ওয়ার্ড জিতে পেরেছে সারা ত্রিপুরায়। তিনটি নগর পরিষদ বাদ দিলে বিরোধীরা বাকি সংস্থাপলি। মোট ৩৩৪ আসনের মধ্যে ২২২ আসনে নির্বাচন হয়েছিল, বাকি ১১২

আসন বিজেপি বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতেছিল আগেই। বিজেপি সব মিলিয়ে ৩২৯ আসন জিতেছে। রাজধানী আগরতলায় বিজেপি ৫৮, ২২১ ভোট পেয়েছে, টিএমসি ২২, ২৯৫ এবং সিপিআই (এম) ১৫, ৯৬০ ভোট পেয়েছে। সারা রাজ্যে

An Initiative by Joyjit Saha

Big Books

THINK BIG

NURSERY | CBSE | TBSE | COMPETITIVE | COLLEGE | UNIVERSITY

AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY

পারুল প্রকাশনী

SINCE 1981

AGARTALA KOLKATA NEW DELHI GUWAHATI

৩9774414298

53 Shikru Uddyan Bipani Bitan A. K. Road Agartala 799001

সত্যকথা! 'পারুল' নামের পরে প্রকাশনী দেখে পারুল প্রকাশনী-র বই কিনুন!

মোট পড়েছে ৮-১.৫৪ শতাংশ। এই বিশাল জয় এবং জয়ের ব্যবধান শাসকদলের পক্ষে বলার বড় সাক্ষ্য। শাসক দলের আইটি সেল ভোটারদের লাইনের ছবি প্রচার করেছে। এক বিরোধী প্রার্থীর বক্তব্য প্রচার করে শাস্তির দাবি রেখেছে। বলেছে, আদালতে বিরোধীরা বিভ্রান্তিমূলক তথ্য দিয়েছেন, বিরোধীরা ত্রিপুরাকে বিশ্বের সামনে ছোট করেছেন, তাদের সব ষড়যন্ত্র ভেদ করে ত্রিপুরার মানুষ বিজেপিকে বিশাল জয় এনে দিয়েছে। বিরোধীরা কোনও কোনও আসনে বেশ কাছাকাছিও এসেছিলেন, সেটাও শাসকদলের জন্য এক যুক্তি। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে কয়েকটি ভিডিও ফুটেজ ও বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবরের কাটিং, আক্রান্তের ছবি, ইত্যাদি আদালতের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের আইনজীবীরা আদালতে আপত্তি ভিডিও দেখাতে চেয়েছেন। • এরপর দুইয়ের পাঠায়

ঘরে ঘরে মোমবাতি!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। সকালে সরকারি অনুষ্ঠানে রাজ্যের নেশাচিত্র তুলে ধরে মায়েদের চতীরূপ ধারণ করার কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। যে করেই হোক নেশা বিষয়টি থেকে যুব সমাজকে মুক্ত করতে হবে, বলেন তিনি। এদিন সন্ধ্যায় এই বিষয়টিকে ঘিরে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মুখ্যসচিব কুমার অলক এবং উনার প্রধান সচিব জে কে সিনহাকে ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নেওয়ার নির্দেশ দেন। মহাকরণ সূত্রে এমনটাই খবর। আগামী ১০-১২ দিনের মধ্যেই রাজ্যজুড়ে একই দিন এবং সময়ে প্রতিটি ঘরে ঘরে মোমবাতি অথবা প্রদীপ জ্বালানোর আহ্বান রাখতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। 'সে নোট টু ড্রাগস, নোট টু এইডস' এই স্লোগানকে সামনে রেখে মুখ্যমন্ত্রী অচিরেই রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে আহ্বান রাখবেন বলে মহাকরণ সূত্রে খবর। ইতিমধ্যেই বিষয়টিকে নিয়ে মহাকরণে এক-দুটো সরকারি বৈঠক আয়োজিত হবে বলে জানা গেছে। দেখার, ঠিক কবে এই কর্মসূচি পালিত হয় বা আদৌ হয় কিনা?

চেয়ার মালিক পাচ্ছে না

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অমরপুর, ১ ডিসেম্বর।। বিজেপি অমরপুর ভোটে বিরোধী শূন্য করে জিতেও স্বস্তিতে নেই। প্রায় চারদিন কেটে গেলেও নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান নির্বাচন গুছিয়ে আনতে পারেননি মন্ডল। প্রাথমিকভাবে কাউকে নির্বাচন করে প্রদেশ কমিটির কাছে প্রস্তাবও পাঠাতে পারেনি মন্ডল। মন্ডলের সম্পাদক উত্তম মজুমদার নিজে এই পদে আগ্রহী হলেও জেলা সম্পাদক প্রশান্ত পোন্দারের প্রতাপে চূপসে আছেন। মন্ডল এইচআইভি প্যাথের নাম পাঠাতে পারছে না আবার প্রশান্তের নাম পাঠাতে মন্ডলের অনীহা আছে। সাধারণ লোকজন অবশ্য চাইছেন যে বিজেপি যখন জিতেই গেছে তখন অবসরে যাওয়া বিকাশ সাহা'ই হোক চেয়ারম্যান। মন্ডল উত্তমের নাম পাঠাতে চায়, প্রশান্তের ভয়ে তা পারছে না, আর বিকাশ সাহা'র নাম উঠে আসছে ভোটদারদের থেকে, এই ত্রিকোণ সমীকরণের সমাধান করে উঠতে পারেনি বিজেপি এখনও। চেয়ারম্যান পাইই করতে গিয়েছে অমরপুর মন্ডল নেতৃত্ব। ১৩ আসন বিশিষ্ট অমরপুর নগর ভোটে ১৩ আসনই দখল করে শাসক দল। চেয়ারম্যান পদের জন্য প্রার্থী তিনজন। বিকাশ সাহা নামে একজন। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, একজন জেলা সম্পাদক প্রশান্ত পোন্দার, অপরিজন মন্ডল সম্পাদক উত্তম মজুমদার। অমরপুর নগরের চেয়ারম্যান • এরপর দুইয়ের পাঠায়

সজাগ দৃষ্টি সরকারের



প্রেস রিলিজ

এইচআইভি সংক্রমিতদের উন্নততর চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে রাজ্যে একটি জাতীয়মানের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। আজ বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে প্রজ্ঞাভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। রোগ প্রতিরোধক ও পরিবার কল্যাণ দফতরের উদ্যোগে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক বিশ্ব এইডস দিবসে এবারের ভাবনা 'বৈষম্য দূরীকরণ

এইডস নির্মূল করা ও অতিমারীগুলি রূপে দেওয়া'। এইচআইভি সংক্রমিত হয়েও সেবামূলক অন্যান্য নজির স্থাপন ও নেশা আসক্তির পথ থেকে পুনরায় স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা বেশ কয়েকজনকে এদিন সম্মাননা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির একটি ওয়েবপোর্টালের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। 'ত্রিপুরায় ড্রাগস এবং এইচআইভির কোনও স্থান নেই' বিশ্ব এইডস দিবসে এই অঙ্গীকার নিয়ে সবার সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ড্রাগসের মতো অভয় শক্তি থেকে যুব সম্প্রদায়কে রক্ষা করতে এবং

এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধে মহিলা-সহ সবার সম্মিলিত আন্তরিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। সম্প্রতি এইচআইভি সংক্রমণের পরিসংখ্যানের দিকে সজাগ দৃষ্টি রয়েছে রাজ্য সরকারের। সংক্রমিতদের দ্রুত সনাক্তকরণের মাধ্যমে যথোপযুক্ত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে এনএসএস-সহ স্বেচ্ছাসেবক বিভিন্ন সংগঠনগুলিকে যুক্ত করা যেতে পারে। সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনাকে গোপন না রেখে সঠিক সময়ে চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করার উপর গুরুত্বা-রোপ • এরপর দুইয়ের পাঠায়

জন্মদাত্রীর অসাবধানতা



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। মায়ের হাত থেকে পিছলে যায় একটি দাঁ। সপাত গিয়ে পড়ে উনার ছেলের মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে রক্তজ্ঞ অসহায় প্রায় অবৈতন্য হয়ে পড়ে ১৩ বছরের কিশোরটি। মর্মান্তিক এই ঘটনায় এদিন সংশ্লিষ্ট এলাকায় ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। কলাবাগানে কলা কাটতে গিয়ে এই বিপদ ঘটে। বিপদটি ঘটে যাওয়ার পর মা প্রতিটি মুহূর্ত নিজের ছেলোটিকে আগলে আছেন। জিবি হাসপাতালের টিমা সেন্টারের সামনে ছেলোটির মা রীতিমতো অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন প্রায় কয়েক ঘণ্টা। যখনই জ্ঞান ফিরছে, হুঁপিয়ে কেঁদে উঠছেন। কিছুতেই ঘটনাক্রমে মনে নিতে পারছেন না তিনি। সঙ্গে দাঁড়ানো স্বামীর হাঁটুতে হেলান দিয়ে নির্বাক বসে থাকা মা প্রতি মুহূর্তে নিজেকেই 'দৌষী' ভাবছেন হয়তো। এদিন, বৃথবার খোঁয়াই জেলার বাচাইবাড়ি অঞ্চলের এক নির্মম ঘটনা মহিলাকে নির্বাক করে দিয়েছে। নিজের কলাবাগানে হাত-না নিয়ে কলা • এরপর দুইয়ের পাঠায়

বাম আমলে ৯০, গত সাড়ে তিন বছরে ৮০০

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। 'পরিমাণ' বিষয়টিকে কেন্দ্র করে রাজ্যে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। যে পরিমাণ 'ড্রাগস' থাকলে একজন মফিয়া, পাচারকারী, ব্যবসায়ী বা পেডলারকে পুলিশ প্রশাসন গারদে পুরতে পারে, তা অধিকাংশ সময় পাওয়া যায় না। পুলিশের জাল থেকে বেরিয়ে পড়ে মাদক কারবারিরা। আর আইনের এই ফাঁকটিকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যে প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে ইনজেকশনের মাধ্যমে শিরাপথে মাদক নেওয়া যুবক/যুবতিদের সংখ্যা। শুধু পশ্চিম বা দক্ষিণ জেলা নয়, উত্তর বা উনকোটিও নয়, রাজ্যজুড়েই ড্রাগ মফিয়া, পেডলাররা অক্টোপাসের মতো যুব সমাজকে ঘিরে ধরেছে। ঘরের নতুন মোবাইল, বাইসাইকেল বা মায়ের অলঙ্কার বিক্রি করেও যুব সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা দেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছে। বাবার কাছে আবার করছে হাতখরচ। আর তা দিয়েই ইনজেকশন কিনে শিরাপথে মাদক ঢুকিয়ে দিচ্ছে শরীরে। রাজনৈতিক মঞ্চে শাসক দল বসে, রাজ্যে ড্রাগ নিয়ে যা হচ্ছে তার সবকিছুই গত ২৫ বা ৪০ বছরের ফল! কিন্তু বাস্তব এবং সরকারি তথ্য বলছে, রাজ্যে ইনজেকশনের মাধ্যমে শরীরে

নেশাদ্রব্য গ্রহণ করে গত তিন বছরে প্রায় দ্বিগুণ হারে এইচআইভি আক্রান্তদের সংখ্যা বাড়ছে। আগে এই বিষয়টি এই রাজ্যে তেমন ছিলোই না। ২০১৫-১৬ সালে মাত্র ১১ জনের শরীরে এইচআইভি পাওয়া যায় যারা ইনজেকশনের মাধ্যমে শিরাপথে মাদক গ্রহণ করতো। অথচ গত সাড়ে তিন বছরে ৭৪২ জন যুবক/যুবতিরা এইচআইভিতে আক্রান্ত হয়েছেন

ড্রাগ মফিয়াদের গ্রেফতারে পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ সর্বত্র

ওই একই মাধ্যমে। অর্থাৎ ড্রাগ নিয়ে আলোচনা উঠলে, পরিসংখ্যান শাসক দলের বক্তব্য খোপে টিকবে না। পরিসংখ্যান বলে দেবে, ২০১৫ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত রাজ্যে আনুমানিক ৯০ জন ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক নিয়ে এইচআইভিতে আক্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু গত সাড়ে তিন বছরে সংখ্যাটি প্রায় ৮০০ ছুঁই ছুঁই। এই পরিস্থিতির জন্য মূলত পুলিশ প্রশাসন দায়ী বলে সংশ্লিষ্ট সমস্ত মহলের ধারণা। রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর এবং মুখ্যমন্ত্রীর সদিচ্ছা থাকলেও, ড্রাগ

পেডলারদের সঙ্গে এক গোপন আঁতাতে চলে গেছে পুলিশ প্রশাসনের একাংশ। বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এমনকী বিভিন্ন বিদ্যালয়ের আশেপাশে রাজ্যজুড়ে ড্রাগ পেডলারদের এখন আনাগোনা। উত্তর, উনকোটি এবং পশ্চিম জেলায় বিষয়টি চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছে। পুলিশ প্রশাসন প্রায়শই বলে থাকে নার্কোটিক্স বা ড্রাগ অ্যান্ড-এ যেটুকু 'পরিমাণ' ড্রাগ পাওয়া গেলে তবে আরেস্ট করা যায়, সেই পরিমাণ সবসময় বিক্রীতে বা পেডলারদের কাছে পাওয়া যায় না। যে কারণে জর্জিন হয়ে যায় তাদের। এই এক আইনের ফাঁকে ঘিরে নিয়মিতভাবে যুগ্মা বাড়ছে সভ্য সমাজের। গত তিন বছরে রাজ্যে দ্বিগুণ হারে বাড়ছে ইনজেকটিং ড্রাগ ইউজারদের মধ্যে এইচআইভি আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে রাজ্যে প্রথম ইনজেকটিং ড্রাগ ইউজারদের মধ্যে এইচআইভি আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা ১১। এই পরিসংখ্যান রাজ্যকে চূড়ান্ত দৃষ্টান্তীয় ফেলছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বৃথবার শহরের • এরপর দুইয়ের পাঠায়

ইডিভি'তে মুখ পুড়লো ভিভিএম'র

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। সরকারি কর্মচারী সংঘ ডিভিজে বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ হয়েও কি শেষ রক্ষা হলো না? এই সরকারের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি সুবিধাভোগী এই কর্মচারীরা—যারা আগরতলায় বসে চাকরি করছেন, এই মুহূর্তে বিবেকানন্দ মঞ্চের হয়ে গলা ফাটাচ্ছেন, বিভিন্ন সময় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা করছেন, তারাই কি এবার চোখ উল্টে নিলেন? নইলে আগরতলা পুর নিগমের ভোটে নিযুক্ত হয়েছেন যেসব কর্মচারীরা তারাই কেন সরকারের বিরুদ্ধে গিয়ে বসে সিপিএম নয় তৃণমূলে ভোট মেরে দিলেন? সাধারণত, নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত কর্মচারীরা সরকারের অনুগামীই হয়ে থাকেন। আগরতলা পুর নিগমের ক্ষেত্রে যে সমস্ত সরকারি কর্মচারীরা নিযুক্ত ছিলেন, এদের প্রত্যেকে আগরতলায় কর্মরত। মফঃস্বল

থেকে কোনও সরকারি কর্মচারীকে আগরতলায় ভোটের দায়িত্বে আনা হয়নি। এমনকী জিরানিয়া, বিশালগড় কিংবা সিংহাি থেকেও না। সেই মোতাবেক এই সরকারের আমলে আগরতলায় যারা চাকরি করছেন এদের সকলেই সরকারের দয়াপ্রাপ্ত সৌভাগ্যবান। যাদের

ওয়ার্ড	বিজেপি	বিরোধী	বাতিল
৫১	১২৭১	১১১৬	১৩

যাড়ে এখনও দুরদুরাস্তে বদলির চাকপ নেমে আসেনি, বদলিহীন চাকরি পেয়ে থাকলেও ডেপুটেশনের নামে প্রত্যন্তে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেই রেওয়াজ মোতাবেক আগরতলায় চাকরিরতদের ৯৯ শতাংশই সাবেক কর্মচারী সংঘ, বর্তমানে বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চের সভ্য-সমর্থক-শুভাকাঙ্ক্ষী কিংবা

প্রমোশন দিয়েছে। চাকরি জীবনের সবচেয়ে বড় সুখের বাড়িতে থেকে চাকরির সুবিধা —আগরতলায় ভোটে নিযুক্ত কর্মচারীরা প্রত্যেকে তাও পাচ্ছেন। বদলির ক্ষোভও তাদের নেই। তাহলে চার বছরেই বিগড়ে গেলেন কেন? এই কর্মচারী ভোটেই ২০১৮ সালে বিধানসভা

ওয়ার্ড	বিজেপি	বিরোধী	বাতিল
৫১	১২৭১	১১১৬	১৩

ভোটে বামদের দিক থেকে পালি খেয়ে প্রায় একচেটিয়া রামের দিকে চলে এসেছিলো। কিন্তু আগরতলা পুর নিগমের ভোটে কর্মচারীদের ভোটের ট্রেন্ড শাসক বিজেপিকে মস্ত বড় চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। আর আগরতলার কর্মচারীদের মধ্যে যদি এমন ট্রেন্ড বজায় থাকে তাহলে মফঃস্বলের কর্মচারীরা যে এর চেয়ে বেশি ক্ষিপ্রতায় এবং উত্তাপালি পালি

ভোটে বামদের দিক থেকে পালি খেয়ে প্রায় একচেটিয়া রামের দিকে চলে এসেছিলো। কিন্তু আগরতলা পুর নিগমের ভোটে কর্মচারীদের ভোটের ট্রেন্ড শাসক বিজেপিকে মস্ত বড় চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। আর আগরতলার কর্মচারীদের মধ্যে যদি এমন ট্রেন্ড বজায় থাকে তাহলে মফঃস্বলের কর্মচারীরা যে এর চেয়ে বেশি ক্ষিপ্রতায় এবং উত্তাপালি পালি

ওয়ার্ড	বিজেপি	বিরোধী	বাতিল
৫১	১২৭১	১১১৬	১৩

ভোটে বামদের দিক থেকে পালি খেয়ে প্রায় একচেটিয়া রামের দিকে চলে এসেছিলো। কিন্তু আগরতলা পুর নিগমের ভোটে কর্মচারীদের ভোটের ট্রেন্ড শাসক বিজেপিকে মস্ত বড় চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। আর আগরতলার কর্মচারীদের মধ্যে যদি এমন ট্রেন্ড বজায় থাকে তাহলে মফঃস্বলের কর্মচারীরা যে এর চেয়ে বেশি ক্ষিপ্রতায় এবং উত্তাপালি পালি

মারবেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এবারের পুর নিগমের ভোটে আরও উল্লেখযোগ্যভাবে দেখা গিয়েছে, ভোটের কাজে নিযুক্ত কর্মচারীরা প্রত্যেকেই পুরুষ। কোনও মহিলা কর্মচারীকে ভোটের কাজে নিযুক্ত করা হয়নি। যদি তাই হবে, তাহলে এটাও ঘটনা, পুরুষ শাসিত সমাজে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভোটে হোক কিংবা পারিবারিক সিদ্ধান্তে পুরুষদের আদিপত্য মেনেই বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা তাদের গতিপথ নির্ধারণ করেন। ফলে, বাড়ির যে পুরুষ কর্মচারী ভোটের কাজে নিযুক্ত হয়েছেন তিনি যদি সমস্ত সুবিধা ভোগের পরেও শাসক দলকে ভোট না দিয়ে বিরোধী সিপিএম কিংবা তৃণমূল কংগ্রেসের ঘরে ভোট দিয়ে দেন, তাহলে এটাও নিশ্চিত তিনি বাড়িতেই তার পরিবারের সদস্যদেরকে এই বিষয়টি নিয়ে তার প্রভাব • এরপর দুইয়ের পাঠায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাক্রম, ১ ডিসেম্বর।। রাজ্যভিত্তিক খো-খো প্রতিযোগিতার আসরে অপমানিত হলো জাতীয় সংগীত। আর বিকালের অনুষ্ঠান রাতে উদ্বোধন করতে গিয়ে কটাকাচারে কুয়াশাভেজা মাঠে বসিয়ে রেখে কার্যত অমানবিকতার এক চরম নজির সৃষ্টি হলো। সঙ্গে সাক্ষী রইলো অপর্যাপ্ত আলো, রাতে উত্তোলিত ক্রীড়া পতাকা। চরম অব্যবস্থায় খেলোয়াড়দেরকে অনাদার আর অবহেলায় এক নয়া নজির সৃষ্টি করে দক্ষিণ জেলার মনুতে উদ্বোধন হলো এই প্রতিযোগিতা। মনুবাজার দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের মাঠে এদিন রাজা ভিত্তিক খো-খো প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাপতিত্ব কাকলী দাস। তবে অনুষ্ঠানে ক্রীড়ামন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর উপস্থিতি থাকার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তিনি অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন না। একই সঙ্গে অনুষ্ঠানে আসেননি সার্বভৌম বিধায়ক শংকর রায়, শান্তিবাজারের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং এবং

বিলোনিয়ার বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক ও। বিষয়টি নিয়ে ক্রীড়ানুরাগী মহলে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এদিন সন্ধ্যায়

অন্ধকারের মধ্যে জাতীয় সংগীত দিয়ে শুরু হলো খো-খো প্রতিযোগিতা। অনুর্ধ্ব-১৭ খো-খো • এরপর দুইয়ের পাঠায়

মেডিকা সেন্টার আগরতলা

মেডিকা সুপারস্পেশালিটি হসপিটালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ পরামর্শের জন্য উপস্থিত থাকবেন

নিউরো ওপিডি

ডাঃ সুনন্দন বসু
কনসাল্টেন্ট - নিউরো অ্যান্ড স্পাইন সার্জারি
MBBS, FRCS, EANS,
European Certificate of Neurosurgery

রেসপিরেটরি ওপিডি

ডাঃ নন্দিনী বিশ্বাস
কনসাল্টেন্ট - রেসপিরেটরি মেডিসিন
MRCP (UK & London) CCT (UK) FRCP (Edin)

তারিখ- 06/12/2021

7005128797 / 03812310066

টেরেসা হেল্থ কেয়ার

বিবেকানন্দ সেন্ট্রিয়ামের পশ্চিম দিকে, নর্থ গেটের সামনে, আগরতলা, ত্রিপুরা ৭৯৯০০১

সোজা সার্প্টা গর্বিত আমরা

প্রতিবাদী কলাম, কলমের শক্তি এবং পিবি ২৪ পরিবারের এক জন সদস্য হিসাবে আজ নিজেকে ভীষণ ভীষণভাবে গর্বিত অনুভব করছি। রাস্তায় পড়ে পড়ে যখন রাজ্যের সাংবাদিকরা মার খাচ্ছে, রক্তাক্ত হচ্ছে, খুন হওয়া দুই সাংবাদিকের অপরাধীরা জামিন পেয়ে যাচ্ছে, সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকদের উপর আক্রমণকারীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন সরকারি মধ্যে হাঙ্কা শীতে শালের চাদর গায়ে তুলে নেওয়ার মতো মহৎ কাজটা করে উঠতে পারেননি আমাদের প্রিয় সম্পাদক। আর আমাদের প্রিয় সম্পাদকের এই সিদ্ধান্তের জন্য আমাদের মতো মার খাওয়া সাংবাদিকদের গর্ব হওয়া উচিত। ডান-বাম-রাম বুঝি না। দেখেছি সব আমলেই এক শ্রেণির সাংবাদিক, সম্পাদক আছেন যারা দিনে এক তো রাতে অন্য রূপ। আমাদের প্রিয় সম্পাদক যে ওই মুখোশধারী নন তাতেই আমরা গর্বিত। হয়তো রাষ্ট্রের আরও বড় আক্রমণ আমাদের উপর নেমে আসতে পারে। হয়তো দিনে যারা আমাদের সম্পাদককে বাহবা জানাবেন রাতেই তারা মাথা-নত করে অন্য কথা বলবেন। তারপরও আমরা গর্বিত যে, আমাদের বিনা কারণে রক্ত ঝারার প্রতিবাদটা তো করেছেন আমাদের প্রিয় সম্পাদক। তার মধ্যেই বলতে হচ্ছে, রাজ্যের সাংবাদিকদের সরকারি পেনশন, সরকারি আবাসনের গল্প অবশ্য এখন আর শোনা যায় না। বন্ধ হয়ে যাওয়া মিডিয়া হাউসগুলি খুলে দেওয়ার কথা এখন আর শোনা যায় না। রাষ্ট্রের কাছে ভালো থাকার জন্যই হয়তো এখন এসব নিয়ে কথা হয় না। আমরা জানি, আমাদের উপর হয়তো নতুন করে কোন আঘাত হানার জন্য ছদ্মবেশীরা সক্রিয় হবেন। তবে আমাদের ভরসা আমাদের প্রিয় সম্পাদক এবং অবশ্যই জনগণ।

তৃণমূলের কর্মসূচি বাতিল, ক্ষুর সুবল

● চারের পাতার পর বাতিল করে দেওয়া, বিভিন্ন জায়গায় হামলা হুম্ভতি করা এখন প্রতিদিনের কর্মসূচি রয়েছে শাসক তলে। সুবল ভৌমিকের দাবি, তৃণমূলকে টার্গেট বিজেপি। কারণ বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে তৃণমূলই। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিকে গণতান্ত্রিক উপায়ে সঠিক জবাব দিয়েছে তৃণমূল। সুবল ভৌমিক দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, ২০২৩ সালে ত্রিপুরায়।

বিএসএফ’র গুলিতে রক্তাক্ত যুবক

● আটের পাতার পর মাদক দ্রব্য বেড়ার ওপর দিয়ে ঢিল ছোড়ে। ঢিল দিতেই মাদকদ্রব্য বেড়ায় আটকে যায়। পরবর্তী সময়ে পাচারকারীরা ওই মাদক দ্রব্যগুলি বেড়া থেকে আনতে গেলে কর্তব্যরত জওয়ান বিষয়টি দেখতে পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। প্রথমে মাদক দ্রব্য নিয়ে বিএসএফ ও পাচারকারীর মধ্যে ধুশাধুনি হয়। পরে তা বড় আকার ধারণ করে। বিএসএফ পাচারকারীদের সাথে ধুশাধুনি করে পেরে না উঠতে জীবন রক্ষার্থে তার নিজ রহিফেল থেকে পিঞ্জি নানা অর্থাৎ রাবার বুলেট ছুঁড়ে। তাতে পাচারকারী সাইফুল ইসলামের মাথার খানিকটা নিচে ফাড়ে গুলি লাগে। গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে সাইফুল রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে যায়। পরে অন্য পাচারকারীরা সাইফুলকে ধরাধরি করে প্রথমে রহিমপুর বাজারে নিয়ে আসা হয়। কিছুতেই ইসলামের রাখার পর গুলিবিদ্ধ সাইফুল ইসলামকে বন্ধনগর সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসে। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে উন্নত চিকিৎসার জন্য হাঁপানিয়া হাসপাতালে রেফার করে দেন। বর্তমানে সাইফুল ইসলাম হাঁপানিয়া হাসপাতাল চিকিৎসাশালা। এই ঘটনার ক্ষেত্রে এলাকার চাক্ষুষ ছড়িয়ে পড়ে। সম্প্রতি রহিমপুর এলাকায় জওয়ানের হাতিয়ার ছিনিয়ে নিয়ে যায় পাচারকারীরা। দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা খোঁজাখুঁজি করার পর এলাকার মানুষের সহযোগিতায় জওয়ানের হাতিয়ার উদ্ধার করা হয়। এদিকে গোটা বন্ধনগর এলাকায় পাচারকারীদের সঙ্গে রয়েছে একটি বিশাল দালাল চক্র। পুলিশের মিতালী ও বিএসএফ এর ভূমিকা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে বিভিন্ন প্রশ্ন উকিঝুঁকি মারছে। রহিমপুর এলাকায় সাইফুল, মোশারফ ছাড়াও রয়েছে বহু পাচার বাণিজ্যের কিংবদন্তি মাফিয়া। যারা রাতারাতি কোটি টাকার বাড়ি ও দামি গাড়ি নিয়ে বিলাসবহুল জীবনযাপন করছে। যাদের সম্পূর্ণ অবৈধ পাচার ব্যবসায় থেকে আসে। অপরদিকে বাইক পাচারের মৃগাযাত্রেক্ষে বললেই চলে রহিমপুর এলাকা। রহিমপুর-এ একের পর এক ঘটনা ঘটে চলাছে। প্রশাসনের কোন ভূমিকা নেই। পাচারকারীদের অতি বাড়বাড়ন্তের কারণে সীমান্ত জওয়ানদের দেওয়া প্রহরা লক্ষ্য করা যায়।

বেতন বন্ধ, গভীর সংকটে শুভ

● সাতের পাতার পর কোটি ক্যাম্পেই তো আমার হাত ভেঙেছিল। দুই মাস যাতে প্লাস্টার ছিল। চিকিৎসার সমস্ত কাগজপত্র টিসিএ-তে জমা দিয়েছি। তারপরও আমার বেতন আটকে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের ক্রিকেট মহলেও এই ঘটনায় স্তব্ধতা। টিসিএর যে কোন নথিভুক্ত কোচ বা ক্রিকেটাররা যদি আহত হয় এবং তাদের চিকিৎসার প্রয়োজন হয় সেই বায়ভার বহন করার কথা টিসিএ-র। সেখানে এক লেভেল ‘এ’ কোচ আহত হওয়ার পর তার চিকিৎসার দায়িত্ব নেওয়া দূরের কথা, তার বেতনই বন্ধ করে দেওয়া হলো। এটাই কি স্বচ্ছ প্রশাসনের নমুনা? প্রথম দিকে টিসিএ-র হাতে হয়তো অর্থ ছিল না। এরপর অরিম্পন গান্ধুলি সচিব হয়ে আসার পর বিসিপিআই-র কল্যাণে টিসিএ-ও অর্থের ভান্ডারের স্কীতি হয়ে উঠে। বিতর্ক বা অনিয়ম কখনও হয়নি এমন নয়। তবে কোচ বা কর্মচারীদের বেতন কোন কারণ না দেখিয়ে বন্ধ করে দেওয়ার মতো ঘটনা অতীতে ঘটেনি। এবার কিন্তু সেই ঘটনাও ঘটলো। তিনরাজ্যের কোচদের পেছনে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতেও পিছু হটে না টিসিএ। আর কত অন্যায়াসে তাদের এক নথিভুক্ত কোচের বেতন বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রাক্তন ক্রিকেটারদের আবেদন, এই লেভেল ‘এ’ কোচের বকেয়া বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করুক টিসিএ। অন্যথায় অন্য কোচদের মধ্যেও আতঙ্ক গ্রাস করবে। এরপর হয়তো টিসিএ স্থানীয় কোচদের পাবেই না।

তোলাবাজির অভিযোগে সরব ‘দ্রৌপদী’

● ছয়ের পাতার পর স্পষ্ট হয় মঙ্গলবারই। গৌরব মনোনয়ন জমা দেওয়ার পরে রূপাকে নিয়ে রাজা বিজেপি নেতৃত্ব বৈঠকে বসেন। ভাট্যাল সেই বৈঠকে রাজা সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়াও ছিলেন কলকাতা পুরভোটের দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজা নেতারা। বৈঠকে যোগ দেওয়া এক নেতার কথায় জানা যায়, রূপা ওই বৈঠক ছেড়ে আচমকই বেরিয়ে যান। সেই সঙ্গে ‘আটের বৈঠকে ডাকেন কেন’ মন্তব্যও করেন তিনি। রাতেই রূপা ফেসবুকে পোস্ট করেন, ‘আজ আমার বিশ্বাস সত্যিতে পরিণত হল যে, তিনার মৃত্যু নিছক দুর্ঘটনা নয়, বরং খুন। দুঃখিত কারণে রাজা বিজেপি। আমি আমার ক্ষুব্ধ সামর্থ্য নিয়ে গৌরবের পাশেই থাকব।’ এখানেই শেষ নয়। বুধবার দুটি পোস্ট করেও পরে তা সরিয়ে দেন রূপা। তার একটিতে ৮৬ নম্বর ওয়াদে বিজেপি প্রার্থী রাজবীকে ‘ইডিয়ট’ বলে উল্লেখ করেন। অন্যটিকে রাজবীর সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন সময়ে হওয়া কথা তুলে ধরেন। একই সঙ্গে বিজেপির র প্রার্থী তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে টাকা-পয়সার খেলা হয়েছে বলেও অভিযোগ তুলেছেন টিভি ধারাবাহিক মহাশয়ত্রে দ্রৌপদী চরিত্রে অভিনয় করা রূপা। রূপার এই কাণ্ড নিয়ে এখনই মুখ খুলতে চাইছেন না বিজেপি নেতৃত্ব। তবে গেরম্মা শিবির সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই গৌরবের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছেন দলের কয়েকজন নেতা। তিনি যাতে মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেন তার জন্য বোঝানোর পালা শুরু হয়েছে।

সাড়ে তিন বছরে ৮০০

● প্রথম পাতার পর প্রজ্ঞাভবন প্রেক্ষাগৃহে বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে বক্তৃতা করার সময় স্পষ্টভাবে বলেছেন, রাজ্যে ড্রাগ বিরোধী যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। তিনি মায়াদের চতুীরূপ ধারণ করার কথাও বলেন। রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের ওয়েবসাইটের তথ্য মোতাবেক, যে ভয়ঙ্কর চিত্র রাজ্যে ফুটে উঠছে, তা আগামীদিনে ঘরে ঘরে ‘শ্রেট’ হয়ে দাঁড়াবে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে রাজ্যে ৪৮০ জনকে শনাক্ত করা গিয়েছিলো যারা ইনজেকটিং ড্রাগ ইউজার। পরের বছর সেই সংখ্যাটি গিয়ে দাঁড়ায় ৫৭৩-এ। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে রাজ্যে ইনজেকটিং ড্রাগ ইউজারদের সংখ্যা হয়ে পড়ে ৫৯৭ জন। ২০১৮-১৯ সাল, রাজ্যে নতুন একটি সরকার গঠিত হয়। সেই বছর ৭৮৪ জন ইনজেকটিং ড্রাগ ইউজারদের শনাক্ত করা হয়। তার পরের বছর ১১৬১ জনকে শনাক্ত করা হয় যারা ইনজেকশনের মাধ্যমে শিরাপথে মাদক নেয়। ২০২০-২১ অর্থ বছরে রাজ্যে ২৭২৮ জনকে শনাক্ত করা হয়। যারা শিরাপথে মাদক নিচ্ছে। এদিকে, এই অর্থ বছরে, অর্থাৎ গত সাত মাসে রাজ্যে ইনজেকটিং ড্রাগ ইউজারদের সংখ্যা ৩৪৪৯ জন। এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে রাজ্যকে উদ্ধার করতে গেলে এখনই একটি ব্যাপক গণ আন্দোলন প্রয়োজন। পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৫-১৬ সালে যখন রাজ্যে প্রথম ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশা করার জন্য এইচআইভি পরীক্ষা হয়, তখন মোট ১১ জন এইচআইভি আক্রান্ত বলে চিহ্নিত হন। তার পরের বছর সংখ্যাটি ছিলো ৩১। তার পরের বছর অর্থাৎ ২০১৭-১৮ সালে ২৮ জন নতুন করে এইচআইভিতে আক্রান্ত হন, যারা ইনজেকটিং ড্রাগ ইউজার। ২০১৮-১৯ সালে সংখ্যাটি দাঁড়ায় ৩২, ২০১৯-২০ সালে সংখ্যাটি হয় ১৪৩। প্রতি বছরের সংখ্যাটির সঙ্গে আরও বছরের সংখ্যা যোগ হয়। ২০২০-২১ সালে ইনজেকটিং ড্রাগ ইউজারদের মধ্যে ২৯৮ জন এইচআইভি আক্রান্ত হন এবং গত সাত মাসে নতুন করে আক্রান্ত হন আরও ২৬৯ জন। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের অলিঙ্গ ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। গত নভেম্বর মাসের প্রথম পনের দিনে মোট ৩১ জন ইনজেকটিং ড্রাগ ইউজার এইচআইভিতে আক্রান্ত হন। অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে দু’জন করে আক্রান্ত হচ্ছেন। ইনজেকটিং ড্রাগ ইউজারদের মধ্যে যারা এইচআইভি শনাক্ত হচ্ছেন, উনাদের প্রত্যেকের বয়স গড়ে ১৫ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বড়জোর ২৫ থেকে ২৮ বছরের মধ্যেও কয়েকজন শনাক্ত হচ্ছেন। এই বিষয়গুলো নিয়ে ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট মহলে ব্যাপক আলোচনা প্রয়োজন। রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন সরকারি দফতর এবং মূলত স্থানীয় দফতরের উদ্যোগে যদি ব্যাপক কর্মসূচি না গ্রহণ করা হয় তাহলে আগামীদিন ভয়ঙ্কর। দেশার বিষয়, এই তথ্যভিত্তিক সংবাদ প্রকাশের পর আদৌ টনক নড়ে কিনা রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের।

শর্তসাপেক্ষ জামিন

● আটের পাতার পর বাদল চৌধুরী, পবিত্র কর, মানিক দে, কৃষ্ণা রক্ষিত-সহ ৮জন। তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ড বিধির ১৮৮, ৩৫৩, ২৭০ এবং ৩৪ ধারা ছাড়াও এপিডেমিক ডিজিস্ট অ্যাক্ট-এ চার্জশিট দেওয়া হয়। এই মামলাতেই আদালতে হাজির হয়ে ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন দেওয়া হয়।

সংক্রমণের হার বাড়ছে

● চারের পাতার পর ঘটনায় নতুন কোনও আক্রান্তের মৃত্যুর খবর নেই। এই সময়ে করোনা মুক্ত হয়েছেন আরও ৮জন। ২৪ ঘটায় পশ্চিম জেলায় ১১জন ছাড়াও দক্ষিণ, ধলাই এবং উনেকোটি জেলায় একজন করে পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। রাজ্যে ২৪ ঘটায় ২ হাজার ৪৬৯ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ৭৩জন পজিটিভ রোগী স্বাস্থ্য দফতরের হিসাবে চিকিৎসাহীন রয়েছে। এখন পর্যন্ত রাজ্যে করোনা আক্রান্ত ৮২১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে, দেশে ২৪ ঘটায় নতুন আক্রান্ত এবং মৃত্যুর সংখ্যা বাড়লো। ২৪ ঘটীর ব্যবধানে আক্রান্তের সংখ্যা আরও ২ হাজার বেড়ে দাঁড়ালো ৮ হাজার ৯৫৪জন। এই সময়ে মারা গেছেন ২৬৭ জন।

রক্ষন গ্যাস

● আটের পাতার পর চেন্নাইতে আগে বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিভার কিনতে ২ হাজার ১৩৩ টাকা লাগত। তবে এবার সেখানে গ্যাসের দাম বেড়ে দাঁড়াল ২ হাজার ২৩৪ টাকা ৫০ পয়সা। একে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে নাজেহাল দশা। তার উপর আবার গ্যাসের দাম বাড়ায় ব্যবসা চালানোই দায় হয়ে যাবে বলে দাবি হোটেল ব্যবসায়ীদের। খুব স্বাভাবিকভাবেই হোটেলে খাবারের দামও বাড়বে। ফলে অতিরিক্ত টাকা খসবে আমজনতার। তবে এবার রান্নার গ্যাস সিলিভারের দামে কোনও পরিবর্তন নেই। অক্টোবরে রান্নার গ্যাসের দাম বেড়ে হয়েছে ৯২৬ টাকা। সেই টাকা দিয়েই গ্যাস নিতে হচ্ছে রাজবাসীকে। তবে বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিভারের দাম বাড়ায় আশঙ্কা থাকছেই রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ার।

খুঁটিতে বেঁধে মারধর

আটের পাতার পর দিনমজুর শ্রমিক। রানা চুরির দায় স্বীকার করে নিয়েছেন। বুধবার আগরতলার সূর্য চৌমুহনিতে এই চুরির ঘটনা। পার্কিং জোনে রাখা একটি বাইসাইকেল নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় এই যুবককে হাতেনাতে ধরে ফেলে স্থানীয়রা। এরপরই তাকে খুঁটিতে বেঁধে মারধর শুরু হয়ে যায়। উত্তেজিত যুবকদের অভিযোগ, সম্প্রতি পার্কিং-এর জায়গা থেকে দুটি বাইক চুরি হয়েছে। একটি গাড়ির কয়েল খুলে নিয়ে গেছে। এসব চুরিতে যুক্ত রয়েছে এই যুবক। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সব তথ্য বেরিয়ে আসবে। যদিও আটক যুবক বারবার বলে যাচ্ছিল সে আগে কখনো চুরি করেনি। এদিন বাইসাইকেল চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল।

খেতাবের পথে ক্রিকেট অনুরাগী

● সাতের পাতার পর বড় রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই বিপর্যয়ের মুখে পড়ে প্রগতি। শূন্য রানেই প্রথম উইকেটের পতন ঘটে। দ্বিতীয় উইকেটের পতন ঘটে ৩ রানে। শুক্রম বিপর্যয় আর সামলাতে পারেনি। এরই মাঝে লড়াই করছে খুতিমান নদী। দিনের শেষে ৫৯ রানে অপরাজিত। প্রগতি-র রান ৬ উইকেটে ১১৫। আগামীকাল ম্যাচের শেষ দিন। ম্যাচের সরাসরি ফয়সালা না হলেও প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সুবাদে খেতাব জয়ের রাস্তা মসৃণ করলো ক্রিকেট অনুরাগী। অনুরাগীর হয়ে স্পর্শ চারটি উইকেট তুলে নেয়।

প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

● সাতের পাতার পর প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার যুব ও ক্রীড়া অধিকারিক ঋতেশ শীল। দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সহকারি সভাপতিপতি বিভীষণ দাস উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাতচাঁপ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান অনিল চন্দ্র মজুমদার। ৮ জেলার ২০৮ জন ছেলেমেয়ে প্রতিযোগি অংশ নিচ্ছেন।

গণতন্ত্র বাঁচান ঃ মমতা

● ছয়ের পাতার পর শুক্কা মুন্সই থেকেই হোক। যা সাহায্য লাগে, কর। মুন্সই আর কলকাতা যদি একসঙ্গে কাজ করে, তবে দিল্লি ভয় পাবে।” কমিটি গঠনের ব্যাপারে চেমাই, ব্যঙ্গালুরু, দিল্লির বিশিষ্টজনদেরও সঙ্গে নেওয়ার কথাও বলেন মমতা। তিনি বলেন, “স্বরার মতো তরণদের সঙ্গে মিনা।” স্বরার কথার সূত্র ধরেই মমতা বলেন, “খেলা হয়ে গিয়েছে নয়, আবার খেলা হবে।”

রহস্য উদঘাটন!

● ছয়ের পাতার পর মিল খুঁজে পেয়েছেন। এরপর তারা কম্পিউটার মডেল তৈরি করে নিশ্চিত হন, তরণগুলো ভারি কণাসমূহকে বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলের দিকে প্রবাহিত করে।

তবে চৌম্বকক্ষেত্রের রেখাগুলোর নিয়মিত কম্পনের কারণ এখনও অস্পষ্ট। হতে পারে এটা বৃহস্পতির চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে সৌর ঝড়ের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া কিংবা উচ্চ গতিতে প্রাচ্যম প্রবাহের ফল। বৃহস্পতির চৌম্বকক্ষেত্র অত্যন্ত শক্তিশালী। পৃথিবীর চেয়ে এটি প্রায় ২০ হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী। তাই এর চৌম্বকক্ষেত্র একটা বিশাল জায়গা জুড়ে বিস্তৃর্ণ। পৃথিবীতে যদি রাতের আকাশে এই মেরুজ্যোতি দৃশ্যমান হতো, তাহলে আমাদের চাঁদের আয়তনের কয়েকগুণ বড় এলাকা জুড়ে এক মনোরম দৃশ্যের দেখা মিলত।

জন্মদাত্রীর অসাবধনতা

● প্রথম পাতার পর কাটতে বেরিয়েছিলেন তিনি। সঙ্গে ছিলো ১৩ বছরের পুত্রসন্তান শিমুল দেববর্মী। মা সোমা রানি দেববর্মী এবং বাবা সঞ্জয় দেববর্মী স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি, কলা কাটতে বেরিয়ে রাজ্যের হাত থেকে দা-টি পিছলে শিমুলের মাথায় পড়ে যাবে। এদিন শিমুলের মাথায় গিয়ে যখন বেশি খানিকটা দূর থেকেই হাত-দাটি পড়লো, তখন ঝরঝরে করে রক্ত বইতে শুরু করে। কলা কাটা থেকে এক চিৎকারে মারতে নেমে আসেন মা। মুহূর্তের মধ্যেই ১৩ বছরের শিমুল হারিয়ে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে এলাকাবাসীদের সহযোগিতায় তাকে খোয়াই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মায়ের কপেলে মাঝে রেখেই মাথা-ফটা শিমুল হাসপাতালে আসে। সেখান থেকে তাকে রেফার করা হয় জরিবিপি হাসপাতালে। হাসপাতালে আসার পর ডাক্তাররা টুমা সেক্টরে শিমুলের চিকিৎসা শুরু করেন। এই ঘটনায় এদিন সোমাদেবীদের পাড়ায় ব্যাপক দুঃখ ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাটি জনাজানি হওয়ার পর হাসপাতাল চত্বরেও অনেকে ক্রিকেট দেখতে যান। প্রাথমিক বিপদ কাটিয়ে উঠলেও এখনই ডাক্তাররা তাকে বিপদমুক্ত বলতে নারাজ।

মুখ পুড়লো ভিভিএম’র

● প্রথম পাতার পর খাটিয়ে গেছেন। যদি সেই পরিবারের সদস্যরা ভোট দিয়ে থাকেন তাহলে তাদের বেশিরভাগই যে পরিবারের কর্তার সিদ্ধান্তমতোই ভোট দেবেন, তাও প্রায় নিশ্চিত। হতেই পারে পরিবারের সদস্যরা ভোট দিয়েছেন কিংবা ভোট দেননি কিন্তু তাদের মনও যে সরকারের প্রতি তাদেরও সমর্মহিতা এটা বোঝা গিয়েছে কর্তার কীর্তনে। এটাই যদি হবে তাহলে বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চের নামে দ্পরত্ব দেনে স্টেডিয়ামে মুখমস্ত্রীর ধন্যবাদ র্যালিতে জড়ো হওয়া কর্মচারীরা কারা? তারা বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চে এগুণে ভোট দিয়েছেন বিরোধী সিম্বলে। কিন্তু কেন? কি কারণে তারা সরকারের প্রতি বিরক্ত। যেখানে সরকারি কর্মচারীদের ভোট প্রায় ১০০ শতাংশ কিংবা এর কাছাকাছি পাওয়ার কথা শাসক দলের, সেখানে তারা ৫০-র গন্ডি পেরোতে পারলেন না। বিষয়টি নিয়ে ভোট পরবর্তী বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে শাসক দলের অন্দরেই। চাওয়া-পাওয়ার রাজনীতিতে এবং রাজনৈতিক রণকৌশলে সমস্ত সুবিধাভোগী সরকারি কর্মচারীদের মধ্যেও যে সরকার বিরোধী মনোভাব গোপন জারি রয়েছে তা প্রকাশ পেয়েছে এবারের ভোটে। যা আগামীদিনের জন্য ভয়ঙ্কর রূপ নিতে পারে বলেও মনে করছেন ভোট বিশেষজ্ঞরা।

ফ্ল্যাক্স ঘিরে তীব্র নিন্দা

● প্রথম পাতার পর কার্যালয়ে যান। তিনিও এখন পর্যন্ত এই ফ্ল্যাক্সটিকে সরানোর কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। ইতিমধ্যেই ফ্ল্যাক্সটির উপরাংশ ছিড়ে গেছে এবং জরাজীর্ণ। দেশের অন্যতম প্রধান সাংবিধানিক পদাধিকারীর এ হেন অপমান হয়তো প্রশাসনহীন একটি নিগম শহরেরই সম্ভব। এই খবর প্রকাশের পর হয়তো সশ্রিত ফিরবে দিলীপাবাবু আর সংশ্লিষ্টদের।

জাতীয় সংসীতের অবমাননা

● প্রথম পাতার পর প্রতিযোগিতার আসরকে রাজাভিত্তিক রূপ দেওয়া নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে। অভিযোগ, এই আসরকে নিয়ে ক্রীড়া সংগঠকদের নানা অপরিগামদর্শী সিদ্ধান্ত অনূর্ণ-১৭ খেলোয়াড়দের কার্যত বিপাকে ফেলেছে। আয়োজকদের এজাতীয় কর্মকাণ্ডে হতাশ এবং ক্ষুব্ধ খেলোয়াড়রাও এদিন বিকালে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হওয়ার সূচি মেনে সকাল থেকেই খেলোয়াড়দেরকে মাঠে বসিয়ে রাখা হয়। প্রতিযোগিতা শুরু হতে হতে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়ে যায়। কনকনে ঠান্ডায় আর কুয়াশায় বসে থেকে খেলোয়াড়রা কার্যত তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। তাদের অনেকেরই বক্তব্য, রাজাভিত্তিক এই আসরকে নিয়ে যদি এত হেলাফেলাই হবে তাহলে তাদেরকে এভাবে খেলা মাঠে বসিয়ে রাখার পেছনে আয়োজকদের কি স্বার্থ থাকতে পারে। অতি সাধারণভাবে যদি প্রতিযোগিতা শুরু হবে, তা বিকল বেলান্তেই শুরু করে দিতে পারতেন। এছাড়া সন্ধ্যার পর অন্ধকারের মধ্যে জাতীয় সংসীতের মাধ্যমে রাজাভিত্তিক আসর শুরু নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। আয়োজকদের এই ধরনের আচরণ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন রণাইছড়ির বিএসসির চেয়ারম্যান ধনঞ্জয় ত্রিপুরাও। তার বক্তব্য, জাতীয় সংগীত চলাকালীন সময়ে খেলোয়াড়দের অসংযত আচরণ বার বারই চোখকে পীড় দিচ্ছিলো। এই বিষয়ে উমা ক্রিস্টিয়ে রাথেননি ক্রীড়া দফতরের দাি অধিকর্তা পাইম মগও। তার বক্তব্য, সাধারণত খেলোয়াড়দের দিয়ে মার্চপাস্ট করানো হয় এটাই রীতি। কিন্তু এদিন খেলোয়াড়দের দিয়ে কি করণো র্যালি করানো হয়েছে? বিষয়টি নিয়ে আয়োজকদের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

ভিডিও ফুটেজ

● প্রথম পাতার পর ২৫ নভেম্বর, ভোটের দিন যখন মামলা চলছিল, তখনই তৃণমূলের উকিল ভিডিও দেখাতে চেয়েছিলেন বৈধক্ষে। পরদিন কপিল সিংবালও তার অভিযোগের সমর্থনে ভিডিও আছে বলে আদালতকে জানান। এক যুবক এক বয়স্ক মহিলার ভোট দিয়ে দেওয়ার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, তেমনি ভোটারকে আটকে দেওয়ার একাধিক ভিডিও সামনে এসেছে। তিনি ভোট বাতিল এবং ভোট গননা বন্ধ রাখার দাবি রেখেছিলেন। তৃণমূল সংবাদমাধ্যমের ভিডিও, খবরের কাটিং, সাধারণ নাগরিকদের তোলা ভিডিও, সেসব অবশ্য সংবাদমাধ্যমেও এসেছে, তা জমা করেছে বলে খবর। পুর ও নগর ভোট নিয়ে অভিযোগ শুধু সংবাদমাধ্যমের খবরেই নয়, তা পৌঁছে গেছে সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত। তৃণমূল কংগ্রেস ভোটের পরদিনই আদালতে গেছে। তাদের পক্ষে প্রখ্যাত আইনজীবী প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কপিল সিংবাল ও বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি এসস বোপান্নার’র বৈধে ব্যাপক রিগিং, ছাপ্পা ভোট, সন্ত্রাস, ইত্যাদির অভিযোগ জানিয়ে ভোট বাতিল করে দিতে আবেদন করেছেন। আদালতের নজরদারিতে তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে, এবং আরেকটি আবেদন রাজ্য নির্বাচন কমিশনকেও অভিস্যুক্ত করার আর্জি জানানো হয়েছে। সেদিন সুপ্রিম কোর্টের বৈধ বিষয়টি বিস্তৃত শুনতে পারেনি। তাছাড়াও তৃণমূল সৃষ্ঠ,নিরপেক্ষ নির্বাচন রয়েছে, তাদের ওপর হওয়া আক্রমণের বিষয়ে পুলিশ নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ চেয়ে আদালতে আগেই গিয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টকে ভোটের রিন ২৫ নভেম্বরে পর্যন্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নির্দেশিকা দিতে হয়েছে। সেই মামলাতেই আদালত পুলিশ প্রধান, স্বরাষ্ট্র সচিবকে নির্দেশ দিয়েছিল বলফামা দিয়ে নিরাপত্তা বিষয়ে কী ব্যবস্থা নেওয়া তদনিও তদা দিতে। আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, যেকোনও রাজনৈতিক দলই যেন বিনা বাধায় প্রচার করতে পারে, ইত্যাদি। তৃণমূল এই ভোট পিছিয়ে দেওয়ার আবেদনও করেছিল। আদালত অবশ্য ভোট পিছিয়ে দেওয়ার দাবি খারিজ করে দিয়েছিল, সেটা সিপিআই(এম) সেই মামলায় ভোটের আগের রাতে পক্ষভুক্ত হতে চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল। ২৬ নভেম্বর প্রথম বেলায় সেই মামলায় আবার শুনানি হয়,আদালত নির্দেশ দিয়ে আবার। ২ ডিসেম্বরের মধ্যে বিভিন্ন পক্ষের জবাব দেওয়ার কথা। তবে এই মামলা আছে বিচারপতি চন্দ্রচূড়, বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি বিক্রম নাথ”র বৈধে। বৃহস্পতিবারে সুপ্রিম কোর্টে বিষয়গুলি আসার কথা। রাজা নির্বাচন কমিশন ভোট শাস্তিপূর্ণ হয়েছে বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। আবার সন্ত্রাসের অভিযোগে বিরোধীদের বড় হিসাব যে নির্দিষ্টভাবে অভিযোগ জানালেও, পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয় না, কোনও গ্রেফতার নেই। সরকারের আইনমন্ত্রী বিবৃতি দিয়েছেন, এইরকম শাস্তিপূর্ণ পুর ভোট আগে আর হয়নি বলে।

সজাগ দৃষ্টি সরকারের

● প্রথম পাতার পর করেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, যু্ব সম্প্রদায়ের সুশিচিত এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণের লক্ষ্যে স্টাটআপ, আইটি হাব-সহ নানান উদ্ভাবনী পরিকল্পনার পথে অসির হ হচ্ছে সরকার। তার আগে প্রয়োজন যু্ব সম্প্রদায়ের সুস্থ জীবনযাপন। এক্ষেত্রে ভূমিকা নিতে হবে সবাইকে। কর্মসার মূলে গিয়ে তার সমাধান নির্মূলীকরণে দক্ষত্বের অধিকারিকদের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তার পাশাপাশি যেখানেই অস্বাভাবিক সংক্রমণের হার দেখা যায় সেখানে অধিক সংখ্যায় পরীক্ষার মাধ্যমে চিকিতকরণ এবং সংক্রমণ বৃদ্ধির কারণ মূল্যায়নেরও নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, এইসআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধে অন্যতম শর্ত হলো ড্রাগস এবং সিরিঞ্জের মাধ্যমে নেশাদ্রব্য ব্যবহার থেকে যু্ব সম্প্রদায়কে বিরত রাখা। চিকিৎসার পাশাপাশি এক্ষেত্রে সর্বাত্মে প্রয়োজন মানসিকতার পরিবর্তন। এইচআইভি সংক্রমিত বা যারা ভুলবশত নেশার ফাঁদে পা দিয়েছেন তাদেরকে অস্পৃশ্য ভেবে দূরে সরিয়ে না রেখে সৌহার্দ্যপূর্ণ ভাবনায় জীবনের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার উপর গুরুত্বারোপ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এইচআইভি সংক্রমিতদের উন্নত চিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্যে আধুনিক পরিষেবা সম্পন্ন জাতীয়মানের একটি চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে সরকার। তিনি বলেন, দেশার কবল থেকে যু্ব সম্প্রদায়কে মুক্ত রাখতে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে মহিলাদের। রাজ্যে যেভাবে শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা হয়েছে বা করানো ভাইরাস সংক্রমণ কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে এইভাবে এইডসকেও প্রতিহত করারা চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সেক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ, পরিবার কল্যাণ, শিক্ষা দফতর, আরক্ষা প্রশাসন-সহ প্রয়োজনে অন্যান্য দফতরকে যুক্ত করে, সমাজের সকল অংশের নাগরিকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নেশার মতো সামাজিক ব্যাধি ও এইচআইভি সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে আসার আহ্বান রানেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী সাব্বনা চাকমা বলেন, এইডসকে প্রতিহত করতে সবার আগে প্রয়োজন এইডস সম্পর্কে সন্মাক ধারণা। জোরপূর্বক এই পণ থেকে তাদেরকে সরিয়ে আনার বদলে ভালোভাবে বুঝিয়ে সঠিক চিকিৎসার সুযোগে পৌঁছে দিতে পারলেই স্বার্থকতা মিলবে। এইচআইভি সংক্রমিতদের মধ্যে যোগ্য সুবিধাভোগীদের সমাজকল্যাণ দফতর থেকে সামাজিক ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। তার পাশাপাশি যারা নতুনভাবে সংক্রমিত হচ্ছে তাদেরও এই তালিকায় সংযুক্তিকরণের প্রক্রিয়া চলছে। এই সমস্যা দূরীকরণে সবার সম্মিলিত সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন মন্ত্রী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্বাস্থ্য দফতরের প্রধান সচিব জে কে সিনহা বলেন, এইডসের চিকিৎসা পরিষেবার বিবেকদীকরণে কাজ করছে সরকার। যু্ব সহসাই যেন আক্রান্তদের কাছে চিকিৎসার সুফল পৌঁছে দেওয়া যায় সেই লক্ষ্যে গুচ্ছ পরিকল্পনা রূপায়িত হচ্ছে। এরজন্য প্রয়োজন জনভাগিদারি। জনভাগিদারি তৈরি ও সহায়তামূলক কর্মসূচি নিয়ে বিভিন্ন এজেন্ডাগুলি রাজ্যে কাজ করছে। নির্ধারিত লক্ষ্যের বাইরে গিয়েও কাজ করতে স্বাস্থ্য দফতর ও এনজিওদের পরামর্শ দেন তিনি। তার পাশাপাশি এইসব বা এইচআইভি সংক্রমণ সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যবেগাপত্র চর্চা লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে চিকিৎসা ক্ষেত্রে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ বাড়ানোর উপরও গুরুত্বারোপ করেন। করোনার মতো এইচআইভি সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ এবং তার স্বাস্থ্য সমাধানেরও সবার প্রচেষ্টায় সাফল্য আসবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দফতরের অধিকর্তা তথা এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির প্রকল্প অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মী, স্বাস্থ্য দফতরের অধিকর্তা শুভাশিস দেববর্মী প্রমুখ।

চেয়ার মালিক পাচ্ছে না

● প্রথম পাতার পর কে হচ্ছেন, এই প্রশ্নে অমরপুরের মানুষ বেশ কৌতূহলি হয়ে পড়েছেন। কী ব্যবসায়ী, কী চাকরিজীবী বা সাধারণ আমজনতা, সবাই তাকিয়ে আছেন অমরপুর নগরের চেয়ারমানের চেয়ারের দিকে। আর চেয়ারম্যান কে হচ্ছেন, এই প্রশ্নে মুখে কুলুপ এঁটেছেন বিধায়ক সহ মন্ডল। তবে এই শিকজনের নাম মুখে মুখে ঘুরছে। মহকুমার শিক্ষিত অংশের মানুষ চায় চেয়ারম্যান হবেন বিকাশ সাহা। তিনি বিভিন্ন ও প্রতিষ্ঠিত এবং সম্ভ্রান্ত ঘরের মানুষ। সদ্য শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। অপরজন প্রশান্ত পোদার (ভক্ত)। ছাত্রাবস্থায়ই রাজনীতির সাথে যুক্ত। তবে রাজনীতিতে চাইতে কুটনীতিই বেশি ভাল জ্ঞান বলেই অমরপুরবাসী জানে। পুণিগত শিক্ষায় দশম মান পার না হতে পারলেও, বাঘে-গরুকে একঝোত পার খাওয়াতে ও গুস্তাদের ওস্তাদ। যদি চেয়ারমানের পদ না পান, তাহলে শাসক দলের রাজ্য রাজনীতির ওস্তাদদেরও যেকোনো সময় নাকানিচুবানি খাওয়ানোর ক্ষমতা রাখেন প্রশান্তবাবু। ইতিমধ্যে চেয়ারম্যান হওয়ার জন্য সম্ভাব্য সব স্থানে প্রাথমিকভাবে কড়া নেড়ে এসেছেন তিনি, এবং নরমে-গরমে বুঝিয়ে এসেছেন, চেয়ারম্যান পদ তার চাইই। অমরপুরের রাজ্য-ক্ষেত্রে সেদিনই প্রশান্তবাবু দলের চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগও করে বসেন বলে খবর। কিন্তু, জেলা নেতৃত্ব সময় অনুযায়ী তাকে সম্মান জানানো হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলে পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করে নেন। এখন অমরপুর নগরের চেয়ারমানের প্রশ্নে উভয় সংকটে পড়েছে অমরপুর মন্ডল ও জেলা নেতৃত্ব। চেয়ারম্যান বাছাইয়ে শিক্ষিত ব্যক্তি অগ্রাধিকার পাবেন, নাকি কুটনৈতিক ব্যক্তি, এনিয়ে অমরপুর নগর নির্বাচনে জয়ী সদস্যও দ্বিধাবিহীন প্রায়। অসমর্থিত একটি সূত্র জানা গেছে, প্রশান্তবাবু নাকি চেয়ারম্যান হবার জন্য সদস্যদের প্রলোভনে এবং নগদে কাছে টানতে শুরু করেছেন। আর দাবিদার উত্তম মজুমদার। তিনিও ছাত্রাবস্থা থেকেই রাজনীতিতে সাথে যুক্ত। তবে বামপন্থী ঘরানার। দুর্নীতির সাথে কোন প্রকার আশ্রয় করতে রাজি নন তিনি। এই প্রশ্নেই ২০১৬ সালে সিপিএম এর তৎকালীন অমরপুর বিভাগীয় সম্পাদক রঞ্জিত দেবনাথের সাথে মনোমালিন্যের কারণে সিপিএম পার্টি ত্যাগ করে বিজেপিপিতে যোগ দিয়েছিলেন। সেই সময় অমরপুরে হাতে-গোনা বিজেপি কর্মী-সমর্থক ছিল। শাসকদের বিভাগী কাউপিলারদের মধ্যে একমাত্র অবিতর্কিত ব্যক্তি হলেন উত্তম মজুমদার (পল্টন)। সিপিএম, কংগ্রেস, তৃণমূল সবাইর সাথেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কও রেখে চলে। যদিও এরজন্য উত্তমবাবুকে নিজ দলের কাছে বার বার প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে হয়েছিল। তবুও তিনি সৌহার্দের প্রশ্নে নিজ দলের কাছে বিতর্কিত হয়েও রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে মানুষের সাথে সুসম্পর্ক রেখেই চলাছেন।

নৃপেনের অনুপস্থিতিতে দলের নেতা হতে ব্যর্থ মানিক!

প্রকাশ কারাতের গোয়াতুমির ফলশ্রুতিতে ড. মনমোহন সিংহের নেতৃত্বাধীন ইউপিএ-২ সরকারের উপর থেকে পরমাণু চুক্তির ১২৩ ধারার মতো জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক ইস্যুতে সমর্থন প্রত্যাহারের দিন থেকেই দেশজ রাজনীতিতে বামদেদের অপ্রাসঙ্গিক হবার শুরু। ২০১১তে পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছর শাসন করার পর তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে সিপিআইএমের নেতৃত্বাধীন বামদেদের ঘর। এর পর ঘুরে সিপিআইএমের নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক দল হলেও ২০১২এ এসে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা বামশূন্য হয়ে গেলো। এতসব সত্ত্বেও ত্রিপুরাতে কিন্তু ২০১৩ বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক জনাদেশ নিয়ে মানিক সরকার চতুর্থাবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হন। তখনই কিন্তু রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অভিমত ছিলো যে, কংগ্রেস হাইকমান্ডের সঙ্গে পার্টির আড়ালে চলতে থাকা মিতালি আর ত্রিপুরার পোস্ট অফিস চৌমুহুরির কর্ণধারদের সঙ্গে সমঝোতা করেই বামেরা ক্ষমতায় এসেছিলো। তাই সে বার বামেরা বিপুল সংখ্যক আসন পেয়ে পুনরায় ক্ষমতাতে এলেও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সংগঠিত বিজয় মিছিলগুলিতে আম জনতার উৎসাহ তেমনটা চোখে পড়েনি। তবে এই জয়ের পর পরই বাম নেতৃত্বের হৃদয়ে পুঞ্জীভূত দাঙ্কিকতা যেন প্রকাশ্যে আসতে শুরু করে, তেমন মানিক সরকারও নিজেকে

লার্জার দেন দ্য পার্টি হিসেবে তুলে ধরতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। নিজেকে সর্বভারতীয় স্তরে সং ও গরিব হিসেবে প্র্যাণ্ডিং করতে গিয়ে সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম ছাড়া স্থানীয়স্তরের সংবাদ মাধ্যমকে যেন কিছুটা তাচ্ছিল্যই করতে শুরু করেছিলেন মানিক। মেলারমাঠের আন্দরেও তার এই দাঙ্কিতা নিয়ে ফিসফিস শুরু হয়। কিন্তু রাজ্য রাজনীতিতে জনপ্রিয়তায় প্রায় সমকক্ষ বাদল চৌধুরী ও জীতেন চৌধুরীকে পায় গুরুত্বহীনই করে দিতে শুরু করে দিলেন মানিক। নিজেকে এমনকি ২০১৯লোকসভা ভোটে বামদেপের হয়ে সর্বজনগ্রাহ্য প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবেও তুলে ধরার জন্য নাকি জাতীয় সংবাদমাধ্যমের একাংশকে কাজে লাগানো হয়েছিলো। সবচেয়ে বড় কথা হলো যে, ২০১৩বিধানসভা নির্বাচনে পাহাড়ের কুড়িটি আসনে উচ্চাশ্রিত ও দক্ষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জীতেন চৌধুরীর সাংগঠনিক দক্ষতা ও সফলতা দেখে তাকে নিজের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ভাবতে লাগলেন মানিক। রাজ্য রাজনীতি থেকে তাকে দূরে সরিয়ে নিজের পদটাকে বিকল্পহীন করতেই জীতেন চৌধুরীকে লোকসভায় পাঠিয়ে দিলেন। এরই সঙ্গে রেগা কেলেঙ্কারিতে মানিক ঘনিষ্ঠ অমল চক্রবর্তীর ভাই বিমল চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে সরকারি ফাইলে নোট দেয়া তৎকালীন অর্থমন্ত্রী বাদল চৌধুরীর ফাইলটি বেশ কিছুদিন গোপন রাখার পর সবাইকে অবাক করে দিয়ে বাদলের কাছ থেকে অর্থ

দফতরই ছিনিয়ে নিয়ে ভানুলাল সাহাকে দিয়ে দেন মানিক। মেলারমাঠের একাংশের অভিমত, মূলত সেদিন থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে সিপিএমের পোস্টার মান্ন মানিকের সঙ্গে দলে নৃপেন-দশরথের দুই ভাবশিষ্য বাদল-জীতেনের লড়াই শুরু হয়। তবুও কেউ কিছু বলারই সাহস করেনি যেহেতু মানিকের উপর কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পলিব্যুরোর আশীর্বাদ ছিলো। কিন্তু ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদিকে প্র্যাণ্ডিং করে এবং কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ-২ সরকারের একের পর এক দুর্নীতিকে ঢাল করে বিজেপি প্রথমবারের মতো নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে দিল্লীর মসনদ দখল করতেই এরা জোও বিজেপির ক্রম উত্থান হতে শুরু করেছিলো এবং বামদেদের গড় ধ্বংসেরও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিলো। তবুও নিজের জনপ্রিয়তার উপর মারাত্মক বিশ্বাসে থাকা মানিক সরকার ভাবতে লাগলেন যে তিনি একাই গড় রক্ষা করবেন। অথচ নীরবে নিঃশ্বাসে এরাজ্যের গ্রাম-পাহাড়ি শহর-সমতলের সমস্ত বিরোধী দলের কর্মী সমর্থকদেরকে পদ্ম শিবিরে আনার কাজটা শুরু করে দিয়েছিলেন সংঘ পরিবার ও মোদি-অমিত শাহ’র অতি বিশ্বস্ত সুনীল দেওধর। এরই সঙ্গে রাজ্য রাজনীতিতে একেবারেই অপরিচিত মুখ বিপ্লব কুমার দেবকে দিল্লি থেকে ত্রিপুরাতে পাঠিয়ে দিলেন মোদি-শাহ। তখন থেকে সুনীল-বিপ্লব জুটি সারা রাজ্যের মাটি চষে বেড়িয়ে এমনই জোয়ার

অনির্বাণ রায় চৌধুরী
তুললেন যে কংগ্রেসকে পেছনে
ঠেলে দিয়ে সাধারণ মানুষ
বিজেপিকেই বামদেদের বিরুদ্ধে
মূল দলের ভিতরেই মুখ্যমন্ত্রী
বিপ্লব দেবের বিরুদ্ধে
আওয়াজ তুলতে
শুরু করেছিলেন
সুদীপ রায়
বর্মণ-আশিস কুমার সাহা
-আশিস দাস সহ আরো
কিছু বিধায়ক ও
বিজেপি নেতা।
কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক
হলেও এটা ঘটনা যে, সরকারের
একের পর এক ব্যর্থতাকে
তুলে ধরে জনমত গড়ার দিকে
কোন মনোযোগই দিলেন না
মানিকবাবু।
বাম কর্মী-সমর্থকেরা
ধীরে ধীরে
দলের প্রবাদ প্রতীম নৃপেন চক্রবর্তী,
দশরথ দেব, বৈদ্যনাথ মজুমদার,
সুধনা ত্রিপুরার মতো
যোগা ও
কঠিন সময়ে সামনে থেকে বুক
চিতিয়ে অন্যদেরকে উজ্জীবিত করে
দেবার মত নেতৃত্বের অভাব
বোধ করতে লাগলেন।
এবারের পুরভোটে
রাজ্যের আমজনতা
বাম নেতৃত্বের বিশেষ করে
বিরোধী দলনেতা হিসাবে
মানিক সরকারের
বিগত চূয়াল্লিশ মাসের
নিষ্প্রভ ভূমিকার প্রতিই
যেন প্রতিবাদ জানিয়েছেন।
না হলে বৃথকতার
সামান্যতম সাংগঠনিক
প্রভাব না থাকা সত্ত্বেও
আগরতলা নগর
নিগমের ভোটে
অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতায়
বামদেদেরকে
পরাস্ত করে ক্ষমতায়
চলে আসা
কংগ্রেস-গিইউজএস
জোট সরকার
প্রতিষ্ঠার পর দলীয়

নিরব রইলেন। নির্বাচনের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করতে না পারায় ধীরে ধীরে এমনকি বিজেপি দলের ভিতরেই মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে শুরু করেছিলেন সুদীপ রায় বর্মণ-আশিস কুমার সাহা -আশিস দাস সহ আরো কিছু বিধায়ক ও বিজেপি নেতা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটা ঘটনা যে, সরকারের একের পর এক ব্যর্থতাকে তুলে ধরে জনমত গড়ার দিকে কোন মনোযোগই দিলেন না মানিকবাবু। বাম কর্মী-সমর্থকেরা ধীরে ধীরে দলের প্রবাদ প্রতীম নৃপেন চক্রবর্তী, দশরথ দেব, বৈদ্যনাথ মজুমদার, সুধনা ত্রিপুরার মতো যোগা ও কঠিন সময়ে সামনে থেকে বুক চিতিয়ে অন্যদেরকে উজ্জীবিত করে দেবার মত নেতৃত্বের অভাব বোধ করতে লাগলেন। এবারের পুরভোটে রাজ্যের আমজনতা বাম নেতৃত্বের বিশেষ করে বিরোধী দলনেতা হিসাবে মানিক সরকারের বিগত চূয়াল্লিশ মাসের নিষ্প্রভ ভূমিকার প্রতিই যেন প্রতিবাদ জানিয়েছেন। না হলে বৃথকতার সামান্যতম সাংগঠনিক প্রভাব না থাকা সত্ত্বেও আগরতলা নগর নিগমের ভোটে অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতায় বামদেদেরকে পরাস্ত করে ক্ষমতায় চলে আসা কংগ্রেস-গিইউজএস জোট সরকার প্রতিষ্ঠার পর দলীয়

কর্মী সমর্থকদের বিরুদ্ধে সংগঠিত আক্রমণের প্রতিবাদে যে দৃঢ়তা এবং সাহসিকতার সঙ্গে তৎকালীন বিরোধী দলনেতা নৃপেন চক্রবর্তী বুদ্ধবয়সেও সামনে থেকে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তার বিন্দুমাত্র ঝলকও ২০১৮ পরবর্তী অধ্যায়ে বর্তমান বিরোধী দলনেতার কাছ থেকে রাজ্যবাসী দেখেন নি। দলীয় কর্মী-সমর্থকেরা যখন বিভিন্ন স্থানে আক্রান্ত হচ্ছিলেেন মানিকবাবু নিজেকে সরকারি ডুপ্লেক্স বাংলোর মধ্যেই গুটিয়ে রাখলেন। সিপিআইএম দলের বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত রাজ্য সম্পাদক জীতেন চৌধুরী নাম উল্লেখ না করেই নিজের ফেসবুক পেজ থেকে বিরোধী দলনেতার এই নেতিবাচক নেতৃত্বের সমালোচনা করেছিলেন। গত বছরের ২৫নভেম্বর নিজের ফেসবুক পেজে লেখা পাশ্চটে জীতেনবাবু লিখেছিলেন, ১৯৮৮ থেকে ১৯৯২ সালের সেই কালো দিনগুলিতে ৯০ উর্দ নৃপেনদাকে দেখেছি ১৯ বছরের যুবকের চাইতেও তেজি, ক্ষিপ্ত এবং সাহসী। প্রাক্ত জেন বটেই। তাঁর সেই তেজ জেন শতাব্দীর কামরন্ডের শহিনশেনের পরেও পার্টি ছিলো খাপ খোলা তলোয়ারের মত। তিনি ঘরোয়া সভা বেশি পছন্দ করতেন না, যেখানে সন্ত্রাস এবং বাধা সেখানেই প্রথম যেতেন, অন্যদেরও যেতে সাহসী করে তুলতেন। এই বছরের নেতৃত্বের হাতে ধরেই ১৯৯৩ সালে রাজ্যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হয়েছিল।’ এই লেখা কিন্তু সিপিআইএম দলের

কর্মী-সমর্থক সহ বামপন্থার আদর্শে বিশ্বাসী এ রাজ্যের হাজারো মানুষেরই মনের কথা। নৃপেনবাবুর ভাবশিষ্য জীতেনবাবু সঠিক কথাটিই তুলে ধরেছিলেন। নৃপেন চক্রবর্তী, দশরথ দেব, বৈদ্যনাথ মজুমদার, সুধন্য দেববর্মার সাাা রাজ্যের নির্ধাতিত, আক্রান্ত কর্মী সমর্থকদের ঘরে ঘরে গিয়ে যখন পৌছতেন সেটা দেখে এমনিতেই সাধারণ মানুষ তখনকার শাসক শিবিরের হয়ে আক্রমণকারীদের উপস্থিতির জানান দিতে সাংবাদিক

দেববর্মণ পাহাড় রাজনীতির নিয়ন্ত্রক হয়ে গেলেন। শুধু তাই নয়, এডিসি ভোটে বামেরা শূন্য আসন পেয়ে পাহাড়ে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেলো। বিরোধী দলনেতা হিসাবে মানিক সরকার দলের এই ভ্রাতাড়বির দায় কোনমতেই অস্বীকার করতে পারেন না। পাহাড়ের পাশাপাশি শহরের রাজনীতিতেও মানিক সরকার বিরোধী দলনেতা হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। মাঝে মাঝে নিজের উপস্থিতির জানান দিতে সাংবাদিক সম্মেলন করেই দায়িত্ব খালাস করে চলেছেন তিনি। এমনকি এই সাংবাদিক সম্মেলনগুলিতেও দেখা গেছে যে, বাদল চৌধুরী বা তপন চক্রবর্তীর মুখের সামনে থেকে মাইক্রোফোন কেড়ে নিয়ে তাদেরকে মাঝ পথেই থামিয়ে দিয়েছেন মানিক সরকার। এই আর্মেই এখনো অবধি বিজেপি দলের বিধায়ক হিসেবে সুদীপ রায় বর্মণ, আশিষ কুমার সাহা, আশিস দাস’রা বারে বারে সরকার প্রধানের বিরুদ্ধে একনায়কতন্ত্র কায়েম করা ও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় বোবার অভিযোগ তুললেও যার এসব নিয়ে সবচেয়ে হেঁটে দলের কঠিন সময়ে কর্মী-সমর্থকদের মনে সাহস যোগাতে সম্পূর্ণই ব্যর্থ হয়েছেন। আর এই কারণেই বিগত চূয়াল্লিশ মাসে পাহাড় রাজনীতিতে বামদেদের দাপুটে সংগঠন গণমুক্তি পরিষদ অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছিলো। এই সুযোগে গিয়ে আইপিএফটির প্রত্যা্যাপ্ত রাজনীতির ব্যর্থতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে প্রদ্যোত কিশোর

এখনও চলছে ডেঙ্গু সংক্রমণ

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ১ ডিসেম্বর।। রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর ডেঙ্গু সংক্রমণ রোধের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করার ঘোষণা দিলেও তা কতটা কার্যকর হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কারণ কুমারঘাট মহকুমায় এখনও ডেঙ্গু সংক্রমণ চলছে। কুমারঘাট হাসপাতালে এখনও কয়েকজন ডেঙ্গু সংক্রমিত হয়ে চিকিৎসায়ীন। তাদের মধ্যে দু’জনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় বুধবার। ওই দু’জন রোগীকে জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। কুমারঘাট মহকুমা়র ৩টি পঞ্চায়েত এলাকায় মূলত বেশি ডেঙ্গু সংক্রমণ হয়েছে। কুমারঘাট পুর এলাকাতেও ডেঙ্গু সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা মিলেছে। প্রশাসন বলছে ডেঙ্গু সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন এলাকায় মশা নিধনের গুঁড়ু স্প্রে করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যদি মশা নিধনের গুঁড়ু স্প্রে করা হয়ে গেছে তাহলে সংক্রমণ বাড়ছে কিভাবে? অনেকই অভিযোগ ক রেছেন প্রশাসনিক ভাবে যেভাবে গুঁড়ু স্প্রে করার কথা বলা হচ্ছে তা সঠিক ভাবে কার্যকর হয়নি। সেই কারণেই সংক্রমণ বাড়ছে।

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। দিল্লি অভিযানে গিয়ে শাসকের চিন্তা বাড়িয়ে দিয়েই প্রদ্যোত বিক্রম মণিক্স জানিয়ে দিলেন এটা ওয়ান লাস্ট ফাইট। আগামী বিধানসভা ভোটে তেলিয়ামুড়া থেকে সুরমা, মোহনপুর, জিরানিয়া, অমরপুর, মাতাবাড়ি, ধনপুর সহ রাজ্যের কম করেও ৩০ থেকে ৩৫টি আসনে লড়াই করবে ত্রিপ্রা মথা। দিল্লির যবনমস্তুর উপস্থিত ত্রিপ্রা মথা এবং আইপিএফটি সমর্থকদের সামনে প্রদ্যোত বিক্রমের ঘোষণা ত্রিপ্রাল্যান্ড করেই তিনি ছাড়বেন। তার অভিযোগ, ইতিমধ্যেই ত্রিপুরা বাংলাদেশের সম্প্রসারিত অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। ত্রিপুরায় এখন জনজাতির ত্রিশ শতাংশ। এ নিয়েও উম্মা প্রকাশ করে প্রদ্যোতের বক্তব্য, সংবিধানের ২ ও ৩ নং ধারা মোতাবেক এডিসি এলাকাকে নিয়ে পৃথক ত্রিপ্রাল্যান্ড চান তিনি। এতে উপজাতিদের ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি এবং ঐতিহ্য সুরক্ষিত থাকবে। বাংলাদেশ থেকে এ রাজ্যে এসে অধ্যাপক, ইঞ্জিনিয়ার, বিচারক সবকিছু হয়ে যাচ্ছেন এবং রাজ্যের বিভিন্ন অংশকে দেখে রাজ্যকে বাংলাদেশের সম্প্রসারিত অংশ বলেই মনে হয়েছে বা মনে হচ্ছে। এই বিষয়টিকে থামানোর জন্যই ত্রিপ্রাল্যান্ডের দাবি তুলেছেন তিনি। আইপিএফটি এখনও বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের সঙ্গী। সরকারে তাদের মন্ত্রী হিসেবে রয়েছেন আইপিএফটি সভাপতি



এনসি দেববর্মা এবং সাধারণ সম্পাদক মেবার কুমার জমাদিয়া। কিন্তু প্রদ্যোত বিক্রমের ডাক্স দিল্লির যন্তর মস্তুরে ধরনা কর্মসূচিতে বিধায়কদের নিয়েই হাজির হয়েছেন আইপিএফটি নেতৃত্ব। তাদেরকে পাশে রেখেই প্রদ্যোত বিক্রম জানিয়ে দেন তাদের এই লড়াইয়ে আটজন বিধায়ক সঙ্গে রয়েছেন। এবার সিমেল পল্টনে এজেন্ডা নিয়েই লড়াই করছেন। ত্রিপ্রা মথা এবং আইপিএফটি কর্মী সমর্থকদেরকে উদ্দেশ্য করে প্রদ্যোত বিক্রমের ডাক্স প্রত্যেকেই তৈরি হয়ে যান, সামনেই লড়াই। আর এই লড়াইয়ে জিতগো তো জিতগো, হারগো তো হারগো। কেন্দ্র সরকারের কাছে তাদের একটাই দাবি, এডিসি এলাকাকে নিয়ে ত্রিপ্রাল্যান্ড দিতে হবে। উল্লেখ্য, দিল্লির যন্তর মস্তুরের এই ধরনায় রাজ্য থেকে ১৫০০ জন কর্মী-সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও দিল্লি, ম্নোই, ব্যাঙ্গলুরু সহ দেশের বিভিন্ন সেগুলো থেকে যথানে এই রাজ্যের জনজাতি যুবক-যুবতিরা রয়েছেন, এদেরকেও এই ধরনায় শামিল

হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন প্রদ্যোত কিশোর মানিক্য। সেই ডাকেই সাড়া দিয়ে অনেকেই দিল্লির ধরনায় শামিল হয়েছেন। প্রদ্যোত কিশোরের এই ঘোষণার পর পরই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তাহলে কি আগামী ২০২৩-র অনেক আগেই সরকার ছেড়ে বেরিয়ে আসবে আইপিএফটি? নইলে তার সঙ্গে আট বিধায়ক রয়েছেন এই দাবি কেমন করে করতে পারেন প্রদ্যোত মানিক্য। এছাড়া ৩০ থেকে ৩৫টি আসনে লড়াইয়ের যে ঘোষণা দিয়েছেন, এতে সত্যি অর্থেই শাসকের অন্দরে কীপন ধরিয়েছে। কারণ ত্রিপ্রা মথা যে ভোটে ভাগ বসাবে তা নিশ্চিতভাবেই বাম বিরোধী ভোট। এই ভোটে ভাগ বসিয়ে মথা-আইপিএফটি হয় জিতবে না হয় ভোট ভাগাভাগি করে বামদেদের জেতারের পথ প্রশস্ত করে দেবে। কোনওভাবেই উপজাতি এলাকায় এবং সাধারণ আসনে বিজেপির পক্ষে বিজেপি আসা সহজ হবে না। বিষয়টিকে নিয়ে এদিন থেকেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

হাসপাতাল চত্বরে মৃতদেহ, চাঞ্চল্য

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আমবাসা, ১ ডিসেম্বর ।। শ্রমিকদের অস্থায়ী ছাউনী থেকে উদ্ধার হল এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃতদেহ। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা হাসপাতাল চত্বরে। বহির্বিাজ্য থেকে আগত ঐ শ্রমিকের নাম হিটু শেখ (৩৫)। বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, কুলাইস্থিত ধলাই জেলা হাসপাতাল চত্বরে তৈরী হচ্ছে নতুন কোয়ার্টার কমপ্লেক্স। যার নির্মাণ কাজ করছে বহির্বিাজ্য থেকে আগত বেশ কিছু শ্রমিক। এরা হাসপাতাল চত্বরে তৈরি অস্থায়ী ছাউনীতে থেকে কাজ করছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যারান্তে সেই ছাউনীতেই কন্সল মডি দেওয়া অবস্থায় উদ্ধার হয় হিটু শেখের নিখর দেহ। খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় আমবাসা থানার পুলিশ। মুখেমে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালের মর্গে। বুধবার মৃতদেহ ময়নাতত্ত্বের পর তুলে দেওয়া হয় তার ভাইয়ের হাতে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, হিটু শেখের ভাইও তার সাথেই কাজ করে। সে জানায় , গত প্রায় পঞ্চকাল যাবৎ মানিক্স অবসাদে ভুগছিল হিটু। তবে তার এই অকস্মাৎ মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট নয়। ঘটনাস্থলে সন্দেহ করার মত তেমন কিছুই নেই। হিটু পায়নি পুলিশ। তাই অপেক্ষা করছে ময়নাতত্ত্বের রিপোর্ট আসার।

পরিমলের মাষ্টার স্ট্রোকেই শাসক বিজেপির বাজিমাত

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আমবাসা, ১ ডিসেম্বর ।। বিগত কয়েক দশক যাবৎ আমবাসায় চলমান রাজনীতির ইতিহাস পর্যালোচনা দেখা যায়, এই মহকুমার ভোটারদের মধ্যে প্রতিষ্ঠান বিরোধী মানসিকতা বেশ তীব্রতর। বিশেষ করে আমবাসা সদরের ভোটাররা বরাবরই রাজ্যের ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধেই তাদের মতামত দিয়েছে। দুই-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে সেই আটের দশক থেকেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই প্রকৃতা। গত এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত এডিসি নির্বাচনেও দেখা গেছে, আমবাসা মহকুমায় সরকার বিরোধী পক্ষ একচেটিয়া ভোট পেয়েছে। প্রায় ৭০ শতাংশ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছে ত্রিপ্রা মথার অনিমেষ দেববর্মা। এরপর এই প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া আরো তীব্র হয়। প্রশান্ত কিশোরের আইি পাক সংস্থার গোপন সন্নীক্ষার রিপোর্টেও তা স্পষ্ট হয়। যার ভিত্তিতে তৃণমূল কংগ্রেস আমবাসায় নিয়ে বেশ উৎসাহী হয়ে উঠে। কিন্তু বাস্তবে তাই গেল, আমবাসা পুর পরিষদের ১৫ টি আসনের মধ্যে ১২ টি অর্থাৎ ৮০ শতাংশ আসন পেয়ে পুর পরিষদের দল নিল শাসক দলে বিজেপি। শুধু তাই নয়, যে এলাকায় প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া সবচেয়ে বেশি তীব্র ছিল সেটি বাজার ও তার আশপাশের সবগুলি ওয়ার্ডেই বিজেপি প্রার্থীরা ভালো ব্যবধানে জয়ী হয়েছে। এবং এই জয়ে শাসকদল কোন প্রকার

ভোট জালিয়াতি করেছে বা ছাড়া মেরোছে এমন নূনতম অভিযোগও আনতে পারেনি বিরোধীরা। বরং রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে আমবাসায়। স্বভাবতঃ প্রশ্ন উঠে যে, কেন জাদু বলে শাসক দল আমবাসার দীর্ঘকালীন ট্রাডিশন ভেঙ্গে প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়াকে এক প্রকার উড়িয়ে দিয়ে এত বিশাল সাফল্য পেলো। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখা গেলো যে, আমবাসার বিধায়ক পরিমল দেববর্মার একের পর এক মাস্টার স্ট্রোকই কর্ব্যত হাওয়ার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। উনার প্রথম মাস্টার স্ট্রোকটি হল, আমবাসা বাজারের নিকশি প্রাণ্ডিলি দখল করেছ। বিগত আড়াই দশক যাবৎ আমবাসা বাজারের সবচেয়ে বড় সমন্ধ্যা ছিল অপ্রভুল নিকশি ব্যবস্থা। বর্বালাকাল থেকেই সামান্য বৃষ্টিতে বাজারের মধ্য দিয়ে ছুঁতত আরো একটি ধলাই নদী। প্রাব্বিত হত দোকান পাট। কদাময় হত গোট। সবাই। প্রতিটি নির্বাচনেই ডান-বাম বাজারই এটিকে ভোটার ইস্যু হিসেবে ব্যবহার করেছে কিন্তু সমন্ধ্যা সমাধানের উদ্যোগ নেয়নি কেউ দীর্ঘ দিনের এই সমন্ধ্যা নিয়ে সামান্যের উদ্যোগ নেন পরিমল বাবু। এন এচি আই ডি সি এল জাতীয় সড়ক বড় করার কাজ শুরু করলে বিধায়ক উনার এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে বারুড়ি অর্থ বরাদ্দ করে বাজারে বিজ্ঞান সম্মত নিকশি ব্যবস্থা তৈরির কাজ শুরু

করেন। গত আগস্ট মাসে তিনি অর্থ বরাদ্দ করেন আর সেপ্টেম্বর থেকে কাজ শুরু হয় যা এখনো চলছে। আর এই একটি মাত্র সিদ্ধান্ত বাজার এলাকার হাওয়া বদলে দেয়। দেখা যায় যে, এই বাজারের সাথে সর্বাধিক সম্পর্ক যুক্ত ২,৪,৫,৬,৭,৮ এই ছয়টি ওয়ার্ডের সবগুলিই দখল করেছে বিজেপি। অথচ এই একটি মাত্র কাজ শুরুর আগে অবধি হাওয়া ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। পরিমলবাবুর দ্বিতীয় মাস্টার স্ট্রোকটি ছিল প্রাণ্ডিলি দলে পয়ে বিদ্যুদ্র নেতাদের অন্তর্ঘাতের সুযোগ না দিয়ে নিজ নিজ ওয়ার্ড থেকে সরিয়ে অন্য ওয়ার্ডের দায়িত্ব প্রদান। উনার তৃতীয় মাস্টার স্ট্রোকটি ছিল কৌশলে প্রতিষ্ঠান বিরোধী ভোটকে বিভাজনের সুযোগ করে দেওয়া। রাজ্যের অন্যান্য বিরোধী দলের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিলে বাধা দান সহ মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের জন্য চাপ সৃষ্টি করা হলেও আমবাসায় তা করা হয়নি। শুধু তাই নয়, প্রতিটি ওয়ার্ডে যাতে একাধিক বিরোধী প্রার্থী থাকে তাও নিশ্চিত করেছেন পরিমল বাবু। আর এতে ভোট বিভাজনের সুফল তিনি দুই হাতে ঘরে তুলেছেন। এককথায় রাজনৈতিক তীক্ষ্ণতা সম্পন্ন মস্তিষ্ক ব্যবহার করেই আমবাসায় বাজিমাত করেছে বিধায়ক পরিমল দেববর্মা।

পাখির প্রেমে বিভোর প্রকাশ

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর ।। শৈশবের পাখি-প্রেম পরিণত হলো এক বৃহৎ স্ক্রপে। জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো এক কিশোরের ভালোলাগা এখন তার তারণ্য জীবনের প্রধান সঙ্গী। নিজের বাড়িতেই বিদেশি প্রজাতির পাখি, মোরগ-হাঁস ইত্যাদি নিয়ে এলাহি কারবার শুরু করেছেন পশুপ্রেমী প্রকাশবাবু। শহরের পশ্চিম নারায়ণপুর এলাকার বাসিন্দা প্রকাশ সরকার। ৩৩ বছর বয়সী এই তরুণ ছোটবেলা থেকেই পাখি ভালোবাসেন। ঠাকুরদার দশি মোরগ পোষা ছোটবেলা থেকেই প্রকাশবাবুকে আকৃষ্ট করতো। ৭ বছর বয়স পর্যন্ত নারায়ণপুরে থাকার পর, বাবার বদলির চাকরির সুবাদে সাক্রম চলে যান। সেখানে গিয়ে পাখিপ্রেম আরো তীব্র হয়। জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো এবং নানা



ধরণের পাখির ডাকের সঙ্গে পরিচিত হওয়া নেশা হয়ে পড়েছিলো শ্রীসরকারের। তখন গভীর জঙ্গল। প্রায় সকল ধরণের পাখিদের দেখা মিলতো। ১৫ বছর বয়সে আবার নারায়ণপুর। বন্ধু সহদেব এবং প্রকাশবাবু তখন দিনভর পাখি আর পাখির বাসা খুঁজে বেড়াতেন। শহরের বর্তমান এয়ারপোর্ট চত্বরের আশেপাশের জঙ্গল দু’জনের প্রিয় বিচরণভূমি হয়ে ওঠে। স্কুল,



কলেজ জীবন পরিয়ে শুরু হয় চাকরি জীবন। কিন্তু নেশা পাল্টায়নি। চাকরির সুবাদে ২০১৮ সালে মহিশুর চলে যান প্রকাশবাবু। আরো গভীর হয় পাখি-প্রেম। স্ত্রী’র দৌলতে পাশের বাড়ির একটি খাঁচায় টিয়াপাখি রাখা আছে এবং সেগুলো বিদেশি জাতের। ব্যাস! ওই শুনে সেগুলো দেখতে চলে যান এবং পরের দিনই একটি দোকান থেকে



বিদেশি পাখি এনে পোষতে শুরু করেন তিনি। দিন যেতে থাকে, বাড়তে থাকে পাখি প্রেম। মহিশুরের বিখ্যাত পাখি সংগ্রহশালায় গিয়ে ভিরিফি খান তিনি। তখনই ঠিক করেন, কোনও একদিন নিজের রাজ্যে ফিরে একটি পাখিশালা বানাবেন। পাখিদের বন্দি খাঁচায় নয় বরং বাসযোগ্য একটি পরিবেশে একসাথে পালনের পক্ষপাতী তিনি। রাজ্যে ফিরে

নিজের বাড়িতে বেশ কয়েকটি প্রামাণ্য সাইজের ঘর করে নানা বিদেশি পাখি পোষতে আরম্ভ করেছেন প্রকাশবাবু। সঙ্গে বিদেশি প্রজাতির বেশ কিছু মুরগি। দারুণ সুন্দরভাবে তাদেরকে রেখেছেন। ইতিমধ্যেই উনার বাড়িতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভিড় জমাচ্ছেন মা-বাবারা। গত সেপ্টেম্বর মাসে যাত্রা শুরু করে পাখির ছোট একটি ফার্ম। বর্তমানে প্রায় ২৫ প্রজাতির বিভিন্ন রকমের বিদেশি পাখি, হাঁস, পায়রা, মুরগি ইত্যাদি রয়েছে ওই ফার্মে। ভবিষ্যতে সংখ্যা আরও বাড়তে চান তিনি। পাখি-পাখি, চান, রাজ্যের পর্যটন ক্ষেত্রে এই বিষয়টিও যাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। উনার ফার্মে গিয়ে সকলে পশুপ্রেমী হউক এবং ছোট বয়স থেকে পশু-পাখিদের ভালোবাসুক এটাই চান প্রকাশবাবু।

NOTICE FOR PUBLICATION IN DAILY NEWS PAPER
PUBLIC NOTICE
IN THE COURT OF CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE
GOMATI TRIPURA, UDAIPUR
Criminal Misc. Case No. 01of 2021
Ayachin Miah
.....Petitioner.
VERSUS
The Registrar of Birth & Death & Others.
.....Respondent.
Ayachin Miah, Son of Late Dulal Miah, Of village- Rajdharnagar, PO- Jamjuri, PS- Kakraban, Udaipur, Gomati Tripura.
.....Petitioner.
WHEREAS an application filed under Section 13 (3) of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 for registration of death by legal representative of Late Dulal Miah for granting Death Certificate of deceased Dulal Miah, the 06.12.2021.. 2021AD has been taken into consideration for the hearing of the application and legal representative of the aforesaid deceased desires to submit any objection regarding registration of death of deceased Dulal Miah should enter appearance in person to adduce on that day any documentary and oral evidence be may desire to adduce in support of his/her claim to such certificate. Given under my hand and seal of the Court this 29th Day of November, 2021.
Sd/-Illegible
Chief Judicial Magistrate
Gomati District Udaipur

আলাদা রাজ্যের দাবিকে জাতীয় স্তরে পৌঁছালেন প্রদ্যোত কিশোর



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি
আগতবর্ষা/শান্তিরবাজার/চাঁদমা
১ ডিসেম্বর ১১ ২০২৩ সালের
বিধানসভা নির্বাচনের আগে
হালাদা রাজ্যের দাবিকে মুখ্য
‘অভিযাত্র’ করে ময়লানে থাকতে
চায়। অধিবিএফটি এবং ত্রিপ্রা মধ্য
উভয় দলের শীর্ষ নেতৃত্ব দ্বিপ্রায়
যন্তমসংক্রান্তে আয়োজিত কর্মসূচি
থেকে প্রমাণিত যোগ্য দিলেন। ৪৮
ঘণ্টা কর্মসূচি শেষ হলেও
বৃহস্পতিবার দুই দলের শীর্ষ নেতৃত্ব
দিল্লিতে অবস্থান করছেন। দেশের
প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গোত্তর স্বাধীনতা
সংগঠিতদের হাতে প্রচারিত প্রাণান্ত
কিংবা ত্রিপ্রালাভের দাবি সনদ
তুলে দেওয়ার কথা রয়েছে। দিল্লি
থেকে ত্রিপ্রা মধ্য এবং
আইপিএফটি’র তরফে জানানো
হয় যে, দু’দিনের এই কর্মসূচিতে
বিজয় রাজনৈতিক কর্মসূচি সম্পন্ন
উপস্থিত থেকে তাদের বক্তব্য
উপস্থাপন করছেন। ত্রিপ্রায়
আইপিএফটি এবং ত্রিপ্রা মধ্য
দাবি উত্থাপন করছেন কিংবা দিল্লিতে
তাদের যে কর্মসূচি লগ্নে প্রত্যেক
তার পূর্ণ সমর্থন জানায়। প্রত্যেক
কিশোর দেবদর্শী তার ভাষণে

[illegible]

স্বস্বত্বাতির প্রধানমন্ত্রীর সাথে
রাজ্যের সদস্যদের করার কথা রয়েছে।
প্রদায়ী কিশোর দেবেরাও কিছু
সংবাদ লেখা পর্যন্ত পিএমও থেকে
কোনও সবুজ সংকেত পাওয়া
নয়। নেতৃত্বদ্বন্দ্ব আশাবাদী তারা
ব্যবস্থাপিত হয়তো পিএমও থেকে
সবুজ সংকেত পেতে পারেন
সবুজ সংকেতের সাথে সাক্ষাৎ করার
বাস্তবিক বিষয়গুলো নিয়ে তাদের
আন্দোলন কর্মসূচি দিল্লির
পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়
অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দিল্লিতে অবস্থান
কর্মসূচি তার সাথে রাজ্যের বিভিন্ন
জায়গায় একে সমর্থন জানিয়ে
কর্মসূচি সংগঠিত হবে। রাজেশ্বর
দেবর্মী-সহ আরও অনেক
রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কর্মসূচিতে
অংশ নিয়েছেন। একদিকে দিল্লির
যশব্রহ্মপুরে অবস্থান কর্মসূচি,
অন্যদিকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়
এই কর্মসূচিকে সমর্থন জানিয়ে
মিছিল, সা ঘিরে আইপিএফসি
ওয়ে ভিত্তা মধ্য ঘেরাওর তেজি
করেছে তবে রাজ্যের অবকাঠামো
কর্মসূচির উদ্যোগ ভিত্তি মথাই
বর্ষ কিছু জায়গায় অবস্থান
কর্মসূচিকে পাথির চোখ করে

১৯৩৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগেই ময়দান যেন গরম হলে। আলাদা আলাদা রাজ্য দাবী-ইস্যুতে। এদিকে, পৃথক রাজ্যের দাবিতে যখন দিল্লির যন্তরনগরে আইপিএফটি এবং ত্রিপ্রা মণ্ডা যৌথভাবে একে আন্দোলন সংগঠিত করছে তখনই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে চলেছে গণ অবস্থান কর্মসূচি। বুধবার ত্রিপ্রা মণ্ডার উদ্যোগে শ্রমিক বাজার এবং ব্রহ্মমণ্ড্রে গণ অবস্থান সংগঠিত হয়। এদিন শাস্তিবারজার মহকুমার মনপাথর বাজারে দলীয় কার্যালয়ের সামনে ত্রিপ্রা মণ্ডার নেতা-কর্মীরা গণ অবস্থানে বসেন। তারা কর্মসূচি থেকে হেঁচোর ত্রিপ্রালাভের স্লোগান তুলেন। গণ অবস্থানে উ পঠিত ছিলেন গৌরব চৌধুরী, হররাজ প্রমুখ, জুয়েল রায়, মুকেশ হররাজ প্রমুখ। নেতারা জানান, দিল্লির আন্দোলনের প্রতি সংগঠিত জানিয়ে তাদের এই কর্মসূচি। গণ অবস্থানে দলের নেতা-কর্মীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যীয়। অন্যদিকে, ব্রহ্মমণ্ড্রে মিনি স্টেডিয়ামের সামনে শোনাউড়া চৌমুহাওয়ে ত্রিপ্রা মণ্ডার উদ্যোগে গণ অবস্থান সংগঠিত হয়। দলের তিনটি সংগঠনের কর্মী-সমর্থকরা এই কর্মসূচিতে শামিল হন। এদিন হেঁচোর ত্রিপ্রালাভের স্লোগানে মুখবর্ত ছিল গোটা এলাকা। তারা দাবি জানান, সর্বিধানেব ২ এবং ৩নং ধারা অনুযায়ী হেঁচোর ত্রিপ্রালাভ গড়ে তোলা হোক। এদিনের কর্মসূচি থেকে গত ১৯ নভেম্বর উদয়পুরে এক মহিলাকে অপহরণের পর গণধর্মঘের ঘনান নিয়েও ক্ষোভ জানানো হয়। কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিলেন অমৃত দেববর্মী, সুব্রেন দেববর্মী, সাহিল দেববর্মী প্রমুখ।

ইটভাটায় শ্রমিকরা কর্মহীন

ভিত্তিবাদী কলম প্রতিনিধি,
আগত তলা, ১ উদ্দেশ্য ন।
কিরালার অভাবে ১৩ পদান বন্ধ
ইটভাটায়। তাতে ৫০ হাজারেরও
বেশি শ্রমিক কর্মহীন হয়ে
পড়েছে। ত্রিপুরা ইটভাটায় শ্রমিক
ইউনিয়ন রাজা কনিষ্ঠ তরফে
এমন দাবি করে সরকারের
সমালোচনাও করা হয়েছে।
রাজা সরকারের দায়িত্বহীনতা
উদাহরণস্বরূপ ফলে রাজ্যের তিন
শতাধিক ইটভাটায় অর্ধকালিক
শ্রমিক কর্মহীন। এতে রাজ্যে
সর্ববাসকারী শ্রমিক ছাড়া
সংস্কৃতি ইটভাটায় নাথাকে যুক্ত
শ্রমিকরাও কর্মহীন হয়ে
পড়েছে। এই বিষয়গুলো উদ্বেগ
করে সংগঠনের তরফে বলটি
হয়েছে, বহিরাগত থেকে বলা
নির্দিষ্ট সময়ে কাজ করার জন্য
শ্রমিকরা এই রাজ্যে আসেন।
মহার, বাড়খণ্ড, ওড়িশা, আসাম,
মণিপুর-সহ বিভিন্ন রাজ্য,
থেকে শ্রমিকরা এই রাজ্যে এসে
ইটভাটায় কাজ করে। কিন্তু যাদের
এই সময়ে কাজ না থাকায় সমস্যা
হচ্ছে। তাতে প্রায় অর্ধকালিক
শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছে।
কেননা ইটভাটায় কোনো কাজ বন্ধ
সংগঠন দাবি করেছে, কয়লা
কারখানাই ইটভাটায় কোনো
উৎপাদন বন্ধ আছে। আর তাতে
করে শ্রমিকরা মহাসংকটে
পড়েছে। কয়লা তীর সংকট
চলছে অথচ এই তীর সংকট
নিরামে সরকার কোনও ব্যবস্থা
নেয়নি। সংগঠনের তরফে তখন
দায়িত্ব দাবি, দীর্ঘদিনের
কয়লায় মজুত রাখার দাবি করা
হচ্ছে। কিন্তু এই কয়লা মজুত
করাও ক্ষেত্রে কোনও উদ্যোগ
করেনাও হয়নি। তাতে কাজ
কয়লায় মজুত না থাকায় সমস্যা
সৃষ্টি হয়েছে। এই সময়ে কয়লা
উৎপাদনের বন্ধ থাকার ফলে শ্রমিক
অসুবিধার মধ্যে পড়েছে।
দেখা দিয়েছে তাই নয়, রাজ্যের
বিভিন্ন জায়গায় সরকারি খব
সংকট দাড়াচ্ছে। তাতেও ইটভাটায়
সংকট দেখা দিয়েছে। রাজ্যের
হাজার হাজার পরিবারী শ্রমিক এই

চারটি শক্তি-ই একে অপরের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
আগতলা, ১ ডিসেম্বর ১১।
রাজনীতিতে কেনও কিছুই হয়
না। সিদ্ধান্ত অবদানবল হতে পারে
সময়ের নিরিখে। কে কোন তার
সিদ্ধান্ত দলবল করে তা অগণ বলা
যায় না। ২০২০ সালের বিধানসভা
নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজা
রাজনীতিতে চারটি প্রধান শক্তি
মুখোন্মুখী। আ পাতে দৃষ্টিতে
এখনওই বোঝা যাচ্ছে। বিজেপি,
তৃণমূল, ত্রিমাথা ও তার সহযোগী
রাজনৈতিক দল এবং বামফ্রন্ট।
উঠানে প্রেক্ষিতে এবে চিটচিট ফুটে
বেরছে। তবে কংগ্রেস যুক্ত
অন্যান্য রাজনৈতিক দল লড়াইয়ের
মাদানো খাচলে প্রধান কিংবা মূল
প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে আসব কিনা
তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

না থাকলেও সেই সময় আরও একটা শক্তি ছিল। আর সেই শক্তি বাফ্রস্ট। কিন্তু আরও পুরা সংস্থার নির্বাচনে বিজেপি, তৃণমূল এবং ত্রিপুরা বিজেপি এবং ত্রিপুরা মঞ্চকে মহাদান দেখা গেছে। তাই ত্রিপুরা বিজেপি বিপুল ভোটে জয়ী হলেও কোনও অংশে কান গায়নি বাফ্রস্ট, তৃণমূল বা ত্রিপুরা মঞ্চ। আমবাশা একটি আশান ত্রিপুরা মঞ্চের জয় ২০১৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে অন্যতম ইস্যু। তাছাড়া আমবাশা কেন্দ্রিক যে খোঁজগাড়ি ছিল সেই বিধানসভা থেকে জয়ী হলেই বিধানসভা বিজেপি, তৃণমূল এবং ত্রিপুরা বিজেপি কুমার রাধা। তবে পুরোনো বিধানসভার সীমানা বিন্যাস হলেও বিজেপি রাধালের গড়ে ব্যাপ্তি বাড়িয়েছে ত্রিপুরা মঞ্চ। এখন ত্রিপুরা মঞ্চ দলের সভাপতি বিজেপি কুমার

বিজেপির বিপরীতে তিপ্রা মখা।
বিজেপির বিপরীতে তুগলক
মামলুত, আবার ঘুরিয়ে বললে
বিজেপির বিপরীতে তিনটি শক্তি
একত্রে আইপিএফটি এবং তিপ্রা
মখা দিল্লির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কর্মসূচিকে
কেন্দ্র করে কং মধ্যে এসেছে।
২০২৩ সালের বিধানসভা
নির্বাচনের প্রাক্কম্মুর্তে দুটো
রাজনৈতিক দলকে একমুখে দেখা
যাবে না কিনা সেটা সময়েই বলা
যাবে। তবে রাজনৈতিক
তথ্যভিজ্ঞানমূল আরও মনে
করবে— যে ব্যক্তি সেদিকে ছাতি
ধারণ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগণও
একটা প্রণয়তা রয়েছে। আবার যার
পরিহিতি অনুকূল সেদিকেও বৌক
থাকে বেশি। ২০২১ সালে
বিজেপির সাংই ছিল

মিশন ২০২৩

রাখতলা। এক্ষেত্রে গোটা রাজ্যে প্রচারের কেন্দ্রবিন্দুতে আমবালা পুণ্য পরিগণিত ছিল। রথচোরা চার ত্রিশ প্রায় অপরূপতলা পুণ্যবিনিগমেও ত্রিশ প্রায় মম্বার প্রার্থী ছিল। সেখানেও ভাষা ভেদে পোষেছে এন দিলের প্রার্থী যতিও নির্বাচন নিয়ে বিবেচ্য। দলগুলোর বিস্তার অভিযোগ। তাড়পারও ভোট চিত্রে কংগ্রেস এবং ত্রিভিওক ২২২ মন কিল্ল করতেন পারেনি। ১৯২১ সালে রাজনৈতিক সমীকরণ কিল হবে, সমীকরণ পার্টে যাবে কিনা তা তো সময়েই বলা যায়। ২০১৮ সালের বিনামস্তান নির্বাচনে বামফ্রন্ট বিশেষে ছিল একটি শক্তি। রাজনৈতিক মহলে এমনটাই দাবি করে। কারণ বামফ্রন্টের বিপরীতে বিজেপির নেতৃত্বে একটি প্লাটফর্ম এসেছিল। অবার শিবির। রাজনৈতিক মহলের দ্বিধা, ২০১৮ সালে প্রধান দল শক্তির ছিল। এক্ষেত্রে বামফ্রন্ট, অনুদিত অবার শিবির। কিন্তু ২০২৩ সালে চ্যারটি শক্তি। রাজনৈতিক মহলের দ্বিধা এমনটাই ছিল। ত্রিশা মম্বার বিপরীতে যেমন বিজেপ, আর

আইপিএফটি। বর্তমান রাজা সরকারের শব্দক অর্থাৎপিএফটি। বিজেপি এবং বিজেপি পরিত্যক্ত সরকারের মূল মন্ত্র এবং প্রিন্সিপাল শ্রেষ্ঠ প্রিন্সিপাল। আর বিজেপির শব্দক দল তাই আইপিএফটি সাধারণ সম্পাদক দিল্লিতে আলাদা রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন করছে। এখানেই অবিজেপি শিবিরে থাকে। আই. কলে মদানদ কাঁপাবে এটিই স্বাভাবিক ঘটনা। অবশ্য ২০২০ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক পরিস্থিতি যাই হোক, বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর যদি কোনও শক্তির একাধিক সংযোগগঠিত না পায় তাহলে অন্য সীমাক্রান্তের সৃষ্টি হবে। হ্যাঁ তাহলে রাজনৈতিক পাটিগণিত, রাজগণিতও করছে রাজ্যে পাত্র। এনএটি মনে করছে যে এনএটি বিবেচ্য মনহ। তবে ২০২০ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করেই রবিশঙ্কর ছিল করছে এক একটি শক্তি। আর সময়ে সময়ে, ধাপে ধাপে এও প্রাকটিক্যাল পাত্র যাবে।

সংক্রমণের হার বাড়ছে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর ।। করোনী সঙ্ক্রমণেরোগের হার বাড়লো ।। শুধুমাত্র পশ্চিম জেলায় নতুন করে ১১ জন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে। গুর্মিরকোর আতঙ্কে যখন সব দেশ শঙ্ক, এই সময়েই ত্রিপুরায় করোনী আক্রান্ত এবং মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। প্রত্যেককর্মী মানুষের আক্রান্ত শনাক্ত হচ্ছে। সম্প্রতি মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়ছে। বৃথবার ১৪ ব্যক্তির মৃত্যু নতুন করে ১৪ জনের শরীরে করোনীর উদ্বাস শনাক্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে ৯জনই আঙ্গিনতে পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে। বাকী ৫জনই আরোগ্যসিঙ্গার পদ্ধতিতে পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে। সঙ্ক্রমণের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে দশমিক ৫৭ শতাংশে। তবে ২৪ ● এরপর ইয়েগর পড়ায়

তৃণমূলের কর্মসূচি বাতিল, ক্ষুব্ধ সুবল

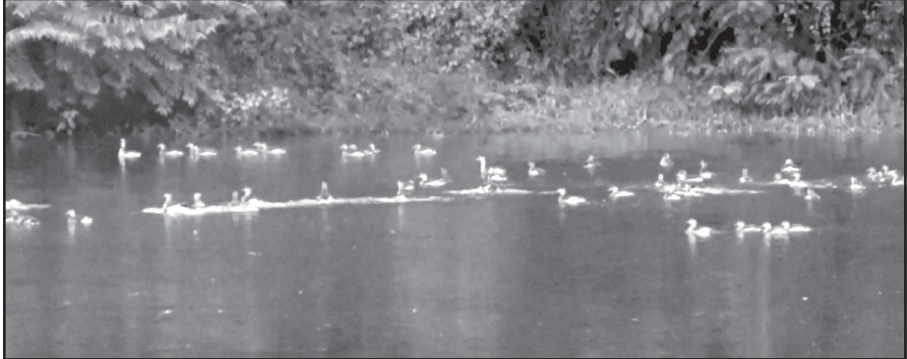


ভাটবাদী কলম প্রতিনিধি, সমগতবন্দী, ১১ ডিসেম্বর। ইদার সাপত পূর্ব সন্থা বিচারিকের হাঙ্গামা করে তৃণমূল কংগ্রেসের গণ অবস্থান সংগঠিত করার কথা ছিল। ওয়েবসাইট কৌমুদীনতে ২৬ ডিসেম্বর দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত এই কর্মসূচি সংগঠিত করার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে পুলিশের কাছে দাবি জানানো হয়েছিল। কিন্তু ১১ ডিসেম্বরই পুলিশের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয় ওয়েবসাইট কৌমুদীনতে কর্মসূচি করার বাবে না। তৃণমূলকে স্বামী বিবেকানন্দ মন্যমান তথা আন্তর্জাতিক কর্মসূচি করার কথা বাতিলকর আর যাবদ। পুলিশের আধিকারিকদের যাবদ। পুলিশের তরফে ওয়েবসাইট কৌমুদীনতে কর্মসূচির অনুমতি না দেওয়ার পেছনে কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, জনবল এই স্থানে কর্মসূচি সংগঠিত হলে ট্রাফিক সমস্যা হয় এবং বাণিজ্যিক এলাকা এই কর্মসূচির কারণে প্রভাব ফেলে। পুলিশের এই চিঠি পেয়ে সুবল ভৌমিক জানিয়েছেন, তারা ২৬ ডিসেম্বরের কর্মসূচি বাতিল করেছেন। তবে কেন কর্মসূচি প্রত্যাহ করা হয়েছিল। তার প্রেক্ষিতে সুবল ভৌমিক বলেন, এবারের পুরোভাগেই ছিল সম্পূর্ণ প্রধান। পুলিশের ভোটাধিকার প্রয়োগ হয়নি। এরইমধ্যে প্রতিবাদে গণ-বসস্থান সংগঠিত করে মানুষের কথাগুলো তৃণমূলকে তুলে ধরতে চেয়েছিল। কিন্তু

তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মসূচি বাতিল করে দেওয়া করে সুবল ভৌমিক বলেন, এখানে তুলে তোদের আঁকড় কর্মসূচিই ছিল। প্রায়শই কর্মসূচি তারেকের কাছে দেয়নি পুষ্টি প্রশাসন। এই বিষয়গুলো তুলে ধরুন সুবল ভৌমিক আরও বলেন, তৃণমূলকে ভয় পাচ্ছে বিজেপি তাই এই ধরনের কর্মসূচি বাতিল করে তার মনোভাব দেখে যাচ্ছে। তবে সার্বিক পরিস্থিতি উল্লেখ করে সুবল ভৌমিক স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, তারা তাদের কয়েকটি সংগঠিত করবে আগামী কর্মসূচিগণিতের মাধ্যমে। তিনি এও দাবি করেন, এবারের পূর্ণ সংস্থার নির্বাচনে ভোট লুণ্ঠ করা হয়েছে, ছাড়া ভোট দেওয়া হয়েছে, রিগিং করা হয়েছে। তৃণমূলকে বহু জায়গায় প্রচারও করবে দেওয়া হয়নি। তারপরে তৃণমূল দ্বিগুণ স্থানে রাখার বিকল্প তৃণমূলকে তৃতীয় স্থানে রাখতে শাসন দল গণভাবে মনে নমেছে। মালদা অভ্যন্তর সুবল ভৌমিকের কার্যত রক্তন লাল নাথের সাংবাদিক

শ্রমিকদের কথা ভেবে সংগঠনের
তরফে তপন দাস রাজা সরকারের
দৃষ্টি আকর্ষণও করেছেন। তিনি
বলেছেন, সরকারের আইনি

পরিয়ায়ী পাখি হত্যা



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
আগসতলা, ১ ডিসেম্বর। শীত
আসছে, এখনও জাঁকিয়ে শীত
পড়েনি। কলেজটির লোককে
কম্বন্ধ করে পরীষায় পাখির
আগমন শুরু হয়ে গেছে। পরীষায়
পাখিরের দেখতে এই কলেজ
লোকের পাড় পড়ত বিকালে ভিড়
জমে সাধারণের। এই মুহুর্তে
কলেজটিয়ার লোকগুলোতে বিপুল
সংখ্যক পরীষায় পাখি না এলেও
চলবে ভালো সংখ্যক পরীষায়
এটা আসে। তাতেই পাড়
বিকালে ভিড় জমে যায় কৌতুহল
জনক। তাদের অনেককেই দাবি,
এই পরীষায় পাখিগুলো এই মাঝে
তারেককে আনন্দ দেয়। কাগর

শীতের এই পড়ন্ত বিকালে পরিয়ারি
পাখি দেশেতে অনেকেই চলে আসছে।
তবে কলজাটার লেকগুলোতে পাখি
দের কথা ছিল এই কলজাটনার
লেকগুলোকে কেন্দ্র করে ভ্রমণ
পিনাসু কিংবা পর্যটকের জন্য
এমন বাস্তব থাকবে। কিন্তু তা
এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। তবে
এদিন এক প্রবীণ নাগরিক
জানিয়েছেন, এই কলজাটা লেক-
আসা পরিয়ারি পাখি শিলারের একটি
চক্র রয়েছে। এই চক্রটি পরিয়ারি
পাখি শিকার করে নিয়ে যায়। অর্থাৎ
পরিয়ারি পাখি হত্যার একটি চক্র
আছে তাঁর মনে। বিষয়ট বর্ণনেন
তাঁরা তক্ষদ্বন্দীশ্বর। বিশ্বযুদ্ধ প্রশাসন
গুরুত্বসহকারে দেখে বলে মনে

করেছে সচেতন মহল। শীঘ্রের
মহাপ্তমে আগরতলার কলেজিয়েট
কলে জাভাও বাজার বিন্দু
লেকগুলোতে কিংবা জলাশয়গুলোতে
এমন পরিসরী পাখীর আনাগোনা
শীঘ্রের মহাপ্তমে চিত্রাই যেন পাঠে
দেয়। আর তাকে কেন্দ্র করেই যখন
পর্যটনের বিকাশে কিছু পর্যটক বা
ভ্রমণ পিপাসুদের আকৃষ্ট করত
আশ্রয়স্থান বাস্তু্য হারা হয় তখন
অর্থনৈতিক দিক থেকেও এর একটা
প্রভাব পড়তে পারে। কারণ এখন
জলাশয়কেব্রিক শীতকালীন পর্যটন
আবহে পর্যটক কিংবা ভ্রমণ পিপাসুরা
ভিড় জমাতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা
করতে চেষ্টা করছে। আসবে বলে মনে
করেছে সচেতন মহল।

বিএসএফ'র সাইকেল র‍্যালি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
আগস্ট ১৯৭১, ১ ডিসেম্বর
বিপ্লবের পর ৫৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস
উপলক্ষে বৃথার থেকে রাত্রি জুড়ে
নাচা অস্বাভীন শুরু হয়েছে। এলীন
নানো শালবাগান বিএসএফ সদর
ক্যাম্প এলাকা থেকে মহিলাদের
বহিসংকেদে রাত্রি শুরু হয়। শতকো
নেড়ে বিপ্লবের সূচনা করেন
বিএসএফ'র ত্রিপুরা দফতরার
আইজি সুশান্ত কুমার নাথ।
আগস্ট ১৯৭১ শহরের বিভিন্ন পথ ঘরে
রাত্রি গুলুনগরের পর্যন্ত যায়।
রাত্রিতে অশ্রু নেন ১৬জন মহিলা
কনস্টেবল। গুলুনগরের তাদের
সর্ববর্নাই ভাবন বিএসএফ'র
রাত্রিতে ভাবন সং। উপস্থিত
ছিলো শালবাগান বিএসএফ'র সদর
দপ্তরতর কমান্ডেণ্ট অতিথি সিং,
কমান্ডেণ্টের ১৩০নং ব্যাটেলিওন
ব্যাটেলিওন রাম কুমার বর্মা ২০০ নম্বর
ব্যাটেলিওনের কমান্ডেণ্ট আর এম
মিশ্র। বিশাণগড়ে স্থল হাওয়াইরসে
নিম্নে কুইজ প্রতিযোগিতাও হয়।
এজাউ নাচ কর্মসিৎ নেওয়া হয়।

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩x৩ ব্লকও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি পুঙ্খি এঁরা বাদ দেওয়ায় প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে।

ক্রমিক সং

	2			
		9		4
				1
	5	6	4	

5	9	3	6	7	4	8	1	2
6	1	8	2	3	5	4	7	9
4	2	7	1	8	9	5	3	6
3	5	1	7	6	2	9	8	4
2	8	4	5	9	3	1	6	7
7	6	9	4	1	8	2	5	3
9	3	6	8	4	1	7	2	5
8	4	5	3	2	7	6	9	1
1	7	2	9	5	6	3	4	8

	8			
6				3
	6			
5	1	8	2	
3		9		

9	7	5	
4	8	1	9
1	2		8
6		9	
			5

	<p>মেঘ : হঠাৎ পরিবর্তন। কর্মে কোন সুখবরে উৎসাহিত হতে পারেন না। বিশিষ্টজনের সহায়তা পেলো শত্রুপক্ষ প্রকল হতে পারে। তবে সংযম ও বুদ্ধির দ্বারা শত্রুকে পরাস্ত করে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছে যাবেন। তবে চলাফেরায় সতর্কতা দরকার।</p>
	<p>বুধ : দিনটিতে নিজের গুণে সম্মান লাভ। সংস্হাগত পরিবর্তনের শুভ ইঙ্গিত। বন্ধুজনের বিরূপতা। নানাভাবে মানসিক চাপ। মনের ঘাঁঘনিদের আশা পূরণ হবার যোগ আছে। নিজের শরীর সম্পর্কে সচেতনতা আবশ্যক।</p>
	<p>মিথুন : ছলচাতুরি ও ক্রোধ ক্ষতির কারণ হবে। অন্যের প্রতি বিদ্বেষের মনোভাব ও চিন্তের উদ্বিগ্নতা দেখা দিতে পারে। কোন নিকট আত্মীয় বিষয়ে দুর্বৃত্ত্য। কর্মক্ষেত্রে অশান্তি, বন্ধুবিরোধে ও মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি।</p>
	<p>কর্কট : নতুন সম্পত্তি ক্রয়ের কথা। কর্মক্ষেত্রে নতুন যোগাযোগ। হঠাৎ কোন সুসংবাদ ও আর্থিক উন্নতি। প্রেমে বাধা। স্বজনবিরোধ। অর্থ ক্ষতির যোগ আছে। বাকসংঘর্ষের প্রয়োজন।</p>
	<p>সিংহ : আয় হলেও ব্যয়বৃদ্ধির কারণে। পুরনো সমস্যা সমাধান। বাণ-জৈব বৃদ্ধিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপমান, অপবাদ। কর্মস্থলে শান্তি বিঘ্নিত হবে। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। হঠকারি সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হবে।</p>
	<p>কন্যা : দিনটি পূর্বের তুলনায় ভালো। বন্ধু বিচ্ছেদ, মায়ের স্বাস্থ্যবাহী। মানসিক অস্থিরতা, টেনশন, অতিরিক্ত চিন্তা ও অর্থ ব্যয়, আর্থিক উত্তি। শরীরের প্রতি যত্নবান হওয়া দরকার। বাধা বিঘ্নের মধ্যে সাফল্য।</p>
	<p>তুলা : দিনটিতে বাধা ভিঙিয়ে</p>

একেই বলে কমিউনিস্ট

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর।। পিতৃবিয়োগের শোক বুকে চেপে মনোনয়ন দিলেন বাম প্রার্থী। তিনি গৌতম রায়। ১০৭ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিএম মনোনীত প্রার্থী। অলিপুরের সার্ভে বিল্ডিং-এ এসে মনোনয়ন দেন তিনি। এদিন রাত থেকেই প্রচার শুরু করবেন বলে জানান। আপাদমস্তক পাটিজান বলেই এলাকার লালপাটির নেতাকর্মীদের কাছে পরিচিত। বাবা রাধারমণ রায় এলাকার পরিচিত সিপিএম নেতা। তবে বয়সজনিত কারণে এখন সেভাবে পাটির কাজ করতে পারতেন না। বাবার মতাদর্শেই বিশ্বাসী গৌতম নিজেকে পাটির সঙ্গে যুক্ত করেন। কোভিড পরিস্থিতিতে মানুষের পাশে দাঁড়াতে ‘রেড ভলান্টিয়ার্স’দের সঙ্গে নিজেকে জড়ান। সম্প্রতি অসুস্থ হন গৌতমের বাবা। হাসপাতালে ভরতি করতে হয়। অসুস্থ বাবাকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। দিনের বেশিরভাগ সময় হাসপাতালেই দিতে হচ্ছিল। এর মধ্যেই কলকাতা পুরভোটে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে বামেরা। সেখানে ১০৭ নম্বর ওয়ার্ডে প্রার্থী করা হয় তাঁকে। এবারই প্রথমবার কোনও নির্বাচনে প্রার্থী হলেন। যখন মনোনয়ন দেওয়ার তেড়াজোড় চলছে ঠিক তখনই দুঃসংবাদ। পিতৃ বিয়োগ হয় গৌতম রায়ের। কিন্তু শোকের আবহেও পাটির নির্দেশ পালালে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকেন। শেষকৃত্য সম্পন্ন করেই মনোনয়ন জমা করেন। জানান, “দুই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে অসম লড়াই। কিন্তু পাটির নির্দেশ তাই অমান্য করার প্রশ্নই নেই। জান কবুল লড়াই হবে।” বাম প্রার্থীর এই লড়াইক মানসিকতা দেখে উদ্বুদ্ধ কর্মীরাও। বাবার মৃত্যুর পরও যেভাবে তিনি লড়াইয়ের ময়দানে থেকে যাওয়ার দ্বারাস্থ নিয়েছেন তা কর্মীদের উৎসাহ দিচ্ছে। দলীয় প্রার্থীর জন্য প্রাণপণ লড়াইয়ের অঙ্গীকার করছেন তারাও।

গাঁজার স্বর্গরাজ্যে পুলিশের হানা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১ ডিসেম্বর।। গাঁজা চাষের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে গোটা সোনাখুড়া। মহকুমা। বিশেষ করে বক্সনগরের বিভিন্ন জায়গায় গাঁজা চাষের রমরমা বেড়ে গেছে সাম্প্রতিক সময়ে। বিভিন্ন সরকারি জমিতে গাঁজা চাষের প্রবণতা অনেক পুরোনো। তার পরও বর্তমান প্রশাসন গাঁজা চাষ রূপতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। বরং মাঝে মধ্যে পুলিশ বাহিনী গিয়ে গাঁজা গাছ ধ্বংস করে নিজেদের অস্তিত্বের জানান দেয়। বৃধবারও সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কলমচৌড়া থানার পুলিশ

বৃদ্ধার ভাতা কেড়ে নিল সরকার!

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১ ডিসেম্বর।। জীবনের শেষ সময়ে এসে দিন গুজরানে শেষ সম্বলটুকু কেড়ে নেওয়ায় আশাহত ৯০ বছরের নিয়তি সরকার। অনেক বছর আগেই তার স্বামীর মৃত্যু হয়েছিল। তবে সরকার প্রদত্ত বৃদ্ধ ভাতার মাধ্যমে অনায়াসেই দিন কাটছিল নিয়তি সরকারের। তিনি এখন বয়সের ভারে ন্যূন হয়ে গেছেন। প্রতি মাসে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ভাতার টাকা দিয়ে কিনে নিতে পারতেন। ভাতার টাকার উপর ভরসা করেই স্বচ্ছন্দে দিন কাটছিল নিয়তি দেবীর। হঠাৎ ১০ মাস আগে তার ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। জম্পুইজলা আর ডি ব্লকের অন্তর্গত যুগলকিশোর নগর এডিসি ভিলেজের রায় পাড়া এলাকায় নিয়তি সরকারের বসবাস। স্বামীর মৃত্যুর পর দুই ছেলে এবং দুই মেয়েকে



কোনরকমভাবে মানুষ করে দুই মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। দুই ছেলে যখন যে কাজ পান সে কাজ করেই দিন গুজরান করছেন। অন্যদিকে বৃদ্ধা নিয়তি সরকারের একমাত্র সম্বল বৃদ্ধ ভাতা। কিন্তু তাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কেন ভাতা বন্ধ হয়ে গিয়েছে সেই বিষয় বুঝে উঠতে পারছেন না। এই বিষয় নিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত এবং জম্পুইজলা আর ডি ব্লকের বিভিন্ন

আধিকারিকদের দরজায় দরজায় ঘুরেও কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না বলে অভিযোগ। শেষে সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে আবেগের সুরে বলতে লাগলেন সরকার আমাকে আর ভাতা দেয় না, তাই আমি এখন কিভাবেই ওযুধ কিনবো আর কীভাবেই বা বাঁচব। সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন সরকার যেন উনার বৃদ্ধ ভাতাটা আবার ফিরিয়ে দেয়।

এক পরিবারের ত্রাসে আতঙ্কিত এলাকাবাসী

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, কমলাসাগর, ১ ডিসেম্বর।। নেশা সামগ্রী বাণিজ্যকে হাতিয়ার করে দিনের পর দিন এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করে রাখার অভিযোগ উঠল গোটা পরিবারের বিরুদ্ধে। পাঁচ সদস্যক এই পরিবারের ব্রাউন সুগারের রমরমা বাণিজ্যে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে এলাকাবাসী। এই ত্রাস থেকে পরিত্রাণ পেতে পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হবেন এলাকার জনগণ। জানা গেছে, গত পাঁচ মাস পূর্বে ব্রাউন সুগার এর পরিবারের মূল নায়করূপে আমতলি থানার পুলিশ মহাতলি হঠাৎ কলোনি এলাকার নিজ বাড়ি থেকে ব্রাউন সুগার-সহ গ্রেফতার করেছিল। সঙ্গে একটি দামি গাড়ি আটক করতে সক্ষম হয়েছিল পুলিশ। তিন মাস জেলে থাকার পর বাড়িতে এসে পুনরায় সপরিবারে মিলে সে ব্রাউন সুগার এর বাণিজ্যে মেতে উঠেছে বলে অভিযোগ। ব্রাউন সুগার

এর পাশাপাশি ইয়াবা ট্যাবলেটের বাণিজ্য রয়েছে তাদের। সেই পরিবারের ত্রাসে এলাকার জনগণ অতিষ্ঠ। সন্ধ্যা হলেই বাড়ির পাশে দূর-দূরান্ত থেকে যুবকদের আনাগোনা লক্ষ্য করা যায়। ফলে এলাকার পরিবেশ বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এলাকার জনগণ বারবার তাদের জানানোর পরেও কোনো কর্তৃপাত সুপারের দ্বারস্থ হবেন এলাকার জনগণ। জানা গেছে, গত পাঁচ মাস পূর্বে ব্রাউন সুগার এর পরিবারের মূল নায়করূপে আমতলি থানার পুলিশ মহাতলি হঠাৎ কলোনি এলাকার নিজ বাড়ি থেকে ব্রাউন সুগার-সহ গ্রেফতার করেছিল। সঙ্গে একটি দামি গাড়ি আটক করতে সক্ষম হয়েছিল পুলিশ। তিন মাস জেলে থাকার পর বাড়িতে এসে পুনরায় সপরিবারে মিলে সে ব্রাউন সুগার এর বাণিজ্যে মেতে উঠেছে বলে অভিযোগ। ব্রাউন সুগার

জায়গায় পাচার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। ফুলতলি এলাকার এক দুধ বিক্রেতা দুধের ড্রামে করে ব্রাউন সুগার অশ্লীলি মার্কেট এলাকার স্বপন এবং তার বাড়ির পাশের এক মহিলার হাত ধরে বাংলাদেশে পাচার করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। শুধু তাই নয়, রতনের মা এবং তার তিন বোন মিলে সে বাণিজ্যে মেতে উঠেছে। এলাকার পক্ষ থেকে দাবি উঠেছে অতি দ্রুত এই পরিবারটিকে এলাকা থেকে উৎখাত করতে। এলাকাবাসীর আরো অভিযোগ রয়েছে রতনের যত্নগায় এলাকার কয়েকটি পরিবার অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। টাকার দাপট দেখিয়ে অনেক অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে গেছে রতন বলে অভিযোগ। এখন দেখার, পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হলে ওই পরিবারের প্রতি কি ভূমিকা গ্রহণ করে সেদিকে তাকিয়ে আছে এলাকার জনগণ।

সততার পরিচয় দিলেন শিক্ষক মিঠু

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১ ডিসেম্বর।। রাজ্য পড়ে থাকা টাকার ব্যাগ ফিরিয়ে দিয়ে সততার পরিচয় দিলেন শিক্ষক মিঠু দেবনাথ। বৃধবার তেলিয়ামুড়া থানাধীন কড়ইলং এলাকায় এই ঘটনা। আনন্দমার্গ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ইন্দ্রভূষণ দেবনাথ ডুইচন্দ্রাইস্থিত



নিজ বাড়ি থেকে টাকার ব্যাগ নিয়ে বিদ্যালয়ের দিকে যাচ্ছিলেন। ওই সময় তার বাইকে থাকা টাকার ব্যাগটি জাতীয় সড়কের পাশে পড়ে যায়। পরবর্তী সময় একজন গৃহশিক্ষক মিঠু দেবনাথ ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় টাকার ব্যাগটি দেখতে পান। তিনি ব্যাগটি স্থানীয় নাগরিক গৌতম ঘোষের দোকানে রেখে ছাত্রের বাড়িতে চলে যান। পরে ছাত্রের বাড়ি থেকে ফিরে এসে তিনি ব্যাগ খুলে দেখেন তাতে প্রচুর টাকা আছে। সাথে বিদ্যালয়ের কিছু নথিপত্র দেখা যায়। ব্যাগে সব মিলিয়ে ৬২ হাজার টাকা ছিল। ব্যাগে থাকা নথি পত্রগুলিতে স্থলের নাম-ঠিকানা দেখে খবর দেওয়া হয় ওই বিদ্যালয়ের অন্য এক শিক্ষকে। ওই সময় শিক্ষক ইন্দ্রভূষণ দেবনাথ ওই ব্যাগে গিয়েছিলেন তার বুকে টাকার হারিয়ে গেছে। বিদ্যালয়ের অপর শিক্ষক ব্যাগ উদ্ধারের কথা জানান ইন্দ্রভূষণ দেবনাথকে। ইন্দ্রভূষণ দেবনাথ তৎক্ষণাৎ ছুটে এসে মিঠু দেবনাথের সাথে দেখা করেন। এরপরই মিঠু দেবনাথ টাকার ব্যাগটি প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেন। গৃহশিক্ষক মিঠু দেবনাথ যে সততার পরিচয় দিয়েছেন তাতে সবাই খুশি।

দুই বিমানবন্দরে এয়ারপোর্ট অথরিটির প্রতিনিধিরা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, কমলপুর / কৈলাসহর, ১ ডিসেম্বর।। একই দিনে রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে থাকা দুটি বিমানবন্দর পরিদর্শন করলেন এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিরা। বৃধবার দুপুর ২টা নাগাদ এয়ারপোর্ট অথরিটির অধিকর্তা রাজীব কাপুরের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটি কমলপুর মালিক ভান্ডারস্থিত পরিভ্যক্ত এয়ারপোর্ট পরিদর্শন করেন। সাথে ছিলেন মহকুমাশাসক অজিতিং চক্রবর্তী, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সব্যসাচী দেবনাথ-সহ অন্যান্যরা। কমলপুর বিমানবন্দরটি পুনরায় চালু করার জন্য অনেকদিন ধরেই চেষ্টা চলছে। প্রতিনিধি দলটি

রাস্তাটিও ঘুরে দেখেন তারা। পরিদর্শনের সময় স্থানীয় প্রশাসনের তহশিলদাররা এয়ারপোর্টের ম্যাপ নিয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এয়ারপোর্ট অথরিটির আধিকারিকরা পরিদর্শনের সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এয়ারপোর্ট অথরিটির আধিকারিকরা পরিদর্শনের সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এয়ারপোর্ট অথরিটির আধিকারিকরা পরিদর্শনের সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন।



এয়ারপোর্টের বর্তমান অবস্থা খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনে আসেন। এদিকে এদিন কৈলাসহর বিমানবন্দরও পরিদর্শন করেন প্রতিনিধিরা। এয়ারপোর্ট অথরিটির অধিকর্তা রাজীব কাপুর জানান, কৈলাসহরবাসী তথা অভিবক্ত উত্তর জেলার মানুষের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন সহসাই পূরণ হতে যাচ্ছে। খুব শীঘ্রই কৈলাসহরের বিমানবন্দরের জন্য জমি অধিগ্রহণ করে পুরাতন এয়ারপোর্ট সংস্কার করে পরিষেবা শুরু হবে বলে তিনি জানান। প্রতিনিধি দলের সাথে কৈলাসহর পুর পরিষদের প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান নীতীশ দেও ছিলেন। কমলপুরে যাওয়ার আগে তারা কৈলাসহরে আসেন।

করে ২২টি পরিবারকে বিকল্প জায়গার ব্যবস্থার মাধ্যমে রানওয়ে আরও বড় করা হবে। বর্তমানে এয়ারপোর্টের পশ্চিমদিকে ৭০ মিটার জমি অধিগ্রহণ করে এয়ারপোর্ট অথরিটির অফিস এবং গাড়ি রাখার ব্যবস্থা করা হবে। অতিরিক্ত জেলাশাসকের সাথে বৈঠকের পর অধিকর্তা রাজীব কাপুর বলেন, এয়ারপোর্ট পুনরায় চালু করার আগে যে সব জায়গায় বাউন্ডারি নেই সেখানে বাউন্ডারি নির্মাণ করা হবে। যেহেতু, দক্ষিণ দিকে মনু নদী আছে তাই সেদিকে রানওয়ে বাড়ানো যাবে না। উত্তর দিকেই জমি অধিগ্রহণ করে রানওয়ে বাড়ানোর কাজ শুরু হবে।

পরিদর্শনে টিম সুধন



প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। পুর নির্বাচনের সময় আক্রান্ত হওয়া আগরতলা পুরনিগম নির্বাচনের ৬নং ওয়ার্ডের সিপিআইএম প্রার্থী দেবাশিস বর্মণের বাড়িতে যান বিধায়ক সুধন দাস, তপশিলি নেতা বিপদ বন্ধু স্বািদাস, পার্শ্ব বাসফোর-সহ ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির নেতৃত্ব। বিজেপির সমাজদ্রোহীরা বাড়িঘর ভাঙুর ও উনার বাড়ির শিব মন্দিরটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল বলে অভিযোগ। বিধায়ক সুধন দাস এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান। আসামিদের গ্রেফতারের দাবিও জানান তিনি। রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য রাজ্যের সমস্ত অংশের গণতন্ত্র প্রিয় মানুষকে জোরদার আন্দোলনে শামিল হবার আহ্বান জানান সুধন দাস।

TRIPURA TRIBAL AREAS AUTONOMOUS DISTRICT COUNCIL OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER KHOWAI DIVISION : PWD : AMPURA.
No.F.1(1)/EE/KHW/Tech/2020-21/308-325/Dated, 24/11/2021 CORRIGENDUM Due to unavoidable circumstances NIT NO 03/EE/KHW/ADC/2021-22/ dt.11-11-2021 is hereby cancelled. Sd/- Illegible (Er. T. Jamatia) Executive Engineer, Khowai Division, TTAADC PWD, Ampura
TTAADC/ICA&T/C-51/2021

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO- e-PT-18/EE/RDUD/G/2021-22 DATED-29/11/2021
On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, R.D Udaipur Division, Udaipur, Gomati District invites percentage rate e-tender from the eligible Bidders up to 15.00 Hrs on 13/12/2021 for the following work-
1. Construction of Modern Yatri Shed at Matabari Market Complex at Matabari, Udaipur, Gomati District.
2. Construction of Modern Yatri Shed at Uttar Maharani near the house of Anisur Miya under Matabari R.D.Block Udaipur, Gomati District.
3. Construction of Modern Yatri Shed in front of Holakhet Road and opposite to Bankumari temple under Matabari R.D.Block Udaipur, Gomati District.
4. Construction of Modern Yatri Shed at Garjee Bazar under Matabari R.D.Block, Udaipur, Gomati District.
5. Maintenance of Purba Barabhaiya Steel Foot Bridge over the river of Kachugang near the land of Hiralal Nandi (middle portion to last portion) at Purba Barabhaiya GP under Tepania R.D.Block, Udaipur, Gomati District.
6. Sinking of Mini Deep Tube Well (150 X 100mm UPVC Pipe, Depth = 90.00m) with 2HP Submersible Pump near to West Khupilong S B School at Paschip Khupilong GP under Tepania R D Tepania R D Block, Udaipur, Gomati District.
For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact by e-mail to rdud.division@gmail.com . Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
Sd/- Illegible (Er. L. Sarkar) Executive Engineer R.D Udaipur Division Gomati District, Tripura.
ICA/C/2757/21

ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে অধ্যক্ষ ঘেরাও

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, কৈলাসহর ১ ডিসেম্বর।। কলোনের ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে ঘেরাও করে পড়ুয়ারা। কৈলাসহরের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে ৩ বছর ধরে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হচ্ছে না বলে পড়ুয়াদের অভিযোগ। তাদের বক্তব্য, ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হওয়ায় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হচ্ছে। বিশেষ করে পড়ুয়াদের প্রতিদিনের সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলার লোক নেই। তাই নির্বাচিত ছাত্র সংসদ থাকলে পড়ুয়াদের সমস্যাগুলি নিয়ে



মধ্যযথস্থানে কথা বলার সুযোগ থাকবে। তাই এদিন সকাল ১১টা থেকে কলেজ চত্বরে পড়ুয়াদের বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু হয়। নির্বাচনের দাবিতে ছাত্রছাত্রীরা ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে ঘেরাও করে রাখে। দীর্ঘ ২ ঘণ্টা ধরে তাদের

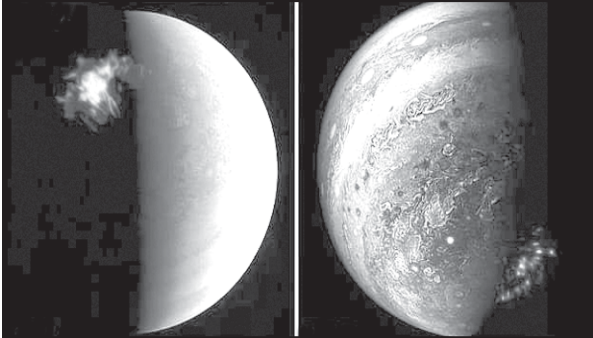
আন্দোলন চলে। পড়ুয়ারা জানান, এর আগেও বহুবার তারা এ বিষয়ে অধ্যক্ষের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আজ পর্যন্ত তাদের দাবির বিষয়ে একটি কথাও বলেননি। তাই বাধ্য হয়ে তারা বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত

করেন। এদিনও পড়ুয়াদের তরফ থেকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. পিনাকী পাল জানান, কলেজের নির্বাচন করানোর বিষয়টি তার হাতে নেই। বিষয়টি সম্পূর্ণ উচ্চ শিক্ষা দফতরের। দফতর যদি সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নির্বাচন করতে কোনো সমস্যা নেই। অপরদিকে পড়ুয়াদের তরফ থেকে অধ্যক্ষের কাছে দাবি জানানো হয় তিনি যেন বিষয়টি নিয়ে দফতর কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেন। এদিনের আন্দোলন কোনো ছাত্র সংগঠনের

ব্যানারে হয়নি। তবে অনেকেই জানিয়েছেন যারা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন তারা এবিভিপির সদস্য। কি কারণে বছরের পর বছর ছাত্র সংসদ নির্বাচন করা হচ্ছে না তা কারোর বোধগম্য হচ্ছে না। বাম জমানায় কোনো কারণে ছাত্র সংসদ নির্বাচন যথাসময়ে অনুষ্ঠিত না হলে বিভিন্ন সংগঠন আন্দোলনে নেমে পড়তো। এবার এখনও পর্যন্ত অন্য ছাত্র সংগঠনের আন্দোলন দেখা যায় নি। তবে এবিভিপি'র ঘনিষ্ঠরাই এখন ছাত্র সংগঠনের নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনে সরব হয়েছেন।

জানা অজানা

গ্যাস দানবের ৪০ বছর পুরোনো মেরুজ্যোতির রহস্য উদঘাটন!



পূর্ব প্রকাশিতের পর —

মিলও দেখা যায় না। সময় ভেদে দুই মেরুতে আলাদা আলাদা দৃশ্যের দেখা মেলে! যেমনটা পৃথিবীতে দেখতে পাওয়া যায় না কখনো।

বিজ্ঞানীরা এ ঘটনাকে

কম্পিউটার সিমুলেশনের মাধ্যমে গবেষণা করছেন। তাঁরা দেখতে পান, এই স্পন্দিত এক্স-রে মেরুজ্যোতি বৃহস্পতির ভেতরে লুপ আকৃতির চৌম্বকক্ষেত্রের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে।

বৃহস্পতির চৌম্বকক্ষেত্র বিশাল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত, যা এর অ্যাক্সট্রেরেজ বেল্ট বা গ্রহাণু বেষ্টনী এবং অন্যান্য গ্রহেও প্রভাব ফেলে। তার ওপর, দুই মেরুর চৌম্বকক্ষেত্রের রেখাগুলো বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে মহাকাশে মিলিয়ন মাইল জুড়ে বিস্তৃত হয়ে আবার ফিরে এসেছে। কিন্তু কীভাবে প্রমাণ করা যায় মডেলটি আসলেই কার্যকর?

৪০ বছর পর রহস্যের জট উন্মোচন -

ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন (UCL) ও চাইনিজ অ্যাকাডেমি

অব সায়েন্সের একদল গবেষক ভয়েজারের রেখে যাওয়া ৪০ বছর পুরোনো এই রহস্যের প্রকৃত কারণ উৎপাটন করেন। গবেষকদের বিশাল সময়ের পরিশ্রম, পর্যবেক্ষণ ও ডেটা বিশ্লেষণের ফল এটা।। সঙ্গে বৃহস্পতিরে কীভাবে প্রতি মিনিটে এক্স-রে বিস্ফোরণ হয়, তা দীর্ঘ গবেষণার পর সমাধান করতে সক্ষম হন তাঁরা।

বৃহস্পতির এক্স-রে মেরুজ্যোতি মূলত বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে বিভিন্ন চার্জিত কণার মিথস্ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয়। সূর্যের সৌর বৃড় এখানে মুখ্য নয়। চার্জিত কণার সংঘর্ষের বিষয় পৃথিবীতেও ঘটে, সৌর ঝড়ের সময় আমরা দুই মেরুতে নর্দান লাইট বা মেরুজ্যোতি দেখি। তবে বৃহস্পতির মেরুজ্যোতি পৃথিবী থেকে অনেক অনেক বেশি শক্তিশালী। প্রতি মুহূর্তে শত গিগাওয়াট শক্তি বা বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, যা আমাদের মানব সভ্যতার সব কিছুকে চালানোর জন্য যথেষ্ট।

গবেষণায় বৃহস্পতি গ্রহটিকে ঘিরে প্রদক্ষিণারত নাসার স্যাটেলাইট ‘জুনো’ এবং ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির (ইসা) এক্সএমএম-নিউটন মানমন্দিরের টেলিস্কোপ দিয়ে নিয়মিতভাবে গ্রহটির এক্স-রে পরিমাপ করা হয়। ২০১৭ সালের জুলাইয়ে বৃহস্পতিকে ২৬ ঘণ্টা ধরে গভীর পর্যবেক্ষণ করার পর বিশ্লেষণ করা হয় প্রাপ্ত ডেটা। যেখানে দেখা যায়, বৃহস্পতির এক্স-রে মেরুজ্যোতি প্রতি ২৭ মিনিট পরপর স্পন্দিত হয়। যা এই সিদ্ধান্তে নিয়ে আসে যে, চৌম্বকক্ষেত্রের পরিবর্তনের ফলে বৃহস্পতিতে মেরুজ্যোতি উৎপন্ন হয়।

বৃহস্পতির চৌম্বকক্ষেত্রের রেখার নিয়মিত স্পন্দনের ফলে এক্স-রে শিখা টিগ্রাড হচ্ছিল। এই স্পন্দনের ফলে তৈরী হয় প্লাজমার তরঙ্গ (আয়নিত গ্যাস)। যেখান থেকে প্রেরণ করা ভারি আয়নিত কণা চৌম্বকক্ষেত্রের রেখা বরাবর ভেসে বেড়ায় যতক্ষণ না বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। এই সংঘর্ষের ফলে উৎপন্ন শক্তি এক্স-রে আকারে নির্গত হয়।

গবেষক ড. ইউলিয়াম ডান জানান, ‘বৃহস্পতির এক্স-রে মেরুজ্যোতি উৎপন্ন হওয়ার চিত্র আমরা গত চার দশক ধরে দেখে আসছি। কিন্তু আমরা জানতাম না এটা কীভাবে সংঘটিত হতো। শুধু জানতাম, এই মেরুজ্যোতি গ্রহটিতে আয়নিত কণা ও

পর্ব ২

বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে সংঘর্ষের মাধ্যমে তৈরী হয়। আমরা এখন জানি, এই আয়ন প্লাজমা তরঙ্গ দ্বারা পরিবাহিত হয়। এই ব্যাখ্যা এর আগে কখনও কেউ চিন্তাও করেননি। যদিও এর সঙ্গে পৃথিবীর মেরুজ্যোতির অনেক মিল রয়েছে। মেরুজ্যোতির এই ধরন হয়তো একটা সার্বজনীন ঘটনা। হতে পারে, এমনটা মহাবিশ্বের সকল জাগ্রাণায় উপস্থিত। **চার্জিত কণার উৎপত্তি** বৃহস্পতির বায়ুমন্ডলের সঙ্গে যেসব আয়নিত চার্জিত কণার সংঘর্ষ হয়, তা গ্রহটির নিজস্ব কোনো অংশ না। বরং চার্জিত কণাসমূহ আসে বৃহস্পতির উপগ্রহ আইও-এর বিশাল আয়োগিগিরিতে উৎপন্ন গ্যাস (সালফার ও অক্সিজন) থেকে। যা উপগ্রহটি থেকে তাঁর বেগে নিয়মিতভাবে মহাকাশে ছড়িয়ে যাচ্ছে। এগুলো বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার পর এই গ্যাস আয়োনিত হয় (পেরমাণু ইলেকট্রন মুক্ত হয়) এবং গ্রহটিকে ঘিরে ডোনাট আকৃতিতে প্লাজমা ঘুরতে থাকে।

প্রথমবারের মতো জোতির্বিদরা বৃহস্পতির চৌম্বকক্ষেত্র কীভাবে সংকুচিত হয়, তা দেখতে পান। পৃথিবীর মতো বৃহস্পতিও ঘোরে এবং চৌম্বকক্ষেত্রকে সঙ্গে নিয়ে চৌম্বকক্ষেত্রে আঘাত করে। চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে আটকে থাকা উত্তপ্ত কণার সংকোচন ট্রিগার করে, যাকে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক আয়ন সাইক্লোট্রন (ইএমআইসি) বলে। এটা কণাকে চৌম্বকক্ষেত্রের রেখা বরাবর পরিচালিত করে। ইএমআইসি রেখার মধ্য দিয়ে আয়ন এরপর বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং এক্স-রে মেরুজ্যোতির সৃষ্টি করে। মিলিয়ন মিলিয়ন কিলোমিটার জুড়ে বৃহস্পতির চৌম্বকক্ষেত্র বিস্তৃত থাকায় আয়নসমূহ পৌঁছাতে সময় নেয়। এজন্য বৃহস্পতিতে মেরুজ্যোতি দুই মেরুতে ভিন্ন সময়ে দেখা মেলে। এই বিষয়টা নাসার জুনো ও ইসার এক্স-রে স্যাটেলাইটের সম্মিলিত পর্যবেক্ষণে উঠে আসে **অন্যান্য স্থানে মেরুজ্যোতির ব্যাখ্যা** মেরুজ্যোতির এই মৌলিক প্রক্রিয়া আগামী গবেষণাগুলোতে বেশ কয়েক দেরে। হয়তো একই দৃশ্য শনি (উপগ্রহ এনসেলোডাস থেকে উৎপন্ন মেরুজ্যোতি হতে পারে), ইউরেনাস, নেপচুন এবং এন্ড্রোপ্লান্টে বা সৌরজগতের বাইরের গ্রহগুলোতেও দেখা মিলতে পারে, যেখানে বিভিন্ন চার্জিত কণা তরঙ্গদ্বারে গ্রহকে ঘিরে ভেসে বেড়াচ্ছে। তাছাড়া এক্স-রে মূলত উৎপন্ন হয় মহাবিশ্বের অত্যন্ত শক্তিশালী ও বিরূপ ঘটনা যেমন, ব্ল্যাকহোল বা নিউট্রন তারা থেকে। তাই গ্রহ থেকে উৎপন্ন হওয়াটা একটু আশ্চর্যজনক লাগতে পারে।

আমরা কখনই হয়তো ব্ল্যাকহোলের ভেতরে যেতে পারব না। এটা সম্ভব না। কিন্তু বৃহস্পতি হতে পারে এই জানো মতো খাওয়া ভীষণই উপকারী? মূলোতে ভরপুর ভিটামিন ও মিনারেল রয়েছে। শীতকালে নিয়মিত খেলে তা আপনার দৈনিক ভিটামিনের চাহিদার অনেকটাই পূরণ করতে পারে। তাছাড়া মূলোতে ৯৫ শতাংশই জলা। মাত্র ৩ কালোহিউড্রেট থাকে। ফলে ওজন নিয়ে সচেতন

ওমিক্রন নিয়ে উদ্বেগ! ১৫ ডিসেম্বর থেকে আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা চালু হচ্ছে না

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর।। ১৫ ডিসেম্বর থেকে চালু হচ্ছে না আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক বিমান পরিষেবা। ওমিক্রন নিয়ে উদ্বেগের জেরে কেন্দ্র আপাতত পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে এ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। মাত্র এক সপ্তাহ আগেই আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল অসামরিক বিমান পরিষেবা মন্ত্রক। বতর্মানে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তৈরি ‘বিপজ্জনক’ দেশগুলির তালিকায় রয়েছেইংল্যান্ড-সহ গোটা ইউরোপ, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, বংসোয়ানা, চিন, মরিশাস, নিউজিল্যান্ড, জিম্বাবোয়ে,

সিন্ধাপুর, হংকং এবং ইজরায়েল। এই দেশগুলি থেকে এলে যাত্রীকে কোভিড পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। তবে ভারত থেকে অন্য দেশে যাওয়ার বিমান পরিষেবা এখন-ই চালু করতে চাইছে না কেন্দ্র। ডিরেক্টর জেনারেল সিভিল অ্যাভিয়েশন (ডিজিসিএ) একটি নোটে জানিয়েছেন, ‘বিশ্বের সামগ্রিক পরিস্থিতি নজরে রেখে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির সঙ্গে কথা বলেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক বিমান পরিষেবা চালুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’ ওমিক্রন নিয়ে উদ্বেগের জেরে ইতিমধ্যে নানা বিধিনিষেধ চালু করছে কেন্দ্র। ভারতে আগত

বিমানযাত্রীদের মাটিতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে আরটিপিসিআর পরীক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, কেন্দ্রের তৈরি বিপজ্জনক তালিকার বাইরে থাকা দেশগুলি থেকে ভারতে আগত যাত্রীদের ২ শতাংশের করোনা পরীক্ষা করা হবে। গত ২৭ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন। তিনি সম্পূর্ণ পরিস্থিতি বিবেচনা করে তারপর আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা চালু করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে বলেন। সেই বৈঠকের পরই ১৫ ডিসেম্বর থেকে পরিষেবা চালুর সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখল ডিজিসিএ।

তোলাবাজির অভিযোগে সরব ‘দ্রৌপদী’

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর।। ৮৬ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে বিজেপি-র ঘরোয়া যুদ্ধ চরমে। গত পুরভোটে জেতা এই ওয়ার্ডের প্রার্থী কে হবেন তা নিয়ে অনেক দিন ধরেই জল্পনা ছিল। সম্প্রতি একটি সুভক্ত দুর্ঘটনায় ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তিন্তা দাস বিশ্বাসের মৃত্যু হয়। এর পরে মনে করা হয়েছিল, ওই ওয়ার্ডে প্রার্থী হবেন তিন্তার স্বামী গৌরব বিশ্বাস। কিন্তু শেষবেলায় দেখা যায়, রাসবিহারী বিধানসভা এলাকার ওই ওয়ার্ড থেকে বিজেপি প্রার্থী করেছে রাজর্ষী লাহিড়ীকে। এর পরেই ফ্লোড তৈরি হয় বিজেপি-র অন্দরে। শেষে নির্দল প্রার্থী হিসেবে ওই ওয়ার্ডে মনোনয়ন জমা দিয়ে দিয়েছেন গৌরব। বিজেপি সূত্রে খবর, গৌরবের পিছনে রয়েছে দলেরই সাংসদ রুপা গঙ্গোপাধ্যায়ের সমর্থন। রুপার সমর্থনের কথা মেনে নিয়েছেন গৌরবও। তিনি বলেন, “রুপাদি এই ওয়ার্ডের সব কিছু সবিস্তার জানেন। দলের একাংশ এই ওয়ার্ড তৃণমূলের হাতে

মহিলা কনস্টেবল পুরুষ হতে চান! তাতে দেশে প্রথম সায় দিল এই রাজ্যের সরকার

ভোপাল, ১ ডিসেম্বর। ছোটবেলা থেকে তাঁর নিজেকে মনে হত পুরুষ। কিছুতেই নিজেকে মহিলা ভাবতে পারতেন না। সেজন্যই রূপান্তরিত হতে চেয়েছিলেন। সেই মর্মে রাজ্য সরকারকে লিখিত আবেদনও করেছিলেন। আবেদনে সায় দিল মধ্যপ্রদেশ সরকার। এদেশে প্রথম। এর আগে কোনও রাজ্যের সরকার নিজের কর্মীকে লিঙ্গ পরিবর্তনের অনুমোদন দেয়নি। সেদিক থেকে মধ্যপ্রদেশ প্রথম।

কেসেখা জানালেন মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্র দফতরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব রাজেশ রাজোরাই। বললেন, ‘মহিলা কনস্টেবলকে লিঙ্গ পরিবর্তনের অনুমতি দেওয়া হল, আজ ১ ডিসেম্বর (২০২১)।’ ২০১৯ সালে এই লিঙ্গ পরিবর্তনের অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছিলেন মহিলা কনস্টেবল। জানিয়েছিলেন, ‘জেভার আইডেনটিটি ডিসঅর্ডার’ রয়েছে তাঁর। এর স্বাক্ষে প্রমাণ হিসেবে চিকিৎসকদের শংসাপত্রও জুড়ে দিয়েছিলেন। ওই কনস্টেবলের সহকর্মীরাও জানিয়েছে, তিনি বাকি পুরুষ পুলিশ কর্মীদের মতোই নিজের কর্তব্য পালন করেন।

স্কুলে ঢুকেই গুলি ১৫ বছরের কিশোরের, মৃত ও

ওয়াশিংটন, ১ ডিসেম্বর।। বছরের

শেষে ফের রক্তাক্ত আমেরিকা। মিশিগানে নিজের স্কুলে ঢুকে এলোপাখাড়ি গুলি চালালো এক ১৫ বছরের কিশোর। যার জেরে স্কুল প্রাঙ্গণেই প্রাণ হারাল ৩ পড়ুয়া। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তড়িঘড়ি করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৮ জনকে। আমেরিকার অক্সফোর্ড শহরের ‘অক্সফোর্ড হাই স্কুল’-এ সহপাঠীদের উপর আচমকা হামলা চালানোর অপরাধে গ্রেফতার করা হয় ওই কিশোরকে। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার। স্কুলের কতৃপক্ষদের মতে, আমেরিকায় কোনও স্কুলে এক বছরে এত মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেইনি। অকল্যাভ কাউন্টির পেরিফ অফিসের তরফেই মৃতদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। সূত্রে খবর অনুসারে, ৩ জনের মধ্যে ১৪ এবং ১৭ বছর বয়সের দুই কিশোরী, ১৬ বছরের এক কিশোর প্রাণ হারিয়েছে। আহত ৮ জনের মধ্যে একজন শিক্ষক ছিলেন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর প্রাথমিক চিকিৎসায় ৬ জন অপাতত স্থিতিশীল। বাকি ২ জনের অস্ত্রপচার করা হয়েছে। স্কুলের তরফে খবর পৌঁছতেই সেই কিশোরকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় পুলিশ। গ্রেফতারির সময় কোনও বাধা দেয়নি সে। আচমকা হামলা চালানোর পিছনে কোনও

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

১৬,১৭ দুর্দিন ব্যান্ক ধর্মঘট

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর।। কেন্দ্রের বেসরকারিকরণ নীতির প্রতিবাদে ফের দেশজুড়ে ব্যান্ক ধর্মঘটের হুমকি দিল একাধিক কর্মী সংগঠন। অবিলম্বে বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়া বন্ধ না করলে আগামী ১৬ এবং ১৭ ডিসেম্বর একযোগে ধর্মঘট ডাকতে পারে ব্যাংক কর্মীদের ৯টি সর্বভারতীয় সংগঠন। ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যান্ক ইউনিয়নস নামের একটি যৌথ সংগঠন বুধবার এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। শেষ পর্যন্ত যদি এই ধর্মঘট হয়, তাহলে হাজার হাজার গ্রাহক ভোগান্তির মুখে পড়তে পারেন। প্রসঙ্গত, ফেব্রুয়ারির শুরুতে সংসদে পেশ করা সাধারণ বাজেটে দেশের কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যান্ক বেসরকারিকরণের কথা ঘোষণা করেছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। বেসরকারিকরণের জন্য প্রাথমিকভাবে চারটি মাঝারি মাপের ব্যান্ককে বেছে নেো মোদি সরকার। সূত্রের খবর, এর মধ্যে অন্তত গোটা দু’য়েক ব্যান্কের বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়া শুরুও হয়ে গিয়েছে। প্রস্তাব পাশ করানোর জন্য কী কী আইনি পরিবর্তন প্রয়োজন, ইতিমধ্যেই তা খতিয়ে দেখা শুরু করেছে অর্থ মন্ত্রক। সংসদের চলতি অধিবেশনেই পেশ হতে পারে ব্যাঙ্কিং আইন সংশোধনী বিল (২০২১)।কেন্দ্রে এই উদ্যোগে রীতিমতো ক্ষুব্ধ ব্যান্ক কর্মীদের সংগঠন গুলি। তাদের দাবি, ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের গুরুত্ব অপরিসীম। বহু মানুষের সঞ্চয়ের অন্যতম আধার এই রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কগুলি। UFBU-নামের ওই সংগঠনটির বক্তব্য, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে দুর্বল করে এমন যে কোনও ধরনের সংস্কারের বিরোধিতা করছেন তারা। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তেরও প্রতিবাদ করা হবে। বাজেট রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যান্ক বেসরকারিকরণ সংক্রান্ত প্রস্তাবের পরই বিরোধীরা এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলা হয়েছে, সরকারি কোষাগার ভরতে সম্পত্তি বেচে দেওয়া হচ্ছে। তবে কেন্দ্রের বক্তব্য, সংস্থাগুলিকে আরও বেশি কার্যকর করার লক্ষ্যেই এই ব্যবস্থা। সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রভাব পড়বে লক্ষ লক্ষ ব্যান্ক কর্মচারীর ভবিষ্যতের উপর। সেকারপেই কর্মী সংগঠনগুলির এই প্রতিবাদ।

উদ্দেশ্য ছিল কি না, তা নিয়েও সে এখনও পর্যন্ত মুখ খোলেনি। তবে ওই কিশোর আইনজীবী চেয়েছে বলেই পুলিশ সূত্রে খবর। তার কাছ থেকে সেমি অটোমেটিক বন্দুকটিও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। মঙ্গলবারের ঘটনার পর মৃত ও আহতদের পরিবারের সকলেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

উদ্দেশ্য ছিল কি না, তা নিয়েও সে এখনও পর্যন্ত মুখ খোলেনি। তবে ওই কিশোর আইনজীবী চেয়েছে বলেই পুলিশ সূত্রে খবর। তার কাছ থেকে সেমি অটোমেটিক বন্দুকটিও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। মঙ্গলবারের ঘটনার পর মৃত ও আহতদের পরিবারের সকলেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর।। কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্বের দাবি তাঁদের আন্দোলন চলাকালীন ৭০০-রও বেশি কৃষক মারা গিয়েছেন। কিন্তু, কেন্দ্র জানালো, এ নিয়ে তাদের কাছে কোনও তথ্যই নেই। বিরোধীরা সংসদে লিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে জানতে চেয়েছিলেন, আন্দোলনের সময় যে কৃষকরা মারা গিয়েছেন তাঁদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়ে কেন্দ্র কী ব্যবস্থা নিয়েছে। কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিংহ তোমার জানান, “কৃষিমন্ত্রকের কাছে কোনও তথ্যই নেই, কত জন কৃষক মারা গিয়েছেন, তাই প্রশ্নই

উপা’র অস্তিত্ব নেই!

মুম্বই, ১ ডিসেম্বর।। রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে তাঁদের দু’জনেরই অনেক মিল। দু’জনেই কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে নিজের দল গড়ছেন এবং সফল হয়েছেন। দেখা গেল বিজেপি বিরোধী অবস্থানেও তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় এবং ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টির নেতা শরদ পাওয়ার সমমনস্ক। তাঁরা দু’জনেই মনে করেন, বিজেপি-র বিরুদ্ধে বিকল্প রাজনৈতিক শক্তিকে আরও জোরালো হতে হবে। সমমনস্ক দলগুলিকে জোট বাঁধতে হবে। যদিও মমতা মনে করেন কোনও দল যদি লড়তে না চায় তা হলে কিছু করার নেই। সে ক্ষেত্রে বাধ্য হয়েই বাকিদের নিজদের মতো লড়তে হবে। মমতার এই মন্তব্যের লক্ষ্য যে কংগ্রেস নেতৃত্ব তা স্পষ্ট। যদিও মমতা নিজ কংগ্রেসের নাম করেননি। যেমন গত কয়েকদিনে দিল্লিতে একের পর এক কংগ্রেসের বৈঠকে যোগ না দিয়েও তৃণমূল স্পষ্ট করেনি কংগ্রেস সম্পর্কে তাদের অবস্থান কী। এমনকি দিল্লিতে গিয়েও সোনিয়ার সঙ্গে দেখা না করার কারণ জানতে চাওয়া হলে বিরোধের ইঙ্গিত এড়িয়ে গিয়েছেন মমতা। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে অবশ্য মমতাকে কংগ্রেস সম্পর্কে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করতেই বলা হয়েছিল। মমতা সত্যসরি সেই প্রশ্নের জবাব দেননি আবার এড়িয়েও যাননি। একইভাবে স্পষ্ট হয়নি আরও একটি বিষয়। লোকসভা ভোটের আগে মুম্বইয়ে এনসিপি’র সঙ্গে তৃণমূলের জোট বাঁধার কোনও সম্ভাবনা আছে কি না। ঘটনাচক্রে দিনদুয়েক আগেই গোয়ার এনসিপি বিধায়ক চার্চিল অ্যালোমাও তৃণমূলে যোগদান করেছেন। তাই জোট আদৌ হবে কি না তা নিয়ে একটা সন্দেহ রয়েছে। বুধবার মমতার মুম্বই সফরের দ্বিতীয় দিনে এনসিপি-র প্রতিষ্ঠাতা শরদের বাড়িতে বৈঠক ছিল তৃণমূল নেত্রীর। সেখানে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ও ছিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা বৈঠকের পর শরদকে পাশে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন মমতা। প্রথমে শরদই কথা বলেন। বিজেপি বিরোধী দলগুলির জোট বাঁধার উপর জোর দেন শরদ। তাতেই মমতার সংযোজন, “যেখানে যে দল শক্তিশালী সেখানে তাদের সঙ্গে নিয়েই লড়তে হবে। তবে কেউ যদি না লড়তে না চায় কী করব? তাহলে নিজেদেরই লড়তে হবে।”

গণতন্ত্র বাঁচান ঃ মমতা

মুম্বই, ১ ডিসেম্বর।। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে প্রধান বিকল্প হিসেবে নিজ্ঞেদের তুলে ধরতে পারে চাইছে তৃণমূল। তবে প্রধানমন্ত্রী কে হবেন, তা নিয়ে এখনই ভাবতে রাজি নন দলনেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। মুম্বইয়ে বিধক্ষনদের সঙ্গে বৈঠকে বুধবার তিনি বললেন, “কে প্রধানমন্ত্রী হবেন তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিজেপি-কে সরিয়ে গণতন্ত্রকে রক্ষা করাই লক্ষ্য হওয়া উচিত।” লোকসভা ভোটে বিজেপি-বিরোধী অবস্থান প্রসঙ্গে ওই বৈঠকে প্রশ্ন করা হয়েছিল মমতাকে। পরিচালক মহেশ ভট্ট প্রশ্ন করেন, অতি অব্যবস্থিদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে মমতা কী ভাবছেন। জবাবে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “আমরা পূর্ণশক্তি দিয়ে লড়ব। নাগরিক সমাজকেও এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে। বিজেপি-কে বোন্দু আউট করে দিতে হবে। এটা আপনারাই পারেন।” মুম্বই সফরের দ্বিতীয় দিনে মমতা বুধবার কবি-গীতিকার জাভেদ আখতারকে সঙ্গে নিয়ে মহারাষ্ট্রের বিশিষ্টজনদের বৈঠকে হাজির হন। ওই বৈঠকে ছিলেন মাহেশ, স্বরা ভাস্কর, রিচা চাড্ডা, মেধা পাটেকর মতো পণ্ডিত। হাজির ছিলেন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের

বিশিষ্টজনেরাও। মমতাকে মুম্বইয়ের বিব্ধজনেরা এক যোগে জবাব দিলে, বিজেপির শাসনে দেশে যখন দুরাশার অন্ধকার নেমেছিল, তখন পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের জয়ই তাঁদের বন্দোপাধ্যায়। মুম্বইয়ের বিশিষ্টজনেরাও মমতাই তাঁদের কাছে আশার আয়ের প্রতীক। একইসঙ্গে তাঁদের এ প্রশ্নও ছিল, এই পরিস্থিতিতে কি মমতা নিজেকে প্রথমে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ভাবছেন? জবাবে মমতা বলেন, “প্রধানমন্ত্রী যে কেউ হতে পারেন। তবে প্রধানমন্ত্রী কে হবেন মহেশ ভট্ট প্রশ্ন করেন, অতি অব্যবস্থিদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে মমতা কী ভাবছেন। জবাবে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “আমরা পূর্ণশক্তি দিয়ে লড়ব। নাগরিক সমাজকেও এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে। বিজেপি-কে বোন্দু আউট করে দিতে হবে। এটা আপনারাই পারেন।” মুম্বই সফরের দ্বিতীয় দিনে মমতা বুধবার কবি-গীতিকার জাভেদ আখতারকে সঙ্গে নিয়ে মহারাষ্ট্রের বিশিষ্টজনদের বৈঠকে হাজির হন। ওই বৈঠকে ছিলেন মাহেশ, স্বরা ভাস্কর, রিচা চাড্ডা, মেধা পাটেকর মতো পণ্ডিত। হাজির ছিলেন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের

সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। লোকসভা নির্বাচনে দেশের গণতন্ত্রকে রক্ষা করাই লক্ষ্য হওয়া উচিত।” মমতার সঙ্গে মুম্বইয়ের বিশিষ্টজনদের

আলাপ করিয়ে দেন জাভেদ। মমতাকে অভিনেত্রী স্বরা বলেন,

“পশ্চিমবঙ্গ খেলা দেখিয়ে দিয়েছে। আমরা তাতে খুশি। কিন্তু আরও বড় লড়াই করতে হবে। কিন্তু নাগরিকদেরও কথা বলার অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এর প্রতিকার কী?” বুধবারের বৈঠকে এই প্রশ্ন বার বারই আসে মমতার কাছে। জবাবে মমতা বলেন, “নাগরিক সমাজ একটি কমিটি বানােক। আপনারা আমাদের দিশ দেখান।

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

লাইফ স্টাইল

মূলো দেখলেই নাক সিঁটকে ফেলেন?

কত ভালো গুণ আছে? ওজনও থাকবে নিয়ন্ত্রণে

মুড়ি দিয়েই হোক বা স্যালাডে। শীতকালে কাঁচা মূলো খাওয়ার মজাই আলাদা। তবে আপনি কি জানেন মূলো খাওয়া ভীষণই উপকারী? মূলোতে ভরপুর ভিটামিন ও মিনারেল রয়েছে। শীতকালে নিয়মিত খেলে তা আপনার দৈনিক ভিটামিনের চাহিদার অনেকটাই পূরণ করতে পারে। তাছাড়া মূলোতে ৯৫ শতাংশই জলা। মাত্র ৩ কালোহিউড্রেট থাকে। ফলে ওজন নিয়ে সচেতন

যাঁরা, তাঁরাও নির্ভয়ে খেতে পারেন। মূলোতে ভিটামিন বি-১, বি-২, বি-৩, বি-৫,বি-৬, বি-৯ রয়েছে। এছাড়া মূলোতে বেশ ভাল পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে। ফলে সুস্বাস্থ্য, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উন্নতির জন্য নিয়মিত মূলো খেতেই পারেন। তবে হ্যাঁ, অতিরিক্ত তাপমাত্রায় ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়। তাই কাঁচা খেলেই সম্পূর্ণ ভিটামিনের উপকারিতা পাবেন। খাওয়ার

আগে গরম জলে ডুবিয়ে রগড়ে ধুয়ে নিন। এরপর খোসা ছাড়িয়ে আরও একবার ভাল করে ধুয়ে খান।
মিনারেল : মূলোতে খনিজ উপাদানও কিন্তু কম নয়। মূলোয় ক্যালসিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, ফসফরাস, পটািয়াম ও জিরের মতো মিনারেল রয়েছে।

কাঁচা মূলো কীভাবে খাবেন? একেবারে দেশীয় কাদায় খেতে

পারেন। এক কাঁসা লাল মুড়ি নিন। এক ফেঁটা সরের তেল দিয়ে মাখুন। এরপর ভাল করে ধোয়। একটা গোটা মূলো নিন। সঙ্গে একটা লক্ষ্যও নিতে পারেন। এর স্বাদই আলাদা। সন্ধ্যায় বা সকালের জলখাবার হিসাবে খেতে পারেন। এছাড়া সাইড ডিস হিসাবে খাওয়া স্যালাডেও মূলো দেওয়া যায়। দেখতেও বেশ লাগে। অনেকে মূলো পাতলা করে কেটে স্যান্ডউইচের মধ্যে দিয়ে খান।



এতে বেশ একটা ক্রান্তি টেক্সচার আসে। ফ্রেস, আর্চি

ব্যাপারও আসে একটা। টাই করতে পারেন।

রেসলিং খেলোয়াড়দের শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বরঃ গোয়ায় আয়োজিত ট্রাউন্শনাল রেসলিং ও প্যাংকরেশন চ্যাম্পিয়নশীপে ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল করেছে ত্রিপুরার খেলোয়াড়রা। নবম এআইটিডব্লিউইএফ প্রতিযোগিতার সফল খেলোয়াড়রা বুধবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাথে সাক্ষাৎ করে। মুখ্যমন্ত্রী দলের প্রত্যেক সদস্যকে গভীর শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাদের আরও বড় সাফল্যের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। শুরু থেকেই বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি এক জন ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ। প্রতি পদে পদেই সৌা প্রমাণ করে দিচ্ছেন। খেলোয়াড়দের জন্য অবিরত দ্বার মুখ্যমন্ত্রী। তাই খেলোয়াড়রা তার সাক্ষাৎ পেয়ে আনুত।



তিপ্রা লিগের ফাইনালের দিন পরিবর্তন

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বরঃ এডিসি-র উদ্যোগে আয়োজিত প্রথম তিপ্রা ফুটবল লিগের ফাইনাল খেলার দিন পরিবর্তন করা হয়েছে। নির্দিষ্ট দিনে ফাইনাল হবে না। ফাইনাল খেলার তারিখ পরবর্তী সময়ে ঘোষণা করা হবে। এডিসি-র ক্রীড়া ও যুব কর্মসূচি দফতরের প্রধান আধিকারিক অমরদীপ দেববর্মা এই খবর জানিয়েছেন।

টিসিএ-র সংকট সহসা কাটবে না

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বরঃ শুরু থেকেই একাধিক সমস্যাকে সাথে নিয়ে চলতে হচ্ছে টিসিএ-কে। সামনেচলে আসছে এরপর এক সংকট। এসব সংকটের সফল মোকাবিলা করতে ব্যর্থ টিসিএ। যার আঁচ পড়েছে ক্রিকেট এবং ক্রিকেটারদের উপর। ক্রিকেট মহল উদ্বেগ। প্রাক্তন ক্রিকেটাররা অশনি সংকেত দেখেছেন। কি হবে রাজ্য ক্রিকেটের? নির্বাচিত সচিব ভিমির চন্দ-কে আরও একবার সচিব পদ থেকে সরে যেতে হলো। এবার জেলা আদালতের রায়ে। সচিব ভিমির-কে সরিয়ে দিয়েছিলেন সভাপতি মানিক সাহা। সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নিম্ন আদালতের আশ্রয় নেন ভিমির। নিম্ন আদালতের রায়ে ফের সচিব পদে বহাল হয়েছিলেন। এদিন জেলা আদালত টিসিএ-র অপসারণের সিদ্ধান্তই বহাল রাখলো। অর্থাৎ আরও একবার সচিব পদ থেকে সরে যেতে হলো ভিমির-কে। ভিমির চন্দ-র তরফে আইনজীবী শংকর লোধ জানিয়েছেন, এই রায়ের বিরুদ্ধে আমরা খুব দ্রুত উচ্চ আদালতে আপিল করবো।

সরকারি চাকুরি করেও নির্বাচক?

স্বপ্নন নাথ-র বিরুদ্ধে বোর্ডকে চিঠি দিচ্ছেন এক প্রাক্তন ক্রিকেটার

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বরঃ টিসিএ-র জগুন করে কমিটির চেয়ারম্যান স্বপ্নন নাথ-র বিরুদ্ধে বিসিসিআই-র কাছে অভিযোগ জমা পড়তে চলছে। জানা গেছে, রাজ্যের এক প্রাক্তন নামি ক্রিকেটার টিসিএ-র জুনিয়র নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে তথ্য গোপন এবং বিসিসিআই ও টিসিএ-র সংবিধান অমান্য করে নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান পদ দখলের অভিযোগ এনে বিসিসিআই-কে চিঠি দিচ্ছেন। রাজ্যের ওই প্রাক্তন ক্রিকেটার অভিযোগ করে বলেন, অনিয়ম আর সংবিধান অমান্য করে ক্ষেত্রে টিসিএর একের পর এক নজির গড়ে চলছে। ২৬ মাস হয়ে গেলেও টিসিএ-র সংবিধানকে পুরোপুরি বুড়ো আঙুল দেখিয়ে টিসিএ-র কয়েক জন কাউন্সিলার দ্বৈত পদ দখল রেখেছেন। মহকুমা বা ক্লাবের পদ ধরে রেখেও

টিসিএ-র কাউন্সিলার পদে বহাল তারা। যদিও টিসিএ-র সংবিধানে বলা আছে, মহকুমা বা ক্লাবের কোন পদাধিকারী টিসিএ-র কাউন্সিলার নির্বাচিত হলে তাকে সাথে সাথে ক্লাব বা মহকুমার পদ ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু টিসিএ-র বর্তমান কমিটি সংবিধানকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে। এর মধ্যে খবর পাওয়া গেছে যে, টিসিএ-র জুনিয়র নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান স্বপ্নন নাথ তথ্য গোপন করে টিসিএ-তে বছরে সোয়া লক্ষ টাকার বেতনে নির্বাচক হয়েছেন। টিসিএ-র সংবিধানে বলা আছে যে, কোন সরকারি চাকুরিরত টিসিএ-র কোন পদে বা দায়িত্বে আসতে পারবেন না। কিন্তু স্বপ্নন নাথ বর্তমান সময়ে রাজ্য সরকারের একটি দফতরে চাকুরি করছেন। চুক্তির ভিত্তিতে চাকুরি হলেও এই চাকুরি রাজ্য সরকারের। রাজ্য সরকার থেকে তিনি নির্দিষ্ট বেতন পাচ্ছেন। সুতরাং এখানে টিসিএ-র

সংবিধান অমান্য করে বা টিসিএ-তে মিথ্যা তথ্য বা তথ্য গোপন করে স্বপ্নন নাথ নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান এবং টিসিএ থেকে টাকা নিচ্ছেন। যেহেতু টিসিএ-র বর্তমান কমিটিই সংবিধান অমান্য করে ক্ষমতায় তাই স্বপ্নন নাথ-র ইস্যুতে আমি সরাসরি তথ্য সহ বিসিসিআই-কে চিঠি দেবো বলে জানান ওই প্রাক্তন ক্রিকেটার। তিনি বলেন, বিসিসিআই-কে চিঠি দিয়ে জানাবো কিভাবে টিসিএ-তে অনিয়ম করা হচ্ছে। এদিকে, এই ঘটনা সম্পর্কে জানা গেছে, স্বপ্নন নাথ এজি থেকে অবসর নিয়ে এখন রাজ্য সরকারের একটি দফতরে চুক্তির ভিত্তিতে চাকুরি করছেন। অর্থাৎ সরকারি নিয়োগপত্র হাতে নিয়েই তিনি কাজ যোগ দেন এবং মোটা টাকা পান রাজ্য সরকার থেকে। ক্রিকেট মহলের দাবি, টিসিএ-র যে

সংবিধান তাতে স্পষ্ট বলা আছে কোন সরকারি চাকুরিরত ব্যক্তি টিসিএ-র কোন পদ বা দায়িত্বে আসতে পারবে না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সরকারি নিয়োগপত্র হাতে নিয়ে কাজ যোগ দিয়ে সরকারি বেতন নিয়েও স্বপ্নন নাথ টিসিএ-তে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে। তিনি টিসিএ-র জুনিয়র নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান। তিনি সোয়া লক্ষ টাকা বেতন এবং নানা সুবিধা পাচ্ছেন টিসিএ থেকে। সুতরাং এক্ষেত্রে তিনি টিসিএ-তে তথ্য গোপন করে দায়িত্ব পালন করছেন নতুবা বা টিসিএ সব জেনেও স্বপ্নন নাথ-র এই অনিয়ম চাপা দিয়ে রেখেছেন। এখন বিসিসিআই-কে চিঠি দেওয়া হলে নিশ্চয় আসল তথ্য টিসিএ-র তরফে বিসিসিআই-কে দিতে হবে। তবে ‘প্রতিবাদী কলাম’ স্বপ্নন নাথ উত্তরে যে অভিযোগ সামনে এসেছে তার সত্যতা যাচাই করেনি।

খেতাবের পথে ক্রিকেট অনুরাগী

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বরঃ সদের অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেটে খেতাবের রাস্তা মসৃণ করলো ক্রিকেট অনুরাগী। প্রগতি প্লে স্টোলের সাধারণ মানের বোলিং-র পুরোপুরি ফায়দা তুললো ক্রিকেট অনুরাগী। পাশাপাশি ব্যাটসম্যানদের সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের বোলাররাও দাপট দেখালো। ব্যাট হাতে অনবদ্য শতরানের পর বল হাতেও নিজের প্রতিভার বলক দেখালো স্পর্শ দেববর্মা। এককথায় টিম গেমের আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে খেতাবের রাস্তা নিশ্চিত করে নিলো ক্রিকেট অনুরাগী। এমবিবি স্টেডিয়ামে ম্যাচের প্রথম দিন ৪ উইকেটে ২৯৩ রান করেছিল অনুরাগী। ৩৯ রানে অপরাজিত ছিল স্পর্শ দেববর্মা। বুধবার ম্যাচের দ্বিতীয় দিন দলের ইনিংসকে টেনে নিয়ে গেলো স্পর্শ এবং সৌরদীপ দেববর্মা। অনবদ্য ব্যাটিং করে অনুরাগীকে রানের গাহাড়ে পৌঁছে দেয় তারা। ১১৩ রানের একটি দুর্দান্ত ইনিংস খেললো স্পর্শ। অন্যদিকে, সৌরদীপ করে ৪৯ রান। প্রগতি-র হয়ে ৩টি উইকেট নেয় সন্তো দাস।

●এরপর দুইয়ের পাতায়

ফাইনালে প্রধান অতিথি দীপক মজুমদার

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বরঃ আগামী ৩ ডিসেম্বর উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে তৃতীয় ডিভিশনের ফাইনালে মুখোমুখি হবে নাইন বুলেটস বনাম ত্রিবেদী সংঘ। ম্যাচে প্রধান অতিথি হিসাবে থাকবেন টিআরটিসি-র চেয়ারম্যান দীপক মজুমদার। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের সচিব শরদীন্দু চৌধুরী। টিএফএ-র তরফে যুথসচিব পার্থ সারথি গুপ্ত এই সংবাদ জানিয়েছেন।

পরাজয়ের মুখে গৌতম সোম-র দল

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বরঃ অনেক আশা নিয়ে বাংলায় অলরাউন্ডার সিনিয়র দলের জন্য ভাবা হচ্ছে। যদিও যে বোলিং তারা করলো তাতে সিনিয়র দলকে কোচিং করাতো এসেছেন। এরপর তিনি নাকি কোচিং থেকে অবসর নেন। একটি বড় উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল তার ত্রিপুরাকে জাতীয় স্তরে প্রতিষ্ঠিত করবেন। যদিও শুরুতেই তার সেই আশা বিলীন হয়ে যায়। বয়স এবং অন্যান্য কারণে দলের ১৩ থেকে ১৪ জন প্রথম সারির ক্রিকেটার খেলতে পারবেন না। যার ফলস্বরূপ ভিন্ন মানকড় ট্রফিতে চূড়ান্ত ব্যর্থ হবে রাজ্য দল। এবার কোচবিহার ট্রফিতেও সেই পথেই এগোচ্ছে। দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া মাঠে কোচবিহার ট্রফির প্রথম ম্যাচে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে পরাজ হতে চলেছে রাজ্য দল। ম্যাচের তৃতীয় দিনের শেষে এটা নিশ্চিত যে, প্রকৃতি ছাড়া আর কেউ ত্রিপুরাকে বীচাতে পারবেন না। সেই পুরোনো কাহিনীই বলতে হচ্ছে। অর্থাৎ ব্যাটিং বিপর্যয়। শুরু থেকেই আমরা বলে আসছি, এই দলের ব্যাটিং বলতে কিছু নেই। কয়েক জন ভালো মানের অলরাউন্ডার রয়েছে। ব্যাটিং-এ তারাই দলকে যতটুকু দেওয়ার দেবে। তবে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে সেটাও হয়নি। প্রথম একাংশ গঠন নিয়ে টিসিএ-র ঘোষণা মতো আগামী ৬ ডিসেম্বর শুরু হচ্ছে এবারের ফুটবল। এমন পরিস্থিতি যা খবর তাতে টিএফএ-র ক্রীড়া সূচিতে সরোজ সংঘের নাম থাকলেও সম্ভবত মাঠে নামছে না সরোজ সংঘ। এই অবস্থায় টিএফএ হারাতো আগের ক্রীড়া সূচিতে বদল আনতে পারে। যদি সরোজ সংঘ শেষ পর্যন্ত না খেলে তাহলে ‘বি’ ডিভিশন লিগে ম্যাচ কমবে। যেখানে ২৮টি ম্যাচ ছিল সেখানে সরোজ সংঘ না খেললে ম্যাচ কমে হবে ২১টি। ‘বি’এনে ৭টি ম্যাচ কমবে। আপাতত ‘বি’ ডিভিশন লিগে ম্যাচ ২৮টি মিনিটে খেলিয়েছে। তাতে সরোজ সংঘ ছাড়া রয়েছে ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন, ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল, মৌচাক ক্লাব, কেশব সংঘ, স্কুল সংঘ, নবোদয় সংঘ এবং কল্যাণ সমিতি। ৬ ডিসেম্বর উদবেদীনা ম্যাচ বরো সাড়ে বাবেটায়। তবে সরোজ সংঘ না খেললে হয়তো উদ্বেধনী ম্যাচ

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বরঃ পূর্বোক্ত সন্তোষ ট্রফিতে প্রপূর্ণ তৃতীয় তথা শেষ ম্যাচে আগামীকাল নাগাল্যান্ডের মুখোমুখি হবে রাজ্য দল। প্রথম ম্যাচে দুর্দান্ত লড়াই করেও শক্তিশালী মিজোরামের কাছে নামমাত্র গোলে পরাজিত হয়। আর দ্বিতীয় ম্যাচে আরও এক শক্তিশালী দল মণিপুরকে হারিয়ে রীতিমত অঘটন ঘটায় ত্রিপুরা। যদিও নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে

আগামীকাল জিতলেও মূল পর্বে যাওয়া নিশ্চিত নয়। মিজোরাম ইতিমধ্যেই দুই ম্যাচ খেলে দুইটিতেই জয় তুলে নিয়েছে। মণিপুর এবং ত্রিপুরা দুইটি দল একটি করে ম্যাচে জয় পেয়েছে এবং একটিতে হেরেছে। অর্থাৎ দুইটি দল একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। আগামীকাল ত্রিপুরা যদি নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে জয় পায় এবং মণিপুর মিজোরামকে হারিয়ে দেয় তবে ত্রিপুরা, মণিপুর

এবং মিজোরাম তিন দলের পয়েন্টই সমান হবে। সেই ক্ষেত্রে গোল পার্থক্য স্থির হবে কারা মূল পর্বে খেলবে। আর মিজোরাম যদি মণিপুরের বিরুদ্ধে ১ পয়েন্টও পেয়ে যায় তবে মিজোরামই চলে যাবে মূল পর্বে। মণিপুরের বিরুদ্ধে অসাধারণ জয়ের পর আগামীকাল নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে জয়ের লক্ষ্য নিয়ে বাঁপাবে ত্রিপুরা। সকাল সাড়ে নয়টায় হবে ম্যাচটি।

খেলাধুলার পাওয়ার হাউস হলো উত্তর-পূর্বাঞ্চলঃ উপ-মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১ ডিসেম্বরঃ উত্তর-পূর্বাঞ্চল হলো খেলাধুলার পাওয়ার হাউস। মেরি কম থেকে শুরু করে সোমদেব দেববর্মা সবাই উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকেই উঠে এসেছে। জাতীয় ক্ষেত্রেও তাই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গুরুত্ব বাড়ছে। এই অবস্থায় রাজ্য সরকারও খেলাধুলার মান উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিত কাজ করে চলেছে। কিভাবে রাজ্য থেকে আরও আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় তুলে আনা যায়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করা যায় সেদিকেই জোর দেওয়া হয়েছে। রাজ্যভিত্তিক অনূর্ধ্ব ১৭

বালক-বালিকাদের বাল্কেটবল প্রতিযোগিতার উদ্বেধনী অনুষ্ঠানে এভাবেই রাজ্যের খেলাধুলা নিয়ে নিজের প্রত্যাশা ব্যক্ত করলেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী যীশু দেববর্মা। এদিন বিকালে চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় মাঠে তিন দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতার শুরু হয়। উপ-মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, খেলাধুলার মাধ্যমে এখন ক্যারিয়ার তৈরি করা যায়। পাশাপাশি শরীর এবং মন দুইটিই সতেজ থাকে। চড়িলাম থেকে চার জন টেবিল টেনিস খেলোয়াড় রাজ্য পর্যায়ে গিয়েছে। যা অত্যন্ত গর্বের মতো তিনি জানান। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই আসরের

উদ্বেধন করেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী। মোট ছয়টি জেলা থেকে ১০৭ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেছে। উনকোটি এবং উত্তর জেলা আসরে অংশগ্রহণ করেনি। এদিনের অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সিপাহিজলা জেলা পরিষদের সভাপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, জেলা শাসক বিশ্বশ্রী বি, বাল্কেটবল অ্যাসোসিয়েশনের সচিব মতিলাল সাহা, স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুথসচিব দিবেন্দু দত্ত, বাল্কেটবল খেলোয়াড় লিকন সরকার সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন চড়িলাম ব্লক পঞ্চায়েত চেয়ারম্যান রাম দাস সরকার।



শর্তসাপেক্ষ জামিন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। শর্তসাপেক্ষ জামিন পেলেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার-সহ সিপিএম'র নেতারা। জামিন পেয়ে বিরোধী দলনেতা সাংবাদিকদের কাছে বলেন, রাজ্যে গণতন্ত্র হরণের চেষ্টা হচ্ছে। রাজ্যে শাসকদল গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারছে না। এই দল চূড়ান্তভাবেই জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এই কারণেই গত বছরের একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে মামলা নিয়ে হেনস্থা করেছে। গত বছর ২৬ আগস্ট কোভিড পরিস্থিতির মধ্যে দুস্থ পরিবারগুলোকে মাসে মাসে সাত হাজার টাকা অনুদান, চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন, দুস্থ পরিবারগুলোকে মাসে ১০ কিলো চাল-সহ ১৬ দফা দাবিতে আন্দোলন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। টানা সাতদিনই আন্দোলন চলে। ২৬



আগস্ট শেষদিনে সিপিএম'র পক্ষ থেকে মিছিল এবং জমায়েতের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ওইদিনই পুলিশ থেফতার করেছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে আবার সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এক বছরের বেশি সময় পর কোভিড বিধি অমান্য করার অপরাধ দেখিয়ে আদালতে টেনে আনা হয়েছে। কোভিড বিধি অমান্য করা ছাড়াও

পুলিশের উপর আক্রমণের মতো মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে। এই মামলার বিচারক জামিন মঞ্জুর করেছে। আগামী ২৬ জানুয়ারি মামলার পুনরায় শুনানি রয়েছে। বুধবার পশ্চিম জেলার প্রথম শ্রেণির দায়রা বিচারক অয়ন চৌধুরীর এজলাসে হাজির হন মানিক সরকার ছাড়াও প্রাক্তনমন্ত্রী

● এরপর দুইয়ের পাতায়

আরও মহার্ঘ রক্ষন গ্যাস

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর।। রামার গ্যাসের দাম ফের বাড়লো। তবে এবার অবশ্য বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম বেড়েছে। ১৯ কেজির বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম একধাক্কায় ১০০ টাকা বেড়েছে। ফলে মাথায় হাত হোটেল মালিকদের। কলকাতায় বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম ছিল ২ হাজার ৭৩ টাকা ৫০ পয়সা। তবে এবার থেকে সিলিন্ডার কিনতে খরচ পড়বে ২ হাজার ১৭৪ টাকা ৫ পয়সা। বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ের বাসিন্দাদের সিলিন্ডার কিনতে দিতে হবে ২ হাজার ৫১ টাকা। আগে খরচ হত ১ হাজার ৯৫০ টাকা। বাণিজ্যনগরীতে ১০১ টাকা বেড়েছে। ২ হাজার ৫০ টাকার বদলে রাজধানী দিল্লিতে বাণিজ্যিক সিলিন্ডার কিনতে গেলে ২ হাজার ১০৪ টাকা খরচ করতে হবে।

● এরপর দুইয়ের পাতায়

বিএসএফ'র গুলিতে রক্তাক্ত যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বঙ্গনগর, ১ ডিসেম্বর।। নেশা দ্রব্য পাচার ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা রহিমপুর সীমান্তে। বিএসএফ'র ছোড়া গুলিতে জখম এক যুবক। সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ এবং পাচারকারীদের মধ্যে ধস্তাধস্তিও হয়। এর মধ্যেই বিএসএফ রাবার বুলেট ছুড়ে। বুলেটের আঘাতে জখম যুবককে পাঠানো হয় হাঁপানিয়া হাসপাতালে। এই ঘটনা চলাকালীন পাচারকারীরা পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। কিছুদিন আগেই সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ'র সঙ্গে ধস্তাধস্তির ঘটনায় এক পাচারকারীর হাতিয়ার নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। রহিমপুর সীমান্ত এলাকার পাচার ঘিরে এই ধরনের ঘটনা বাড়ছে। প্রতিনিয়তই সীমান্ত এলাকা দিয়ে নেশা দ্রব্য পাচার চলছে বাংলাদেশের সঙ্গে। পাচারের বিরুদ্ধে বিএসএফ অভিযানে নামলে প্রায়ই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছে। গ্রামবাসীদের তরফ থেকেও পাল্টা বিএসএফ জওয়ানদের বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ করা হচ্ছে। কড়া নিরাপত্তার কথা বলা হলেও পাচার কোনওভাবেই বন্ধ হচ্ছে না। এনিয়ে সীমান্ত এলাকার গ্রামবাসীদের সঙ্গে বিএসএফ জওয়ানদের ঝামেলা এখন নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বুধবার বিএসএফ'র ছোড়া গুলিতে আহত যুবকের নাম সাইফুল ইসলাম। তার বাড়ি রহিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিমপাড়া বাজারের কাছে। জানা গেছে, বুধবার সকাল ১১ ঘটিকার সময় বঙ্গনগর রহিমপুর সীমান্ত দিয়ে একদল পাচারকারী সীমান্তের মাদকদ্রব্য পাচারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিএসএফ রাবার বুলেট চালাতে বাধ্য হয়। শেষ পর্যন্ত এই বুলেটের আঘাতে আহত হয় রহিমপুর এলাকার ১৯ বছরের

এক যুবক। যুবকের নাম সাইফুল ইসলাম। পিতার নাম সহিদ মিয়া। বাড়ি রহিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নং ওয়ার্ড পশ্চিমপাড়া বাজারের নিচে সীমান্ত লাগোয়া এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বুধবার সকাল ১১ ঘটিকার সময় রহিমপুর বাজার থেকে একদল পাচারকারী মাদক দ্রব্য নিয়ে ১৬৮ নম্বর গेट এর পাশ দিয়ে সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়ার ওপর দিয়ে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

খুঁটিতে বেঁধে মারধর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। বাইসাইকেল চুরি করতে এসে হাতেমতো ধরা পড়লো এক যুবক। তাকে খুঁটিতে বেঁধে গণধোলাই দিলো কিছু উত্তেজিত জনতা। পুলিশের হাতে দেওয়ার আগেই এই যুবককে পিটিয়ে রক্তাক্ত করলো তারা। অমানবিক এই ঘটনায় পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ধৃত রানা দাসকে থানায় নিয়ে যায়। যদিও তাকে রক্তাক্ত করার অভিযোগে উপস্থিত কারোর নামেই মামলা নয়নি পশ্চিম থানার পুলিশ। ধৃতের নাম রানা দাস। তার বাড়ি ওএনজিসি এলাকায়। পেশায় ● এরপর দুইয়ের পাতায়



দিনদুপুরে দুঃসাহসিক চুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। দিনদুপুরেই দুঃসাহসিক চুরি শহরের শিবনগর এলাকায়। খালি বাড়ি থেকে ৩৫ হাজার টাকা-সহ সোনার গহনা চুরি করে নিয়ে গেছে দুষ্কৃতির। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। শিবনগরে মিতুন দাসের বাড়িতে এই চুরির ঘটনাটি হয়েছে। সকাতেই এক নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে মিতুন এবং তার স্ত্রী অনামিকা রায় চৌধুরী বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। বেলা আড়াইটা নাগাদ ঘরে ফিরে দেখেন দরজা ভাঙা। আলমারিতে রাখা ৩৫ হাজার টাকাও নেই। শুধু তাই নয়, রাতে বিয়েতে পরে যাওয়ার জন্য ৩ ভরি সোনার গহনাও গায়েব।

ঘটনায় পূর্ব থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। মিতুনের স্ত্রী অনামিকা রায় চৌধুরীও জানিয়েছেন, ছেলের স্কুলে ভর্তির জন্য ৩৫ হাজার টাকা আলমারিতে আলাদা রাখা ছিল। মঙ্গলবার কাছের আত্মীয়ের হলদির অনুষ্ঠানে গহনা পরে গিয়েছিলেন। এগুলিও ঘরে রেখে সকালে আবারও বিয়ে বাড়িতে গিয়েছিলেন। চোর সম্ভবত এসব দেখেছে। অচেনা কেউ হলে এসব

জানতো না। পাশের বাড়ির বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষীও ঘরের দরজা ভাঙার সময় আওয়াজ শুনেতে পেয়েছেন। কিন্তু চোরদের তাড়াতে এগিয়ে আসেনি। সম্ভবত দুপুর ১২টা থেকে সাড়ে ১২টা নাগাদ এই চুরি হয়েছে। কিন্তু কেউই এগিয়ে দেখেননি। আশপাশেও বাড়িঘর রয়েছে। কেউই একবারের জন্য এগিয়ে এলে চুরি হতো না। এই চুরির ঘটনায় প্রতিবেশীদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

JYOTI BRICKS INDUSTRIES
Jirania

সঠিক দামে উন্নতমানের সকল প্রকারের ইট পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন—

Mob - 9774060761 9612529155

Ram Bricks Industries
Jirania

ইটের জন্য কোম্পানীর একমাত্র নিজস্ব এই ফোন নম্বরে যোগাযোগ করুন।

Mob - 7640085418

SANTINIKETAN MEDICAL COLLEGE

Website : smcbangla.com

Contact : **+91 8100013529 +91 6290299630**

MBBS Admission Open

VISION CONSULTANCY
Admission Point

We Provide Admission Guidance for **MBBS / BDS / BAMS**

TOP PRIVATE MEDICAL COLLEGES IN INDIA (Kolkata, Uttar Pradesh, Bangalore, Tamilnadu, Puducherry, Haryana, Bihar, Orissa & Other)

LOW PACKAGE 45 LAKH

NEET QUALIFIED STUDENTS ONLY

Call Us : **9560462263 / 9436470381**

Address : Office Lane, Opp. Siksha Bhavan, Agartala, Tripura (W)

NH নাইটিংগেল নার্সিং হোম
ধলেশ্বর রোড নং-১৩, ব্ল লোটাস ক্লাব সংলগ্ন, আগরতলা

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে, সম্পূর্ণ শীতাপ নিয়ন্ত্রিত, উন্নত মানের অপারেশন থিয়েটার, আইসিইউ, এন.আইসিইউ, চিকিৎসা ও পরিষেবা।

সুবিধা → গাইনোকোলোজিক্যাল সার্জারী, জেনারেল সার্জারী, অর্থো সার্জারী, এডভান্স ল্যাপ্রোস্কপি/মাইক্রো সার্জারী।

৩ যোগাযোগ : **0381-2320045 / 8259910536 / 8798106771**

বৃদ্ধাকে মেরে ফেলার চেষ্টা



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১ ডিসেম্বর।। অশ্লিষ নথি ব্যবহার করে বৃদ্ধার জমি হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠলে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। প্রাণে মারার চেষ্টা করা হয় ওই বৃদ্ধাকে। ঘটনা সোনামুড়া থানাধীন আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ডে। জানা যায় ছামিনা বিবির স্বামী বহু পূর্বে মারা যান। ছামিনা বিবির কোন সন্তান নেই। যার ফলে তিনি পাশের গ্রাম কুলুবাড়ি থেকে হানিফ মিয়া নামে এক ব্যক্তিকে কাজের জন্য তার বাড়িতে এনেছিলেন। হানিফ মিয়ার বিয়ের পর অবস্থা সত্যিকার দেখে এক সালিশি সভার মাধ্যমে ১৯৯০ সালে তার পরিশ্রমিক হিসাবে ২৫ হাজার টাকা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেন মহিলা। কিন্তু সেই হানিফ মিয়ার ছেলে আনোয়ার হোসেন ওরফে কালু বৃদ্ধা ছামিনা বিবির জমি হাতিয়ে নেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগে বলে অভিযোগ। এর আগেও কালু বৃদ্ধার জমি আত্মসাৎ করার জন্য অনেকবার চেষ্টা করেছিল। জানা যায়, কিছুদিন আগে ছামিনা বিবিকে প্রাণে মারার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। এখন ছামিনা বিবি বাড়িতে একা থাকেন। তাই তাকে নিয়ে এলাকাবাসীও চিন্তিত। কারণ তাদের আশঙ্কা পুনরায় বৃদ্ধার উপর আঘাত আসতে পারে। এই অবস্থার কথা চিন্তা করেই ছামিনা বিবিকে তার ভাই ফজল হক নিজ বাড়িতে নিয়ে আসেন। এই নিয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এলাকায়।

বাড়ি বাড়ি ঘুরছে দুই প্রতারক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ডিসেম্বর।। সোনা এবং পিতলের জিনিস পরিষ্কার করে দেওয়ার নাম করে বাড়ি বাড়ি ঘুরছে প্রতারকরা। নিম্নোক্ত সোনা এবং রূপার গহনা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে এই চক্রটি। আগরতলা ছাড়াও রানিরবাজার পর্যন্ত এই চক্রটি সক্রিয়। ইতিমধ্যেই তিন-চারটি বাড়িতে তারা একই কলমেয় হাত সাফাই করেছে। যদিও কোনও থানায় তাদের বিরুদ্ধে মামলা এখনও পর্যন্ত নেওয়া হয়নি। পুলিশ অভিযোগ পেলেও এফআইআর হিসেবে নথীভুক্ত করতে চাইছে না বলে অভিযোগ রয়েছে। যে কারণে প্রতারক চক্রটি একের পর এক তাণ্ডব ঘটিয়ে চলেছে। আধুনিকতার ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকা ত্রিপুরা পুলিশের এখনও পর্যন্ত হিম্মত হয়নি এই সামান্য ছিনতাইবাজদের চ্যালেঞ্জ থগহন করতে। এই সুযোগে

আগরতলায় দক্ষিণ ইন্দ্রনগর এলাকায় আরও এক বাড়িতে ছিনতাই করে নিলো চক্রটি। জানা গেছে, দক্ষিণ ইন্দ্রনগরে মাস্টারদা সূর্যসেন ক্লাব এলাকায় অপর্যাপ্ত দাসের ঘর থেকেই প্রতারক এবং ছিনতাইয়ের ঘটনাটি করা হয়। বেলা সাড়ে এগারোটো নাগাদ একটি বাইকে চেপে ২৭-২৮ বছরের দুই যুবক অপর্যাপ্ত দাসের বাড়িতে যায়। তারা কিছু সামগ্রী বিক্রি করার নাম করেই বাড়িতে প্রবেশ করে। অপর্যাপ্ত দাসী এই সামগ্রীগুলি কিনতে রাজী হননি। কিন্তু ওই যুবকরা তাদের ঠাকুর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বলে, পিতলের বাননগুলি পরিষ্কার করে দেবে তারা। অপর্যাপ্ত দাসী ঠাকুরের ঘরের জন্য ব্যবহৃত বাসনপত্রগুলি বের করে দেন। মুহূর্তেই এগুলি ঘষামাজা করে পরিষ্কার করে দেয় তারা। এরপর ঠাকুরের গলায় থাকা রূপার চেইনটিও পরিষ্কার করে দেয়। এভাবেই প্রতারকদের ফাঁদে পা দেন

অপর্যাপ্ত দাসী। তার গলায় থাকা ২ ভরি ওজনের সোনার চেইনটিও তারা পরিষ্কার করে দেবে বলে চেয়ে নেয়। হারাটি দিতেই ওই দুই যুবক বাইকে বসে চম্পট দেয়। চোর চোর চিংকার করলেও স্থানীয়রা বেরিয়ে আসার আগেই এলাকা থেকে গায়েব হয়ে যায় দুই চোর। এই ঘটনায় এনসিসি থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। যদিও ছিনতাইবাজদের গ্রেফতার করা তো দূরের কথা, পুলিশ মামলা পর্যন্তই চাইছে না বলে অভিযোগ রয়েছে। রীতিমতো চ্যালেঞ্জবিহীন পুলিশ ফাঁকি দিয়ে চলাতে চাইছে বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, একটি মহলের গুজব, ছিনতাইবাজরা হঠাৎ বা পুলিশের সঙ্গে আগাম যোগাযোগও করে নিয়েছে। প্রতারণা এবং ছিনতাইয়ের ঘটনায় গোটা ইন্দ্রনগর বাসীর আশঙ্কিত। তারা চাইছেন রাজ্য পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত করুক না হলে এই ধরনের প্রতারক শিকার হবেন আরও অনেক।

সিপিআইএম অফিসে আগুন

স্বদলীয় নেতার বাড়ি ভাঙচুর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, দেবদার, ১ ডিসেম্বর।। নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের অভিযোগ এবার দক্ষিণ জেলার জেলাইবিডি'র দেবদার বাজার এলাকায়। বুধবার বিজয় মিছিলের নামে দেবদার জুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ কয়েম করা হয় বলে অভিযোগ। স্থানীয় সিপিআইএম অফিস ভাঙচুরের পর আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তী সময় দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। এছাড়া মিছিল থেকে হামলা চালানো হয় দেবদার'র বাসিন্দা রূপক সেনের বাড়িতে। সবচেয়ে অবাধ করার বিষয় রূপক

সেন হলেন বিজেপি নেতা। তিনি জেলাইবিডি মন্ডলের ২ নং বুথের বুথ সভাপতির দায়িত্বে আছেন। তিনি বিগত দিনে বিভিন্ন কাজকর্ম নিয়ে প্রতিবাদে মোক্ষার হয়েছিলেন। সেই কারণেই নাকি তার বাড়িতে হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। রূপক সেন সুদীর্ঘ রায় কর্মণের অনুচর বলেও পরিচিত। তার বাড়িতে চুকে দুষ্কৃতির বাইক ভাঙচুর করে এবং তার বাবা ও স্ত্রীর উপর আক্রমণ চালায় বলে অভিযোগ। রূপক সেনের রাবার বাগানও ধ্বংস করে দেয় দুষ্কৃতির। এছাড়া দেবদার

বাজারের সিপিআইএম কার্যালয়ে আগুন লাগায় দুর্ভাগ্য। আগুন লাগার খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। বিজয় মিছিল থেকে এই ধরনের তাত্ত্বিকতা সংঘটিত হওয়ায় স্থানীয় নাগরিকরা খুবই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাদের আশঙ্কা হয়তো আগামী দিনে এই ধরনের ঘটনা চলতেই থাকবে। কারণ, হামলাকারীরা গত সাড়ে তিন বছর ধরেই বিভিন্ন অফিসে আগুন লাগিয়েছে। স্বদলীয়দের বাড়িঘরও রক্ষা পাচ্ছে না তাদের হাত থেকে।

একই দিনে যান সন্ত্রাসের বলি দুই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গভাছড়া, ১ ডিসেম্বর।। একই দিনে গভাছড়া মহকুমায় পর পর দুটি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন দু'জন। দুটি দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন ৪ জন। রইস্যাবাড়ি থানাধীন রতননগর এডিসি ভিলেজের মাঝিমিগিপাড়ায় একটি যাত্রীবাহী কমান্ডার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৫৫ বছরের সোনার কুমার ত্রিপুরার। এই দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হন আরও তিনজন যাত্রী। তি আর ০১-২৮৪৬ নম্বরের কমান্ডারে প্রায় ১৫ জন যাত্রী ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা অনুযায়ী গাড়িটি মাঝিমিগিপাড়ার কাছাকাছি আসতেই টিলারাস্তা অতিক্রম করতে গিয়ে পেছন দিকে



চলে আসে। তখনই রাস্তার পাশে উল্টে যায় গাড়িটি। প্রত্যক্ষদর্শীরা তড়িঘড়ি আহতদের উদ্ধার করে গভাছড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। এদিকে খবর পেয়ে দমকল বাহিনীও ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। তারা সোনার কুমার ত্রিপুরার মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। এদিকে

খবর পেয়ে গভাছড়া মহকুমা হাসপাতালে ছুটে আসেন এমডিসি ভূমিকানন্দ রিয়াং, মহকুমাশাসক অরিন্দম দাস, সাব জেনারেল চেয়ারম্যান হিরন্ময় ত্রিপুরা। এই দুর্ঘটনায় আহতরা হলেন - গঙ্গাদেবী ত্রিপুরা, অনন্ত মোহন ত্রিপুরা এবং বল্লিপ্র ত্রিপুরা। এদিকে একই দিনে রইস্যাবাড়ি-যতনবাড়ি

সড়কের ৮নং ডাইক এলাকায় বাইক এবং গুয়াগনার গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারান ৩২ বছরের লাবণ্যজয় ত্রিপুরা। তার বাড়ি বোয়ালখালি পুষ্পধনপাড়ায়। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন স্বপনজয় ত্রিপুরা (৩৩)। তার বাড়িও একই এলাকায়। তি আর ০১একে৮৬১১ নম্বরের বাইক'র রইস্যাবাড়ি'র দিকে আসছিল। তি আর ০১পি০৬৩২ নম্বরের গুয়াগনার গাড়িটি যাচ্ছিল অপরদিকে। ৮নং ডাইক এলাকায় গাড়ি এবং বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। বাইক চালক লাবণ্যজয় ত্রিপুরাকে গুরুতর আহত অবস্থায় গভাছড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। আহত স্বপনজয় ত্রিপুরা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

9436940366

BAPPIRAJ FURNITURE

Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura

① Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

বিয়ের ফার্নিচারের বিপুল সম্ভার

Agartala - Colonel Chowdhury | Ker Chowdhury

Contact : 9862622076 / 9862622086 / 8837335227

Bishalgarh • Kumarghat • Dharmanagar Call-7005035146